সৎসঙ্গ।

(সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক)

"উপেক্ষিতা" "গুরুঠাকুর" "বেজায় রগড়" ইত্যাদি প্রণেতা
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
প্রকাশিত।

রঞ্জন প্রেস
২৯নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রীতি উপহার

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা এবং

স্বত্বাধিকারী, "স্বনামোপুরুষোধন্য"—বঙ্গসাহিত্যিক-

গণের পরম সুহৃদ—পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র

আমার সোদরসমান বন্ধু

শ্রীমান হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের

করকমলে

এই সামাজিক চিত্রখানি

[illegible] সমাদরে

উপহার

অর্পণ করিলাম

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নং ৮৮।৯ চোরবাগান সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা

২০শে আষাঢ়, সন ১৩১৮ সাল।



শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Emerald Printing Works, Calcutta.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ



পুরুষ।

প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	কলিকাতানিবাসী ধনাঢ্যের পুত্র।
ধরণীধর মুখোপাধ্যায়	...	ঐ আত্মীয়।
কনক	...	ধরণীধরের পুত্র।
কেশব, বিপিন, শশী ও মাধব	...	প্রবোধের সমবয়স্ক বন্ধুগণ।
বৈদ্যনাথ ঘোষ	...	ঐ প্রতিবাসী।
প্রিয়নাথ	...	বৈদ্যবাটীর জমীদার, মৃণালিনীর স্বামী।
সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	...	কনকের সমপাঠী বন্ধু।
সুকুমার দত্ত	...	উচ্চশিক্ষিত সচ্চরিত্র সম্পত্তিশালী যুবক।
যদু মিত্র	...	গৃহস্থ ভদ্রলোক।
কার্ত্তিক	...	ঐ পুত্র।
নিমাই	...	প্রবোধের মৃত সরকারের পুত্র।
সদানন্দ ব্রহ্মচারী	...	সুকুমারের গুরু।
পতিতপাবন	...	গোয়ালা।

ইন্‌স্‌পেক্টর, ডিটেক্‌টিভ্‌ পুলিস্‌, পাহারাওয়ালা, জমাদার, জেলার, বংশী চাকর, হোটেলখান্‌সামা, রামধন গোমস্তা, ভৃত্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

যোগমায়া	...	প্রবোধের মাতা।
নির্ম্মলা	...	ঐ স্ত্রী।

রাসমণি	...	...	...	...	ধরণীধরের স্ত্রী।
ক্ষেমঙ্করী	...	...	...	...	ঐ ভগ্নী।
মৃণালিনী	...	...	...	...	ক্ষেমঙ্করীর কন্যা।
হেমাঙ্গিনী	...	...	প্রবোধের সম্পর্কীয়া বিধবা ভগ্নী।		
চপলা	...	...	...		কনকের স্ত্রী।
চন্দ্রকুমারী	...	...	...		বৈদ্যনাথের কন্যা।
সরমা	...	...	...	...	ঐ স্ত্রী।
গুলজার	...	...	...	...	বারাঙ্গনা।

গৌরী ঝি, পদার মা, বারাঙ্গনাগণ ইত্যাদি।



সৎসঙ্গ।

(সামাজিক নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রবোধের অন্তঃপুর।

যোগমায়া ও প্রবোধ।



প্র। মা! আমায় ডেকেছ?

যো। হ্যাঁ! কোথায় ছিলে? অনেকক্ষণ থেকে তোমাকে খুঁজছি; ঝি দু'বার তিনবার তোমাকে ডেকে এসেছে—

প্র। হাঁ—বাইরে বৈটকখানায় বসেছিলুম—একখানা বই প'ড়ছিলুম—

যো । কি প'ড়ছিলে ? তোমার পড়ার বই ? তবে যে গোরা ব'ল্লে—কে চার পাঁচ জন ছেলে বৈটকখানায় তোমার সঙ্গে ব'সে গল্প কচ্ছে !

প্র । গল্প করেনি ! তা'রা আমার স্কুলের ছেলে—এই সব পড়াশুনোর কথাই হ'চ্ছিল—

যো । তোমাকে ডেকেছি কেন শোন ! ধরণী ঠাকুরপোর কাছে শুনলুম—তুমি ইস্কুলে নাম কাটিয়েছ—আর তোমার পড়াশুনোর ইচ্ছে নেই—সত্যি কি ?

প্র । মা ! তোমার কাছে আর মিথ্যে কথা বলব না। লেখাপড়া আর আমার দ্বারা হবেনা। তিনবার ফেল্ হয়ে—সত্যি বল্‌ছি মা—আমার বুক ভেঙ্গে গেছে। এ'দিকে দিন দিন সব নূতন নূতন শক্ত শক্ত বই হচ্ছে—আমি কিছুতেই পড়া মনে রাখতে পাচ্ছিনা। এইবেলা থেকে বিষয় আশয় কাজ-কর্ম্ম দেখি শুনি। তুমি ধরণী-কাকাকে বলে দাও—আমাকে যেন একটু কাজকর্ম্ম দেখান।

যো। তা বেশ—পড়াশুনো একান্তই যদি না কর—তবে ছেড়ে দাও। কিন্তু বাবা,—তিনি বেঁচে থাকতে তো পড়াশুনো তোমার এত শক্ত বোধ হ'তনা ! তা বেশ—লেখাপড়া ছাড়লে তার আর উপায় কি ? এখন যা'তে মতিবুদ্ধি ভাল থাকে—সংসর্গ ভাল হয়, সেদিকে একটু লক্ষ্য কর। একটা কথা শুনে রাখ বাবা—"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস—অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" বাড়ী থেকে যত বাইরে না বেরোও ততই ভাল। পড়াশুনো বন্ধ হ'ল বলে যে চব্বিশ ঘণ্টা বাইরে বাইরে এর ওর তার বাড়ীতে গিয়ে হৈ হৈ কর্ব্বে—সেটা আমি একেবারেই ভাল বলিনা।

প্র। না মা—বাড়ীথেকে বেরোবার আমার দরকার কি? ইস্কুলের পড়াশুনো ছাড়া আর কি মানুষের অন্য কোন কাজ নেই? তবে বিকেল বেলা হেদো কিম্বা গোলদিঘিতে একটু ঘুরে আসতে দোষ কি মা?

যো। না—তা আমি বারণ কচ্ছিনা। একটু আধটু ফাঁকায় না বেড়ালে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

(গৌরীঝির প্রবেশ)

গৌ। আগো দাদা বাবু—একবার বারবিগে যাও! ম্যালা সব ট্যারাকাটা—মুখে চুরুবওলা বাবু এসে—তোমায় ডাকতে নেগেছে।

প্র। হ্যাঁ—যাচ্ছি—যাচ্ছি—যা—

যো। কে সব বাবু গৌরী?

গৌ। সে সব কি আমি চিনি গা? কত ঢংএর বাবু কলকাতায় আছে—কত চিনে রাখব গিন্নিমা? মাগো! মাথায় চুলের যে কেয়ারি করা—যেন চৈৎ সংক্রান্তির সং! চান্দিক কামানো, এই সুমুখটা দেড় হাত নম্বা চুল—তা'তে এই এত খানি ট্যারা কেটেছে—কেবল একটুকু সিঁদুর দিলেই হয়। মুয়ের মধ্যে একটা চুরুব নিয়ে কেবল আগুন খেতে নেগেছে। আর চান্দিক জুল্ জুল্ চাইছে—যেন ডান!

যো। যা যা তুই বকিসনি! তুই এক কাজ কর দিকি—ধরণী ঠাকুরপোকে একবার আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়—বলিস—বিশেষ দরকার আছে। প্রবোধ! তুমি কি এখন বেরুবে নাকি?

প্র। না—বেরুবো কোথায়?

যো। হ্যাঁ—বাড়ীতে থেকো—আমি ধরণী ঠাকুরপোকে ডাকতে পাঠাচ্ছি—তোমার সাম্‌নে সব ব'লে ক'য়ে দোবো। যাই—ঠাকুরঘরে সন্ধ্যে দিতে হবে।

(যোগমায়ার প্রস্থান)

প্র। হ্যাঁরে গৌরি! তুই যত বুড়ো হচ্ছিস—তোর কি ভীমরতি বাড়ছে নাকি?

গৌ। কেন গো দাদাবাবু—অত চোক রাঙ্গাচ্ছ কেন? কি করিছি আমি?

প্র। মার সামনে আমার ইয়ারদের যে বড় যাচ্ছে-তাই বল্লি? কিছু বলিনি ব'লে বড় আস্কারা পেয়েছিস্—না?

গৌ। কিগো বাবু? অত দাঁত কিড় মিড় কচ্ছ যে? কেম্‌ড়ে দেবে নাকি? তোমাকে আঁতুড় ঘরে কত চুষিকাটী চুষ করিয়েছি—আর আজ চুরুষ খেতে শিখে—মাথায় ট্যারা কেটে আমাকে ওক্ করে তেড়ে মারতে এস্‌ছ?

(প্রস্থানোদ্যতা ও নির্ম্মলার প্রবেশ)

নি। কি হয়েছে গৌরী? রাগ করেছ কেন?

গৌ হ্যাঁ এস—তুমি আর বাকি থাক কেনে? উনি দু'ঘা মাল্লেন, এইবার তুম্‌ও গলায় পা চেপে দাও—আপদ চুকে যাক্।

নি। উনি তোমায় মেরেছেন?

প্র। আরে—কেন ওর কথা শোন? ভারি জ্বালাতনে পড়েছি একবেটা পাগলীকে নিয়ে—

গৌ। এই শোন—আবার পাগল পর্য্যন্ত করে দিলে! আবার বলে মারিনি! আর মার কাকে বলে বলত?

নি। ছিঃ গৌরী—ওঁর ওপর-রাগ করতে আছে? এই না তুমি

ওঁকে অত ভালবাস ? দেশে গেলে থাকতে পারনা ? হাতে করে ওঁকে মানুষ করেছ ? উনি দুটো কথা বলেছেন—তাতে রাগ করে কি ? তুমি হলে এ বাড়ীর গিন্নী ! চল—তোমার ভাইপোর জন্য চারটে জামা সেলাই করে রেখেছি—নেবে চল।

গৌ। আহা—সোণার লক্ষ্মী মা আমার ! যেন দুগ্‌গো পিরৃতিমে ! আমি কি মা দাদাবাবুর ওপর রাগ কত্তে পারি ? তা মা—জামা কটা দিও—আমি রাখালির হাত দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দোবো ! আহা—এমন বৌ কি কোথায় আছে গা ? যাই—একবার ওবাড়ী যাই—

(গৌরীর প্রস্থান)

প্র। আঃ—পাপ বিদেয় হ'ল—বাঁচলুম ! বেটী মার সাম্‌নে আমাকে এমনি অপ্রস্তুত করেছিল—

নি। আহা ! বুড়ো মানুষ—ওকে কি ধমক দিতে হয় ? পুরোণো লোক—মিষ্টিকথায় ওদের কাছে অনেক কাজ পাওয়া যায়। যাক্‌—সে কথা ! তুমি নাকি পড়া ছেড়ে দিয়েছ—শুনলুম ?

প্র। কেন ? তোমার কি ইচ্ছে নয় ?

নি। আমার তাতে ইচ্ছে অনিচ্ছে কি ? শুনলুম—তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

প্র। হ্যাঁ—আর ভাল লাগেনা নির্ম্মলা ! বছর বছর ফেল্ হচ্ছি—লোকের কাছে মুখ দেখান দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে। ছেড়ে দিলে আর কোন হ্যাঙ্গাম থাকবে না—কি বল ? ভাল করিনি ?

নি। আমি কি বল্‌ব বল ? তুমি পুরুষ মানুষ—ভালমন্দ তুমি

ধত বোঝ—আমি কি তত বুঝি? তবে একটা কথা আমার শুনবে কি?

প্র। কেন শুন্‌বনা? বল।

নি। আজ কাল প্রায়ই দেখি—বদিনাথ ঘোষ তোমার কাছে আসে। তার সঙ্গে কি তুমি মিশেছ?

প্র। পাগল! সে গোটাকতক টাকা ধার ক'র্ত্তে আমার কাছে দু-একবার এসেছিল বটে—তা কৈ—আরতো আসে না!

নি। লোকটা শুনতে পাই—ভারি মাতাল—বদমায়েস্। পাঁচ জনে বলে—ওর সঙ্গে যে মেশে সেই উচ্ছন্ন যায়।

প্র। দেখ নির্ম্মলা—হ'তে পারে বদ্যিনাথ ঘোষ খুব মাতাল। কিন্তু তা'বলে লোকে তার সম্বন্ধে যতটা বলে—ততটা সে নয়। চাক্‌রি বাক্‌রি করে—মাগ-ছেলেকে অন্ন দেয়—আপনার সংসারধর্ম্ম করে—খায় দায়, থাকে। তোমার আমার সে যখন কোন ক্ষতি করেনি—তখন তার নামে অন্যায় অপবাদ দেওয়া কি উচিত?

নি। তা যথার্থ কথা! ওটা আমার অন্যায় হয়েছে। তুমি রাগ ক'রনা।

প্র। না—তোমার কোন দোষ দিচ্ছি না। তুমি যেমন শুনেছ—তেমনি বলেছ। কিন্তু কথাটা হচ্ছে—ধর—যদি সে প্রতিবেশী লোক,—ডেকে আমার সঙ্গে দুটো কথা কইলে—কি বেড়াতে বেড়াতে আমাদের বাড়ীতে এল—ভদ্রলোককে কি শুধু শুধু অপমান কর্ত্তে পারি?

নি। না—না—তাকি কেউ পেরে থাকে?

প্র। বাঙ্গালী জাতের স্বভাব লোকের নিন্দে করা—কুৎসা করা—

তিল্‌কে তাল করে, লোকের নামে বদনাম দেওয়া। সংসর্গের আবার দোষ গুণ কি? আমি নিজে যদি ভাল থাকি—কার সাধ্য আমাকে কুপথে নিয়ে যায়?

নি। সে কথা সত্য বটে। কিন্তু মানুষের মন না মতিভ্রম! কুসংসর্গের মধ্যে থেকে নিজের মনকে সৎপথে রাখার চেয়ে শক্ত কাজ বোধ হয় পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। যিনি এ সংসারে প্রলোভনে মুগ্ধ হন না—তিনিতো মহাপুরুষ!

প্র। নির্ম্মলা! তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর?

নি। না—প্রভু! তোমায় অবিশ্বাস করে আমি পৃথিবীতে বাস কর্ত্তে পার্ব্ব না। আমি এ সংসারের ভাল মন্দ কিছুই জানি না—কিছুই বুঝি না। অজ্ঞান—অবোধ—দুর্ব্বলা রমণী—আমার আবার বিচারশক্তি কি? দুঃখজ্বালার সংসারের দিকে চাইলে—ভবিষ্যতের অন্ধকারের বিষয় কল্পনা ক'ল্লে—আমার ক্ষুদ্রপ্রাণ কেঁপে ওঠে। তাই আমি অন্ধবিশ্বাসে তোমার শ্রীচরণে আপনার মনকে বেঁধে রেখেছি। আমার প্রথম বিশ্বাস তুমি—স্বামী—আমার ইহকাল পরকালের গতি মুক্তি! দ্বিতীয় বিশ্বাস—ভগবান! এই দুটী বিশ্বাস নিয়ে—আমি পরমানন্দে দিনযাপন কচ্ছি। এস—তোমার জলখাবার তৈরি!

প্র। একবার বাইরে থেকে শুনে—এখুনি আস্‌ছি!

নি। আচ্ছা—আমি ততক্ষণ জায়গা করি—(প্রস্থান)

প্র। মূর্ত্তিমতী দেবী! জগদীশ্বর! এ অমূল্য রত্নের কি আমি উপযুক্ত? অধমের প্রতি যথার্থই তোমার অসীম করুণা!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রবোধের পাঠাগার।

——:*০:——

কেশবচন্দ্র ও বৈদ্যনাথ।

কে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক না খুড়ো—প্রবোধের ভার আমার হাতে আমি ওকে ঠিক বাগিয়ে নিচ্ছি।

বৈ। দেখি বাবা—তোমার কেরামতি কত দূর। কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হয় না। যে ওর বাঘিনী গর্ভধারিণী—বাবা—ছেলেকে চোখে চোখে রেখেছে।

কে। আরে—রেখে দাও তোমার 'চোখে চোখে।' প্রবোধ এখন আমার হাতে ঘেঁচি কড়িটী! যা কর্ত্তে বল্‌ছি তাই কচ্চে, দস্তুর মত সিগারেট টান্‌তে শিখিয়েছি! কেমন ফিট্‌ফাট্ বাবু সাজবার টেষ্ট (taste) জন্মে দিয়েছি—স্কুলতো সাড়ে পোনের আনা খতম করিয়েছি। তোমার আশীর্ব্বাদে এদিককার সকল ঝঞ্ঝাট শেষ—এখন আসল কাজে একবার লাগাতে পারি——

বৈ। ব্যস্—তা হ'লে তোমারও সুবিধে—আমারও সুবিধে—ওর নিজেরও সুবিধে। বাবা—হরিহর বাঁড়ুয্যে তিসির ব্যবসা ক'রে বিস্তর মবলক্ পয়সা রেখে গেছে—যা'তে সৎপাত্রে ব্যয় হয়—তার চেষ্টা করা উচিত নয়?

কে। তা আর একবার ক'রে বল্‌তে? পয়সাওয়ালা লোকের ছেলের

যদি হাত গুটিয়ে বেরসিক হয়ে বসে থাকবে, তা হ'লে তোমার আমার মতন গেরোস্তো গরীবের ছেলেদের কি করে চলে বল দেখি ?

বৈ। তাইতো বল্‌ছি বাবা—একটা হিল্লে করি এস না—যাতে রোজ বিলিতি হুইস্কি (whisky) ব্র্যাণ্ডি (brandy) প্ল্যাস্ (plus) ফাউল (fowl) মটন (mutton) চলে! ৩৫৲ টাকা আফিসে পাই,—তবু মাসে মাসে ঐ কাণ্ট্রির (Country) পুরো দেনাই দিতে পারিনি! বিলিতির খরচ চালায় কে বাবা? একটী বোতল ধান্যেশ্বরী—একবার ইলেক্‌ট্রো সার্‌সা পেরিলা (Electro Sarsa-parilla)! তারপর কড়াইয়ের ডাল ভাত খাও—নো রেস্‌ট্রিক্‌সন্ (No Restriction.)

(প্রবোধের প্রবেশ)

কে। বেশ যাহোক,—দেড় ঘণ্টা বসিয়ে রেখে গেলে—কি রকম বল দেখি? বাড়ী ঢুকলে যে আর বেরুতে চাওনা!

প্র। কি কর্ব্ব ভাই! মা ডাকলেন—মার সঙ্গে কথা কইতে দেরী হয়ে গেল! কি বদি বাবু! কি মনে করে?

বৈ। এই বাবা—তোমায় সেই দশটা টাকা দিতে এসেছি—আজকে দেবার কথা ছিল না?

প্র। তার জন্য আর তাড়াতাড়ী কি? মাস্‌কাবারে দিলেও চলতো!

বৈ। না বাবা—একেতো বহুত বদনাম আছে—তার ওপর আবার জোচ্চোর খেতাব নোবো? তা যাক্—মাঠাকরুণ ভাল আছেন? বৌমার নাকি ক'দিন জ্বরভাব হয়েছিল?

প্র। না—সকলে ভাল আছে। আপনি কি আফিস থেকে বাড়ী যান নি?

বৈ। এইবার যাই। তোমায় যেন একটু কাহিল কাহিল দেখছি না?

কে। আরে খুড়ো—কাহিলের অপরাধ কি বল না? চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীতে বই মুখে করে বসে থাক্‌লে ক'দিন দেহ বইবে? এত বলি—কিছুতেই শুনবেনা! প'ড়ে প'ড়ে কি প্রাণটা খোয়াবে?

প্র। পড়াশুনো আর কল্লুম কৈ? এই নিয়েইতো এতক্ষণ মার সঙ্গে কথা হ'চ্ছিল। আমি বল্লুম যে আর প'ড়তে পারবো না!

কে। এঁ্যা—ফাঁড়া কাটিয়েছ? আঃ—প্রাণটা এতদিনে বাঁচলো! এইবার গায়ে একটু গত্তি লাগবে দেখোদিকি!

বৈ। আর তাও বলি—তোমার অত কষ্ট করে লেখাপড়ার দরকার কি? যদি কিঞ্চিৎ করণং বিবাহেরই কারণং—তা তোমার বিবাহতো হয়েই গেছে। আর ঈশ্বরের ইচ্ছায়—বাপের দু'চার পয়সা আছে—আমার মতন কেরাণীগিরিও ক'র্ত্তে হবে না। তা'হলে আমি এখন আসি বাবা—কাপড় ছাড়তে হবে—

(বৈদ্যনাথের প্রস্থান)

প্র। বদি খুড়ো লোকটা ত বেশ সরল!

কে। হ্যাঁ—তা নিশ্চয়। খাঁটীটা আস্‌টা খেলে, প্রাণটা একটু খোলা হয়েই থাকে।

প্র। আচ্ছা—শুনতে পাই নাকি—মদ খেয়ে ও বড় বেলেল্লাগিরি করে?

কে। রামঃ—কে বল্লে তোমায়? লোকটা ভারি বুঝদার—হুঁসিয়ার!

প্র। হ্যাঁ হে—বিপিন মাধব এরা সব চলে গেল?

ক। হ্যাঁ—কতক্ষণ তোমার জন্য বসে থাকবে বল? তাদের

টেনিস্ (Tennis) খেলবার সময় উতরে যায়,—তারা ক্লাবে (Club) গেল। চল—চল, বিডন গার্ডেনের (Beadon Garden) দিকে একটু ঘুরে আসি।

প্র। কেন—চলনা ইডেন গার্ডেনে (Eden Garden) যাই।

কে। তোমার কেমন সাহেবিয়ানা ঝোঁক—আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। এই স্বদেশী মুভমেণ্টের (Movement) সময়—ওগুলু ভাল দেখায় কি? ইডেন গার্ডেনে (Eden Garden) গিয়ে গোরার বুটের ঠোক্কোর না খেলে বুঝি তোমার সুখ হয় না? দিব্যি সন্ধ্যের সময় দুই ইয়ারে বেড়াতে বেড়াতে দু দশ খানা কাঁচাপাকা মুখ দেখব——

প্র। যাও—তোমার কেবল ঐ সব কথা!

কে। আহা—কাঁচা পাকা মুখ কি বেটাছেলেদের হয় না? তোমার কেমন লো মাইণ্ড (Low mind)—অমনি খারাপটি ধরে বসেছ! ছিঃ! চল—সন্ধ্যে হয়ে এল!

প্র। না হে—আজ আর বেরুব না—একটু দরকার আছে——

কে! দেখ প্রবোধ—আমি তোমায় যত ভালবাসি—তুমি আমায় তত হতশ্রদ্ধা কর! আমার প্রতি কথায় আমায় ইন্‌সল্ট্ (insult) কর! বলনা কেন—আর তোমার কাছে আসবো না!

প্র। কেন ভাই—তোমাকে আমি ইন্‌সল্ট্ (insult) কর্ব্বো কেন? আজ মা বেরুতে বারণ করেছেন—এখুনি ধরণী কাকা আসবেন—একটু ফ্যামিলি বিজ্‌নেস্ (family business) আছে! আর—মেঘ করে আসছে—দেখছতো?

কে। তা—আধ ঘণ্টা বেড়িয়ে এলেই কি যত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে? তোমায় কোন্ আমি বর্দ্ধমানে নিয়ে যাচ্ছি যে ফির্তে রাত

কাবার হবে ? যতক্ষণ এখানে কথা কাটাকাটী কচ্ছ—তত-ক্ষণ দশবার ঘুরে আসা যেত !

প্র। তা নয়—তবে কি জান—মা যদি রাগ করেন !

কে। এমন অন্যায় রাগ তিনি কর্ব্বেন কেন ? এক আধ ঘণ্টা না বেড়ালে শরীর ভাল থাকবে কেন ভাই ? আর তাঁরা হলেন মেয়ে মানুষ—তাঁদের কি অত বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ? চল চল—আর দেরী করনা—আবার এক্ষুনি ফিরতে হ'বেত ? নাও—উড়্‌নি খানা নাও—জুতোটা বদ্‌লে ফেল !

প্র। আজ না বেরুলেই ভাল হ'ত !

কে। তবে থাক তুমি—আমি চল্লুম—(প্রস্থানোদ্যত)

প্র। না—না—চল যাচ্ছি—(সাজসজ্জা করণ)

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমা। দাদা বাবু—দাদা বাবু——

কে। এই আবার—এক কেডিভ্যারাস্ (cadevarous) এল ! কেরে বাপু ?

প্র। না না না—ওকে কিছু ব'লনা ! কি নিমু ভাই ?

নিমা। সেই দিলে না—

প্র। কি বল দিকি—ভুলে গেছি !

নিমা। এঁ এঁ তুমি বড় ভুলে যাও ! সেই আজ দুপুর বেলা বল্লে মালা'য়ের কুল্পি খাওয়াবে—হেঁ—এঁ—এঁ—

কে। এ কেহে প্রবোধ ?

প্র। ও আমাদের পুরোণো সরকার মশাইয়ের ছেলে ! ওর বাপ আমাদের বিষয় আশয় দেখ্‌তেন—খুব বিশ্বাসী লোক ছিলেন। ও ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাড়ীতে রয়েছে—আমার

মা ওকে বড় ভালবাসেন। হ্যাকা হাবা মানুষ—এই খানেই আপনার খেয়ালে থাকে—খায় দায়—কাজকর্ম্ম যা পারে করে —কোন গোলমাল নেই!

কে। ধরণী বাবু না তোমাদের বিষয় আশয় দেখেন?

প্র। এর বাপ মর্ব্বার পর থেকে ধরণী কাকা সব দেখছেন শুনছেন

নিমা। তুমি আমার কথাটা শুনলেনা? ঐটের সঙ্গে বক্ বক্ ক'চ্ছ— ওটা কে? (কেশবের প্রতি) তুমি কে?

কে। তোমার পিসেমশাই! সরে যা ব্যাটাচ্ছেলে! ধর্ম্মের ঘরে কুটের অভাব নেই বাবা!

প্র। নিম্ ভাই! এই চার আনা পয়সা নিয়ে সদর দরজায় বসে থাক—বরফওয়ালা গেলে, ডেকে কিনে খেও!

নিমা। আর—তুমি খাবেনা?

কে। আর অত আয়িত্তিতে কাজ নেই! তুমি গিলো—তাহলেই খুব খুসী হবে! এস হে এস—

প্র। আচ্ছা চল—আমি লছমিকে বলে দিয়ে যাচ্ছি—তোমায় কুলপী খাওয়াবে এখন!

নিমা। তোমার জন্য একটা রেখে দেবো—তুমি নেমন্তন্নো খেয়ে এসে খাবে—

প্র। আমি নেমন্তন্নো যাইনি—বেড়াতে যাচ্ছি—এখুনিই আসব। তুমি বাইরে বসে থেকো!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধরণীধরের বাটীর অন্তঃপুর।

——:০*০:——

ধরণীধর ও রাসমণি।

রাস। বলি হ্যাঁগা—বড় বাড়ী থেকে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে কেন?

ধর। হুঁ—

রাস। বলি—শুন্‌ছ? ওগো—কি ভাবছ?

ধর। কত কি ভাবছি! ভাবনার কি কুল কিনারা আছে?

রাস। তা সে ভেব' এখন। ওরা যে ডেকে পাঠালে—তা কৈ গেলে না?

ধর। যেতে হবে বটে? তাইত ভাবনায় পড়িছি! ভাবনায় কি আর মাথার ঠিক আছে?

রাস। ঠিক না থাকেতো যেখানে গেলে ঠিক হবে- সেই তোমার সোহাগের দাদার বাড়ী যাওনা! তোমার অন্নদাতা—মনিব—কত কি ঢংয়ের কথা বল যে!

ধর। বলি সে কথাটা কি মিছে? কে কোথাকার পর আমি—দূর সম্পর্কে হরি বাঁড়ুয্যের জ্ঞাতি ভাই! ছ বছর বয়সে আমার বাপ মা—দুই মারা গেলেন! হরিদাদা নিজের ছেলের মতন করে—বাড়ীতে রেখে মানুষ কল্লেন—বিয়ে থা

দিলেন—ব্যবসা করে দিলেন—তবে না আজ একজন হয়েছি? দাদা মরবার পরও বড় বউ তো একদিনের জন্যেও ঝগড়া করেনি—কি অযত্ন করেনি! এক বাড়াতে সমান ভাবে এক সঙ্গে বাস কাচ্ছলুম—কেবল তোমার অসোয়াস্তির জন্যে তবে না বেরিয়ে এসে চল্লিশ টাকা মাসে মাসে দিয়ে বাড়ী ভাড়া ক'রে রয়েছি?

রা। অসোয়াস্তি শুধু একলা আমার—না? পরের মুখ চেয়ে চিরকাল পরের বাড়াতে থাক্‌তে লজ্জা করে না? তবে ব্যাটাছেলে হয়েছ কি কত্তে?

ধর। ওইটুকু ভুল হয়েছিল প্রাণেশ্বরী! তোমাতে আমাতে পাল্‌টা পাল্‌টি হয়ে জন্মালেই ভাল হত। এখন কাজের কথা শোনো! বলি, যা কিছু আমাদের লপ্‌চপানি—ওই ওদের বিষয় থেকে তো? তা এইবার থেকে সেটা বন্ধ হ'লো—

রা। কেন? এত বুদ্ধিমান—এত টন্‌টনে জ্ঞান তোমার—পয়সা রোজগারে এত মাথা—আর একেবারে সব ভুয়ো?

ধর। আমি এই ওবাড়ী থেকে আস্‌ছি; বড় বৌ ডেকে বল্লেন যে, প্রবোধ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে—ওকে বিষয় আশয় সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দাও———

রা। এ্যাঁ—সত্যি নাকি? ওই একরত্তি ছেলে—ও আবার তালুক মুলুক দেখবে কি?

ধর। তা সে আমি কি করে বলবো? তা যাক্‌—কাজ নেই বাপু, আমি বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

রা। তবেই ত! ভুঁইগড়ার অত বড় তালুকটা থেকেই সব চল্‌ছিল! তা হ'লে এখন উপায়?

ধর। সাধ করে কি আর ভাবছিলুম গিন্নী? কি রকম ভাবনায় ঠ্যালাটী নিজেই বোঝ! যাক্—আর মিছে ভেবেই বা কি কর্ব্ব? জগদীশ্বর আছেন—উপায় একটা হবে বৈকি!

রা। কি—কি—শুনিনা গা—তবু একটু প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ক——

ধর। ঐ তালুকটা যদি——

রা। কিনে নেবে গা—কিনে নেবে? তা ওরা কি বিক্রি করবে?

রা। আরে চুপ কর না—কাজটা আগে হ'ক, তারপর সব বলব এখন!

রা। আহা—তাই হ'ক্, তাই হোক্! মা মঙ্গলচণ্ডী তাই করুন—ওদের দর্প আর সহ্য হয় না! ঐ তালুকটা যদি আমাদের হয়—তা হ'লে বুঝবো জগদীশ্বর আছেন——

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। দাদা! মিনির শ্বশুর বাড়ী থেকে নিয়ে যাবার চিঠি লিখেছে।

ধর। পাঠিয়ে দাও—তার আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ কি?

ক্ষেম। ও কিন্তু যাবার নাম শুনে কাঁদ্‌ছে——

ধর। তুমি আস্‌কারা দিয়েই মেয়েটার মাথা খেলে! কাঁদছে! তা হ'লে শ্বশুরঘর করে কাজ নেই—কি বল?

রা। দেড় বছর বিয়ে হ'ল—তের' চোদ্দ বছর বয়স হ'ল—এখনও তোমার আহ্লাদে মেয়ে ঘরবর চিন্‌লে না ঠাকুরঝি?

ক্ষেম। কি কর্ব্ব বউ? মেয়ে আমার তেমন সেয়ানা নয়——

ধর। তা—যা জান কর, আমি কিছু জানি না। অত পয়সা খরচ ক'রে ভাল ঘরে বিয়ে দিলুম—হতভাগী মেয়ের ত্যাঁদ্‌ড়ামীতে সব বাজে গেল! শ্বশুর বাড়ী গেলেই কান্না—শ্বশুর বাড়ীর

নাম কল্লেই কান্না! এ কিরে বাবা? এ তোমার মেয়ের জন্তে এখন তাদের কাছে আমার মুখ দেখান ভার হয়েছে——

রা। তোমার যেমন পরের ঝক্কি পোয়ানো একটা বাই!

ক্ষে। না বউদিদি—রাগ ক'রো না—আমি ভুলিয়ে যেমন কোরে পারি—মিনিকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাবো। দাদা! আমি অনাথিনী—বিধবা—তোমার আশ্রয়ে প্রতিপালন হ'চ্ছি—আমার কি সাধ—তোমাদের অসন্তুষ্ট করি?

ধ। তবে পুরুত ডাকিয়ে একটা ভাল দিন দেখে মেয়ে পাঠিয়ে দাও।

(ধরণীধরের প্রস্থান)

রা। হ্যাঁ ঠাকুরঝি! আমার বৌমা জলখাবার খেয়েছে?

ক্ষে। বলতে পারি না বউদি——

রা। কি বলতে পার ভাই তুমি? কেবল মেয়ে—মেয়ে—মেয়ে! বাবা—দণ্ডবৎ!

(রাসমণির প্রস্থান)

ক্ষে। বিধবা—অর্থহীনা—ভায়ের সংসারে! তার আবার সুখই বা কি—দুঃখই বা কি!

(মৃণালিনীর প্রবেশ)

মৃ। মা! তুমি কেঁদো না—তুমি ভেবো না। তুমি যখন পাঠাবে—আমি তখুনি যাব।

ক্ষে। মিনু—মা আমার! মনে ক'রো তুমি পিতৃমাতৃহীনা। যখন তিনি গিয়েছেন—তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমার সবই গিয়েছে। শ্বশুর বাড়ী গিয়ে লক্ষ্মী হয়ে থেকো মা—আমি তোমার মঙ্গলের জন্ত মা কালীকে দিন রাত ডাকবো——

মৃ। মা! কেন আমার বিয়ে দিয়েছিলে? আমি না হয় কুমারী থাক্‌তুম!

ক্ষে। ছি—মা! অমন কথা কি বলতে আছে?

মৃ। আমি শ্বশুর বাড়ী গেলে আর তারা আসতে দেবে কি না—বলতে পারি না। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে কেমন ক'রে মা?

(সুরেশের প্রবেশ)

সু। পিসিমা—কনক কোথায় গা?

ক্ষে। কেন—বাইরে নেই?

সু। কই না! ও কে ঘোম্‌টা দিয়ে?

ক্ষে। ও মিনু—তোমাকে দেখে লজ্জা ক'চ্ছে! আ পাগ্‌লী মেয়ে—তোমার সুরেশ দাদাকে দেখে এত লজ্জা?

সু। এই সেদিন চারুপাঠের মানে বোলে দিয়েছি—আজ আবার দেড়হাত ঘোমটা? তা' হ'লে আমি আর বাড়ীর ভেতর আসবো না——

(রাসমণির পুনঃ প্রবেশ)

রা। ওসব আজ কালকার মেয়েদের একটা ঢং! বস' বাবা সুরেশ! মিনি! সুরেশকে পান এনে দেনা—দাঁড়িয়ে রইলি যে? এস ঠাকুরঝি—লুচি ক'খানা বেলে দেবে——

(সুরেশ ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

সু। দিন গেছে—সুখের দিন জন্মের মত চ'লে গেছে—আর এ জীবনে আসবেনা। সে এক কি দিনই ছিল! যখন নির্ভয়ে—নির্জ্জনে—নিশ্চিন্তে ব'সে—দু'জনে নিঃসঙ্কোচে কত গল্প করেছি! কত খেলা—কত হাসি—কত আমোদ কোরেছি!

তখন প্রতিবন্ধক কিছুই ছিল না—অন্তরায়ও কেউ ছিল না! এখন চক্ষের দেখা—তাও নিষিদ্ধ! কেবল ভয়—কেবল বিঘ্ন—কেবল যন্ত্রণা! দেখলেও জ্বালা—না দেখলেও সহস্র জ্বালা! বাস্তবজগতে আমার মিনা এখন পরের—কিন্তু কল্পনা-রাজ্যে আমার মিনা দিবানিশিই আমার বক্ষে বিরাজমান!

(মৃণালিনীর পুনঃ প্রবেশ)

মৃ। পান নাও।

সু। এঁ্যা—পান দিচ্ছ! তুমি?

মৃ। হঁ্যা—কি ভাবছিলে?

সু। সেই—সেই আগেকার কথা! কাছে ছুটে আসতে—কত কাছে ছিলে—এখন কত দূরে গেছ!

মৃ। যখন উপায় নাই—তখন মিছে ভেবে আগুণ জ্বালা কেন?

সু। বুঝি সে জ্বালায় সুখ আছে মিনা! শ্বশুর বাড়ী যাবে কবে?

মৃ। শীগ্‌গিরই!

সু। এক একবার মনে কোরবে কি?

মৃ। ফল কি?

সু। তবে ভুলে যাবে?

মৃ। পার্ব্ব কি? বোধ হয় না! তুমি বিয়ে কর্ব্বে না?

সু। করেছি তো?

মৃ। কই—কাকে?

সু। হৃদয়ে—তোমার প্রতিমূর্ত্তিকে——

(মৃণালিনীর প্রস্থান)

সু। ওঃ—জগদীশ!

(কনকের প্রবেশ)

ক। কি সুরেশ! হাঁ কোরে—কি ভাবছ?

সু। তোমার আক্কেলের কথা। বিয়ে হোলেই প্রাণের লোক সবাই পর হয়ে যায়—কেমন না কনক?

কন। কেন—কেন—কি পর হ'লুম ভাই?

সু। বউ এসেছে তো—অমনি সর্ব্বত্যাগী হয়েছ? বলিহারি দাদা!

ক। না—না—বড় মাথা ধরেছিল—একটু শুয়েছিলুম——

সু। আরে রোগো—এইতো কলির সন্ধ্যে! এখন কত কি ধ'রবে!

ক। চল—চল—বৈঠকখানায় বসিগে! পান পেয়েছ?

সু। থাক্ না—অত খাতিরে কাজ কি?

ক। আর শুনেছ? প্রবোধ দাদা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে——

সু। বার বার তিন বার ঘোল খেলেন—এখন আর কোন্ মুখ নিয়ে পোড়বেন? আর যে সব ইয়ার বন্ধু জুটিয়েছেন—ভিটেয় ঘুঘু চোরবে—দেখনা!

কন। সত্যি নাকি? কি রকম—কি রকম? এসনা—বাইরে বসিগে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ শুনব?

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গুলজারের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

——:•*•:——

কেশবচন্দ্র ও প্রবোধ।

প্র। আর এগুচ্ছ কেন? চল এবার বাড়ীমুখো হওয়া যাক

কে। আরে তুমিতো আচ্ছা মেনিমুখো হ্যা? দু'পা বাড়ী থেকে না বেরুতেই অমনি মাগের জন্য প্রাণ উলসে উঠ্‌লো?

প্র। না— তা নয়। উর্দ্দিকে আকাশ দেখেছ—কি রকম অন্ধকার করে এসেছে? বেশ দু এক ফোঁটা পোড়ছে—

কে। পোড়লেই বা! আমরা কোন ফাঁকা মাঠে আছি? চল একটু গঙ্গার তীরে যাই—

প্র। না না কেশব—এখনও তাড়াতাড়ী গেলে ফিরতে পার্ব্ব—নইলে ভিজে বাড়ী যেতে হবে। (জোরে বৃষ্টিপতন) এই বৃষ্টি নাবলো—যাঃ—কি হবে?

কে। হবে আর কি? এই সাম্‌নের বাড়ীতে একটু দাঁড়াই—বৃষ্টি এক্ষুনি ধরে যাবে—(গুলজারের বাটীর দরজার ভিতরে দণ্ডায়মান)

প্র। আমি তোমায় বরাবর বলেছি—

কে। কি বলেছ?

প্র। বৃষ্টি হবে।

কে। তা আমিও জানতুম। তুমি কি আর এমন আশ্চর্য্য কথা বলেছ ?

প্র। তবে বৃষ্টি মাথায় করে বেড়াতে না এলেই হ'তনা ?

কে। কেন—বৃষ্টিতে কি লোক পথ চলেনা ?

প্র। তোমার সঙ্গেতো ভাই আমি কথায় পেরে উঠবো না ! কপালে যেটুকু কর্ম্মভোগ আছে—তা হবে বইকি !

কে। আরে কি কর্ম্মভোগ কোচ্ছো ? বাদ্‌লায় এখুনি মাল্‌সাভোগ দিয়ে দিচ্ছি—

(নেপথ্যে গুল্‌জার)—কে গা নীচে দাঁড়িয়ে ?

প্র। চল চল—আমরা পালাই—

কে। কেন—পালাতে যাব কেন ? চোর নাকি ?

প্র। না না—পরের বাড়ী সন্ধ্যে বেলা এ'রকম দাঁড়ানো ঠিক নয় !

কে। কি রকম বৃষ্টি পড়ছে একবার দেখ্‌ছো ? বাপ—এ দুর্য্যোগে বেরোয় কার সাধ্যি—উঃ—

(নেপথ্যে গুল্‌জার)—ওরে অ বংশী—দেখ্‌তো সদরে কারা দাঁড়িয়ে—

(বংশী চাকরের প্রবেশ)

বং। বাবুলোক পানিমে খাড়া হ্যায় !

(নেপথ্যে গুল্‌জার)—বাবুদের ওপরে আসতে বল্‌ না—জলে ভিজছেন কেন ?

বং। আইয়ে বাবু— উপর চলিয়ে—

প্র। এ্যা—এ কার বাড়ী হে! স্ত্রীলোকের কথা শুন্‌ছিনা ? এ বাড়ীতে কি পুরুষ মানুষ নেই ?

কে। কি করে জান্‌বো। তুমিও যেখানে আমিও সেখানে—চলন। ওপরে যাই——

প্র। না না—ওপরে গিয়ে কাজ নেই! কার বাড়ী—কি বৃত্তান্ত কিছুই জানা নেই—

কে। আরে—যার বাড়ী হোক্‌না—চলনা—যখন ডাকাড়াকি

বং। আইয়ে না বাবুসাব—ঘর্‌মে থোড়া বৈঠ্‌ যাইয়ে না—বিবি বোলাতা।

(নেপথ্যে গুলজার)—আসুন না মশাইরা—ওপরে আসুন না—

প্র। (স্বঃ) এ কি—এযে দেখছি বেশ্যাবাড়ী! সর্ব্বনাশ! কেশব কি ছল করে এখানে আমায় নিয়ে এল?

কে। আরে—কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল ভাবছ? চলনা—কে বিবিটা দেখেই আসি——

প্র। এঁ্যা—না না না! আমি যাব না—বিবি কে আবার?

কে। সাহেবের মাসী বিবি! ন্যাকা পেয়ারি! চল—চল একটু বসিগে—বৃষ্টি ধল্লেই চলে যাব—এস—এস—আঃ—কি মুস্কিল গা—

প্র। না কেশব—ছাড় ছাড়—তোমার দুটী পায়ে পড়ি—আমায় ছেড়ে দাও—

কে। তোমার গুষ্টির পায়ে পড়ি—আর এখানে চ্যাংড়ামি কোরোনা——লোকে কি মনে করবে বল দিকি?

বং। চলিয়ে না বাবু—বিবিকা ঘর্‌মে ডর কি আছে?

প্র। ছি! ছি! (menials) মিনিয়েল্‌সদের সামনে—

কে। তুমিইতো ঢলাঢলি ক'চ্ছ! এস—লক্ষ্মীটী (প্রবোধকে টানিয়া লইয়া কেশবের প্রস্থান)

(নেপথ্যে গুলজার)—ওরে বংশী—সদর দরজাটা বন্ধ করে একবার ওপরে আয়—

বং। যাচ্ছে! শালা পানিয়া বড়া মুস্কিল লাগাল্ হৈ—সড়াকমে কেইসে যাই? আব্ হিই সরাব লানে: হোগে—জরুর্! হু—ত্তেরি!

(প্রস্থান)



পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গুলজারের দ্বিতলের সজ্জিত গৃহ।

———:•*•:———

গুলজার, কেশব ও প্রবোধের প্রবেশ।

গুল। আসুন না মশাই—ঘরের ভিতর এসে একটু বসুন না। গরীবের বাড়ী যদি দয়া করে এসেছেন———

কে। আর হাঁটি হাঁটি পা পা করে কাজ নেই! জুতো খুলে—তোফা গদীর ওপরে হেলান দিয়ে একটু বসি চল!

প্র। না না—আমার—আমার———

কে। তোমার—তোমার—কি? ভয়ে যে একেবারে সিঁটকে গেলে? মেয়ে মানুষ কি (Head master) হেডমাষ্টার—না (police Inspector) পুলীস্ ইন্‌সপেক্‌টার—না (Royal Bengal Tiger) রয়েল বেঙ্গল টাইগার? এত ভয় কিসের?

গুল। বসুন না—লজ্জা কি? আপনার অখাতির হবে মনে কচ্ছেন?

(প্রবোধের নিকট অগ্রসর হওন)

প্র। না না—এই আমি বসছি—(ভূতলে উপবেশন) উঃ——

গুল। কোথা বসলেন্ মশাই—ছি—ছি—কাপড় চোপড় খারাপ হয়ে যাবে যে?

প্র। না—না—আমি বেশ আছি—বেশ আছি—

গুল। না মশাই—সেটা কি ভাল দেখায়? আপনি বিছানায় বসুন—

(প্রবোধের শয্যায় উপবেশন)

কে। কেমন তোয়ের ছেলে বাবা! চালাকি করে—মেয়ে মানুষের কাছে কেমন খাতির নিচ্ছে! বুঝিছি বাবা—হা—হা—হা—হা—

প্র। কেশব! তোমার মনে এত ছিল? তুমি এমন?

কে। ভাই! মেয়ে মানুষের আদর পেয়েছ—এখন আমার উপর চোখ রাঙ্গাবেইতো—হা—হা—হা—

প্র। আবার হাসছো?

কে। কেন—আমার কি পিতৃনাশ হয়েছে, যে ডুক্‌রে কেঁদে উঠবো?

(পান ও তামাক লইয়া বংশীর প্রবেশ)

গুল। পান খান—

প্র। মাপ করুন মশাই—আমি পান খাব না—

গুল। ভয় কি—এ আমার বাড়ীর সাজা নয়—দোকানের মিঠে খিলি—

প্র। না—তার জন্যে নয়—আমি সন্ধ্যে বেলা পান খাইনা!

কে। কেন—আহ্নিক কর্ব্বে নাকি? এখানে গঙ্গাজল টল আনিয়ে দোবো? আচ্ছা ঢং শিখেছ বাবা! নাও—দুটো পান খাও—মেয়েমানুষটী যখন ধরে বসেছে—(পান লইয়া জোর করিয়া প্রবোধের মুখে দেওন)

গুল। তামাকটা পুড়ে গেল—খান—

প্র। আমি তামাক খাই না——

কে। উনি কিছুই খান না!—উনি আঁতুড়ের দুগ্ধপোষ্য শিশু—কেবল চুষিকাটী চোষেন ! পড়বার ঘরে তামাকের দমে আমরা শুদ্ধ বেদম—এখন মেয়ে মানুষের কাছে পসার হচ্ছে !

গুল। আচ্ছা—তামাক না খান—ভাল সিগারেট আছে, দোবো?

প্র। নাঃ—

গুল। মুখ নীচে করে বস্‌লেন কেন? আমার পোড়ার মুখ দেখবার ভয়ে?

কে। একখানা তানটান ধরো—তবে তো মুখ উঠবে?

গুল। গাইব মশাই?

প্র। ইচ্ছে আপনার!

গুল। আপনি বাজান না।

প্র। আমি জানিনা।

কে। আহা—বাজাওনা প্রবোধ—বাজাতে দোষ কি? শোন না কেমন গায়! পরিষ্কার গলা!

প্র। আমি পার্ব্বনা ভাই—আমায় মাপ কর! আমার মাথা ঘুচ্ছে—

গুল। মাথায় একটু গোলাপজল দিচ্ছি। (গোলাপজল দেওন)

প্র। (স্বঃ) সয়তান সয়তানি! অজান্‌তে হাতে পড়িছি, যা-ইচ্ছে করে নাও!

কে। এইবার ঠাণ্ডা হয়েছ—একটু স্থির হয়ে বসে গান শোন, প্রাণ মজগুল হয়ে যাবে!

গুল। আপনিতো বল্লেন না মশাই—আমি নিজেই গাই!

গীত।

এস এস এস, ওহে হৃদিতোষ—হৃদয়ে রাখি যতনে।
আমার, পলকে প্রলয়, হয় রসময়, জাননাকি তোমা বিহনে॥

তুমি, চির-আদরের চির-নূতন,
চির-বাঞ্ছিত প্রেমরতন,
আমার, দুঃখসিন্ধুমন্থন ধন—কুসুমশয়নে সুখস্বপন,
নয়নাঞ্জন—থাক হে সদা নয়নে, মিশে প্রাণে প্রাণে ॥

(প্রবোধের গাত্রোত্থান)

কে। একি—একি—রসভঙ্গ কর কেন? এমন জমাটীর মুখে সব মাটী ক'রছ?

প্র। না—আর এক মূহূর্ত্তও এখানে নয়—

শুল। এখনওতো বৃষ্টি ধরেনি—

প্র। বন্যা হয়ে ভেসে যাক্—বজ্রাঘাত হোক্—তবু আমি বাড়ী যাব! কেশব! তোমার মতন পিশাচসংসর্গ আমি জন্মের মতন ত্যাগ কল্লুম! তুমি কখন আমার বাড়ীমুখো হোয়োনা—আমি তোমার মুখদর্শন কর্ব্বো না—(প্রবোধের বেগে প্রস্থান)

শুল। দাঁড়ান মশাই—বংশী আলো ধরুক।

কে। ও এখন ডিগবাজি খেতে খেতে ছুটেছে!

শুল। বেজায় চটে গেছে—কি বল?

কে। চটে গেছে যখন—তখন পটেও গেছে। প্রথম দিন যা' হবার যথেষ্ট হয়েছে—আবার কি?

শুল। কি রকম বুঝলে?

কে। বুঝবো আর কি? তোমার একটা হিল্লে লেগে গেল! হরিহর বাঁড়ুয্যের বিষয়—তোমার কাছেই গচ্ছিত থাকবে—ভাবছ কেন?

শুল। রোসো এখন! গাছে কাঁটাল—গোঁপে তেল—

কে। কেন বিবিজান—কাঁটালতো পেড়ে দিয়েছি—এইবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে এক কোয়া এক কোয়া করে খাও! মোদ্দাৎ ভুতুড়িটা আস্‌টা গরীবকে দিতে ভুল না।

ফুল। চল এখন—ঐ ঘরে তুমি বসবে—আমি মাংস রাঁধবার ব্যবস্থা করি। ঘরে বোতল মজুৎ আছে——

(উভয়ের প্রস্থান



ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

প্রবোধের বাটীর দরদালান।

——:০:——

নির্ম্মলা ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।

হে। হ্যাঁ বৌদি'—দাদা নাকি জ্যাঠাইমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে?

নি। কৈ—না—ঠাকুরঝি! কে বোল্লে?

হে। কি জানি ভাই—কে যেন বলছিল! শুনলুম, দাদা পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে বলে জ্যাঠাইমা কি বলেছিলেন—তাই দাদা রাগ করে কোথা চলে গেছে।

নি। ভুল শুনেছ। রাগারাগি ত কিছু হয়নি! যা কথা হয়েছিল, আমি ঘরের ভেতর থেকে সব শুনেছিলুম।

হে। তবে এত রাত্রি হল—দাদা এখনও যে বাড়ি ফেরেনি? অন্য দিনত' সন্ধ্যের পর কোথায় থাকে না!

নি। বোধ হয় বিকেল বেলায় বেড়াতে গিয়েছিলেন—বৃষ্টিতে কোথাও আট্‌কা পড়ে থাকবেন্‌!

হে। ভগবান জানেন ভাই—কি করে বলব বল? আজকালকার যে সব ছেলেপুলে—পেটে পেটে বুদ্ধি—পেটে পেটে দুষ্টুমি! মেয়েমানুষ খুব চালাক চতুর হুঁসিয়ার না হ'লে স্বামীকে বশ করা বড় দুষ্কর।

নি। ঠাকুরঝি! স্বামী স্ত্রীলোকের ইহকাল পরকালের ভরসা! স্বামী গুরু—স্ত্রীজাতির আরাধ্য দেবতা! স্বামীকে বশ কর্ব্ব কি ভাই?

হে। তুমি ভাই যেন কেমন এক রকম? বশ করা চাইনা? স্বামী যদি বা'রমুখো হয়—যদি ব'য়ে যায়—হাতছাড়া হয়—

নি। ঠাকুরঝি! স্বামী কখন স্ত্রীর হাতছাড়া হতে পারেন? ভগবান যে সম্বন্ধে পরস্পরকে আবদ্ধ করেছেন—পৃথিবীতে মানুষের সাধ্য কি—সে সম্বন্ধ থেকে স্বামী স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে? স্বামী যেথায় থাকুন, যাই করুন—স্ত্রীর কাছে কখন না আসুন—তবু তিনি কারুর নন,—স্ত্রীর! প্রাণের ভেতর যিনি দিবানিশি বিরাজমান—ঠাকুরঝি! তাঁকে ভুলিয়ে হাতছাড়া করবে কে ভাই? তার সাক্ষ্য তুমি নিজেই দেখনা! তোমার স্বামী স্বর্গে গেছেন—এ জীবনে তাঁর সঙ্গে তোমার চিরবিচ্ছেদ! তবু তুমি তাঁর মূর্ত্তি ধ্যান করে—তাঁর স্নেহভালবাসা স্মরণ করে—স্বর্গে তার সঙ্গে মিলনের আশায়—কেমন মহানন্দে দিন যাপন কচ্ছ!

হে। পোড়া কপাল! আমি ওসব ভুয়ো শাস্তরকথা মানিনা! মরে গেছে তার সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি? তিনি ম'লেন—আর মাগের দফা রফা হ'ল! তিনি গেলেন স্বর্গে কি পাতালে—আমারও অঙ্গে থান উঠ্‌ল, হাতের চুড়ি গেল, চুলে জোট প'ড়ল, চিরহবিষ্যির মালসা চড়লো! মেয়েমানুষ জন্মের মুখে আগুণ! বৌদি! বিধবাকে সান্ত্বনা দেয় সবাই—কিন্তু তার যা' জ্বালা—সে নিজেই জানে—বুঝেছ? আর আমার কথা স্বতন্ত্র! জ্যান্ত থাকৃতেই স্বামীর সঙ্গে বড় সম্পর্ক ছিল—তা মরে গেছে—তার আবার কথা!

নি। কেন ঠাকুরঝি—তোমার স্বামী কি তোমায় ভালবাসতেন না ?

হে। দূর দূর ! বিধাতার মুখে মারি ঝাঁটা ! ছোট বেলায় বাবাও গেলেন—মাও গেলেন—অভিভাবকের ভেতর কিনা এক বুড়ি ঠাকুরমা—আর পয়সা কড়ির মধ্যে কলমিগাঁর এক ভাঙ্গা পুরোণো একতলা বাড়ী। এগার বছর—বার বছর বয়স হ'ল—বিনি পয়সায় কোথা থেকে মনের মতন পাত্র জুটবে ভাই ? ভাগ্যে তোমার শ্বশুর দয়া করে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলেন,—তাইতে একটা দোজবরে—জ্যাঠার বয়িসি—দিক-ধ্যাড়াঙ্গা চারছেলেশুদ্ধ বর জুটলেন। ধরে বেঁধে শেষ মালাগাছটা তাঁরি গলায় দিতে হ'ল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে এত খানি ভুঁড়ি আর ঝাঁটার মতন গোঁফজোড়া দেখে আমার ত সর্দ্দি গর্ম্মি হ'ল। ব্যস—বছর না ফিরতে একেবারে সব গোল মিটল ! তারপর তোমাদের এখানে পেট চালাবার জন্য ঠাকুরমা নিয়ে এলেন আর কি !

নি। ঠাকুরঝি ! আমি রান্নঘরে যাই (নির্ম্মলার প্রস্থান)

হে। মিটমিটে ডান—ছেলে খাবার রাক্ষস ! আপনার গুমরে সদাই ফুলছেন ! (হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)

(প্রবোধ ও নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমা। তুমি বল না দাদাবাবু—কোন বেটা তোমাকে মেরেছে ! আমি তার নাকটা এমন কামড়ে দোবো—

প্র। না নিমু ভাই—আমায় কেউ ত মারেনি !

নিমা। মারে নি ? তবে বুঝি ঢ্যাকা মেরে ফেলে দিয়েছিল ? আমি

বুঝতে পারি—হ্যাঁ! তা নইলে তোমার জামা কাপড়ে অত কাদা লাগল কিসে?

প্র। এত বৃষ্টি হল—পথে কাদা হবে না? তাড়াতাড়ি চলে আস্‌তে কাপড়ে চোপড়ে কাদা লেগে গেছে।

নিমা। তুমি আমাকে বসিয়ে বলে গেলে—এখুনি আস্‌ছি,—আর কত দেরী হ'ল, তবু তুমি এলে না। আমি তোমার জন্যে কুল্‌পি কিনে রাখলুম! সে একটু পরেই গ'লে জল হয়ে গেল—তুমি খাবে কেমন করে?

প্র। না,—বাদলায় আমি বরফ খাব না! তুমি খেয়েছ ত?

নিমা। হ্যাঁ—তিনটে খেয়েছি—বেশ লাগ্‌ল কিনা! আমি যাই, তোমার লুচি ভাজা হ'ল কিনা দেখিগে—আর বউ দিদিকে ডেকে দিই——

প্র। না না—থাক্—তাকে ডাক্‌তে হবে না—

নিমা। চুপি চুপি ডাক্‌বো—কেউ শুনতে পাবেনা।

(নিমাইয়ের প্রস্থান)

প্র। বাড়ী এসে এতক্ষণে যেন ধড়ে প্রাণ এল! কি বিপদেই পড়েছিলুম! আর জীবনে কখন কেশবের সঙ্গে বেড়াবনা! সাতজন্ম একা বসে থাকি সেও ভাল—তবু অমন নীচসঙ্গে কোন দরকার নেই! আমায় বেশ্যাবাড়ী নিয়ে গেল? উঃ—মা যদি কখন জানতে পারেন—নির্ম্মলা যদি শুনতে পায়,——

(যোগমায়ার প্রবেশ)

যো। এত রাত্তিরে কোথায় গিয়েছিলে প্রবোধ?

প্র। বিকেলে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলুন—পথে হঠাৎ বৃষ্টি এল—একজনের বাড়ীতে গিয়ে বসেছিলুম।

যো। কাদের বাড়ী ?

প্র। একজন—ভদ্রলোকের বাড়ী—আমি চিনিনা! তা—মা—আমি ব'সতুম না! বড্ড বৃষ্টি এল—কেশব বল্লে—একটু বৃষ্টি ধরলে বাড়ী যাব! তা—আমি দেরী হচ্ছে দেখে—তাড়াতাড়ী একলাই পালিয়ে এলুম!

যো। মেঘ দেখে বেড়াতে না বেরুলেই হ'ত! শুন্‌লুম, খুব ভিজে এসেছ—একটা অসুখ বিসুখ ত' কর্ত্তে পারে!

প্র। কাজটা আমার বড় অন্যায় হয়েছে মা! কেশব বড্ড পীড়াপীড়ি কর্ত্তে লাগ্‌ল—তাই বেরুলুম—নইলে আমার ইচ্ছে ছিলনা।

যো। ইয়ারবন্ধুর পীড়াপীড়িতে ভুলে কোন কাজ ক'র্ত্তে যেওনা বাবা! তা'রা হয়ত' অনেক অন্যায় অনুরোধ উপরোধ কর্ব্বে; বন্ধু বলে কি সবই কর্ত্তে হবে? নিজের মনে যে কাজটা অন্যায় বুঝবে—যে কাজ দশে মন্দ বলবে—সে কাজ না কল্লে যদি বন্ধুবিচ্ছেদ হয়—সেও বরং সহস্রগুণে ভাল।

(ধরণীধরের প্রবেশ)

ধ। এই যে বড় বউ—এই যে প্রবোধ! সর্ব্বনাশ হয়েছে!

যো। কি—কি হয়েছে ঠাকুরপো ?

প্র। কি হয়েছে কাকা মশাই ?

ধ। আর কি হয়েছে! একেবারে দাঁড়িয়ে সর্ব্বনাশ! হায়—হায়—হায়—

যো। কেন ? কেন ? বাড়ীতে কারুর অসুখ বিসুখ নয়ত' ? কনক কেমন আছে ? ছোট বৌ—

ধ। আমার বংশনাশ হ'লেও এত কষ্ট হ'তনা গো ? আমি কি

করে তোমাদের কাছে মুখ দেখাব—হায় হায়—ভগবান! কি কল্লে—ওঃ!

প্র। কাকা মশাই! একটু ঠাণ্ডা হোন—কি হয়েছে বলুন দিকি—ব্যাপার কি?

ধ। ভুঁইগড়া লাট কাল সদরখাজনা-বাকির দায়ে নিলামে বিক্রি হয়ে গেছে!

যো। এঁ্যা—সেকি? কেমন করে? খাজনা পাঠাও নি?

ধ। সব পাঠিয়েছিলুম। রামধন গোমস্তাকে যেমন বরাবর পাঠাই, ঠিক তেমনি টাকা কড়ি দিয়ে সব গুছিয়ে পাঠিয়েছিলুম।

প্র। তারপর——

ধ। পথে ডাকাতে—তাকে মেরেধ'রে টাকাকড়ি লুট করে নিয়ে সরেছে।

যো। এত দিন খবর দেয়নি কেন?

(রামধন গোমস্তার আহত অবস্থায় প্রবেশ)

রাম। খবর দোবো কোথা থেকে গিন্নিমা? মাথায় এমনি লাঠি মেরেছিল—ক'দিন যে সেই মেঠো রাস্তায় পড়েছিলুম তা ব'লতে পারিনা! ভুঁইগড়ার কাছারীবাড়ী থেকে লোকজন সঙ্গে যেমন বরাবর সরকারি খাজনা দিতে বেরুতুম—তেমনি বেরিয়েছিলুম। মহেশভাঙ্গার মাঠে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন ডাকাত একেবারে এসে ঘাড়ের ওপর পড়লো! কালা বাগ্‌দি মধুসিং—ভুচুয়া—দু'চার ঘা লাঠি খেয়ে তিন জনে ছুটে পালিয়ে গেল। আমিও পালিয়েছিলুম,—ক' ব্যাটা দৌড়ে এসে আমার মাথায় এমন লাঠি মারলে যে আমাকে সেইখানে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে প'ড়তে হ'ল!

যো। কি সর্ব্বনাশ! তারপর?

রাম। জ্ঞান হয়ে দেখি—আমি হাত পা বাঁধা বনের ভেতর একখানা কুঁড়েঘরে পড়ে রয়েছি। কিছুতেই বাঁধন খুলতে পাল্লুম না! অনেক চীৎকার কল্লুম—কা'রও সাড়া শব্দ পেলুম না! কিছুক্ষণ পরে দুজন যমের মতন লোক এসে আমাকে বল্লে "যদি চেঁচাস্—তোকে এই খেনে কেটে ফেল্‌ব!" এই ব'লে তা'রা আমার হাতপা'র বাঁধন খুলে দিয়ে আমাকে কিছু খেতে দিলে। আমি প্রাণের দায়ে কিছু খেয়ে নিয়ে একটু সুস্থ হলেম। তা'রা আমাকে বল্লে যে "তোকে কিছুদিন এইখানে কয়েদ থাক্‌তে হবে—যদি পালাতে চেষ্টা করিস্, তা'হলে নিশ্চয় প্রাণে মার্ব্ব!" আমি নিরুপায় হয়ে সেই বনের ভেতর বন্দি হয়ে রইলুম! রোজ তাদের একজন লোক এসে দু'বেলা দুটী ভাত দিয়ে যেত'—তাই খেতুম আর ভগবানের নাম করে দুটী চক্ষের জলে ভাস্‌তুম।

প্র। এখন তবে চলে এলে কি করে?

রাম। তা'রাই এসে একদিন বল্লে যে, "এই বার চলে যা, তোকে আমাদের দরকার নেই!" আমার ঘা এখনও কিছুই সারেনি—যেমন তেমনিই আছে। বাঁ হাতটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে!

প। হায় হায় হায়—কি কল্লে রামধন? এমন কর্ম্মও করে?

রাম। বাবু! আমার অপরাধ কি বলুন?

প্র। আমি পুলিশে খবর দিয়েছি—যেমন করে পারি সে সব বেটা ডাকাতদের গ্রেপ্তার কর্ব্ব!

যো। ডাকাত গ্রেপ্তার করে কি ফল হবে ঠাকুরপো? জমিদারি কি নিলেম হয়ে গেছে?

ধ। তবে আর বলছি কি বড়বৌ? ওহোহোহো—সদর খাজনা বাকি পড়ে গেছে, সেকি আর থাকে? কোন বেটা তখুনি ডেকে নিয়েছে! আচ্ছা—দেখব—আমি যথাসর্ব্বস্ব পণ করে একবার মকর্দ্দমা ল'ড়ব—আমি অমনি ছাড়বনা! উঃ—অমন তালুকটা—হায়—হায়—হায়—

যো। রামধন! তুমি বাইরে যাও। ভগবানের হাত—কি কর্ব্ব বাছা? ডাক্তার বদ্যি দেখাও—আরাম হও। আহা! বুড়মানুষ—আমাদের জন্যে প্রাণটা খোয়াতে বসেছিল!

রাম। মা! প্রাণ যেত—সে একরকম ছিল ভাল! তা'হ'লে তোমাদের এ সর্ব্বনেশে খবর এনে দিতে হ'তনা!

(রামধনের প্রস্থান)

ধ। বড়বৌ! কিছু ভেবনা। আমি পরিবারের গয়না বেচে ঘটীবাটী বেচে, ভিক্ষে করে মকর্দ্দমা করব—তোমাদের জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হব—সেও আচ্ছা!

যো। না ঠাকুরপো—ও সব করে কাজ নেই! বুঝতে পাচ্ছি, মা লক্ষ্মী আমার প্রতি বিরূপা হয়েছেন। নইলে—ভূঁইগড়া এমন করে হাতছাড়া হবে কেন? আজ দু'বছর হ'ল, তিনি স্বর্গে গেছেন—তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গে ত দেখছি সবই যায়! ঠাকুর-পো! ভগবান দিয়েছিলেন, ভগবান নিয়েছেন—আমার তা'তে কোন দুঃখ নেই।

প্র। মা! কি বলছ তুমি? একি মগের মুল্লুক নাকি? ডাকাতে পথে সদর খাজনা লুট করে নিলে—আর তার জন্যে যথাসর্ব্বস্ব আমাদের যাবে? এর কি কোন প্রতিকার হবেনা? আমি কালই রামধনকে সঙ্গে নিয়ে যাব—দেখব কোথায় লুট-

পাট হয়েছে! ইংরেজরাজত্বে ডাকাতের সন্ধান হবেনা? জমিদারী নিলেমে বিক্রি হয়ে থাকে—নিশ্চয়ই মকর্দ্দমা কর্ত্তে হবে! কিসের জন্যে ওম্‌নি ছেড়ে দোবো?

ধ। না বাবা প্রবোধ—তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই। এখানকার বিষয় আশয় তুমি সব দেখ শোন! তোমায় আমি আজই বুঝিয়ে দিচ্ছি—

প্র। চলুন—আমাকে খাতা পত্র সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেবেন! আমি নিজে সব দেখবো শুনবো!

ধ। বেশ ত বাবা—বেশ তো——

যো। থাক্—আজ রাত্রে নয়—কাল সকালে যেও——

ধ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সকালেই ভাল—সকালেই ভাল! আমি তা'হ'লে এখন আসি। বড়বৌ—উঃ—আমার মরণটা হ'লো না? হায়—হায়—হায়—

(ধরণীধরের প্রস্থান)

যো। চল বাবা—রাত হয়েছে, খাবে চল!

প্র। উঃ—কি হ'ল মা—ভুঁইগড়া গেল? তবে রইল কি? বাবার অমন তিসির ব্যবসা—সেটাও লোকসান হ'য়ে উঠে গেল! তবে ধরণীকাকা কি রকম বিষয় আশয় দেখছিলেন মা?

যো। কে কার দেখে—কে কার রাখে বাবা—সবই জগদীশ্বরের হাত! এইবার তোমার জিনিষ তুমি দেখ—তুমি রাখ—থাক্‌বে—নয় ত সবই যাবে!



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রবোধের শয়নকক্ষ।

প্রবোধ ও নির্ম্মলা।

নি। যা হবার তা হয়ে গেছে—তবে আর তার জন্যে মিছে ভাবনা কেন?

প্র। না—ভেবে আর ফল কি? ডাকাতের সন্ধানে তো পুলীশ লাগিয়েছি,—এর মধ্যে বিস্তর পয়সাও মিছিমিছি খরচ হ'ল—এখনও কাকেও গ্রেপ্তার কর্ত্তে পাল্লুম না! আরও কিছু বেশী ক'রে খরচ কর্ত্তে পারি—তা'হ'লে বোধ হয় কিছু কাজ হয়।

নি। কাজ কি আর মিছে পয়সা নষ্ট করে? ডাকাতদের গ্রেপ্তার করে জেলে দিলে—জমিদারী তো আর ফিরে পাওয়া যাবেনা!

প্র। ভুঁইগড়ার আশা আমি ত্যাগ করেছি নির্ম্মলা! শুনলুম কোথাকার একজন বড় জমিদার—নিলামে সেটা কিনে নিয়েছে। ধরণীকাকা বলেন,—সে একটা ভারি মাম্‌লাবাজ—ঐ রকম মাম্‌লা হ্যাঙ্গামা করে সে অনেক জমিদারী করেছে; আর, তার নাকি বিস্তর নগদ টাকা। তাই ভাব্‌ছি—কি কর্ব্ব! মাম্‌লা করে তার সঙ্গে পেরে উঠ্‌বো কি?

নি। যদি আমার কথা শোনো—তা'হ'লে বল্‌তে পারি যে, ও সব মাম্‌লা মকদ্দমা হ্যাঙ্গামে আর কাজ নেই! মাম্‌লা মকদ্দম ক'রে লোক পথের ভিখিরি হয়ে যায়। আর, তোমার এমন কি আছে বল—যার জোরে তুমি একজন বড় জমিদারের সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে?

প্র। তবু যদি জিত্‌তে পারি—এই ভরসা!

নি। যদি না পার—তা'হ'লে কি হবে ভাব দিকি! আমি মেয়েমানুষ—আমি ওসব কিছু বুঝিনা বটে;—কিন্তু তোমার যদি এতটুকু অমঙ্গলের ছায়া কোথাও দেখি—আমার প্রাণ যেন কেঁপে ওঠে! তুমি মাম্‌লা করা ভাল বোঝ—আমি বাধা দোবোনা! আমি তোমার কাযে হস্তক্ষেপ করে—স্ত্রীলোকের অনধিকার-চর্চ্চা ক'র্ব্বনা।

প্র। নির্ম্মলা! তুমি আমায় এমন কথা বোলোনা—আমার মনে বড় দুঃখ হয়। তোমার মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক—সত্য বল্‌ছি—আমি কাকেও দেখিনি। জানিনা—কি পুণ্য করেছি যে, তোমায় আমি পত্নীরূপে পেয়েছি! আমি বল্‌তে পারিনা,—আমার কি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে, জ্ঞানময়ী তুমি—আমার এই হতভাগ্য সংসারকে পুণ্যভূমি করেছ!

আমি এত হীন নই নির্ম্মলা—আমি এত নরাধম নই যে, তুমি আমার মঙ্গলের জন্য যে কথা আমায় বলবে—আমি কঠোর হৃদয়ে তা' উপেক্ষা ক'রে আপনার অমঙ্গল আপনি আহ্বান ক'র্ব্ব। সৎপরামর্শ—সদুপদেশ অগ্রাহ্য কল্লে, পৃথিবীতে লোক হাতে হাতে শাস্তি পায়—তা আমি বেশ জানি।

নি। আমি দাসী! পুণ্যের বড় জোর আমার—নইলে তোমার মতন দেবচরিত্র স্বামী—আমি হতভাগিনী লাভ ক'র্ব্ব কেন? এত সোহাগ—এত ভালবাসা—এত আদর—এত যত্ন—এত সরল ব্যবহার—কোন স্ত্রীলোক একাধারে স্বামীর কাছে পায়? আমি তোমার পদছায়ানুসারিণী সেবিকা দাসী মাত্র! তোমার শিক্ষায়—তোমারই চালনায়—আমি চালিত হ'চ্ছি! আমার গুণের এত সুখ্যাতি কেন?

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হে। বৌদি—বৌদি—ওমা—দাদা যে?

প্র। কি হিমু—আমি বাইরে যাচ্ছি—

হে। না ভাই—তুমি বাইরে যাবে কেন? আমি তোমাদের বাধা দিলুম, আমি চলে যাচ্ছি—

প্র। না—না—তুমি চলে যেওনা! কি বল্‌তে এসেছ বলনা।

হে। বল্‌ব আর কাকে? বাবা! বৌদির সব বাড়াবাড়ী! আমাদের কাছে এত লজ্জা? একেবারে বারো হাত ঘোম্‌টা—ননদকে দেখে? বল্‌ছিলুম কি শোনো—তুমি কি সেই মাতালটার মেয়েকে একটা টাকা দেবে বলেছিলে? সে এসেছে—

প্র। কে মাতালের মেয়ে?

হে। কে ঐ তোমাদের বদিঘোষের না কা'র মেয়ে ?

প্র। আহা—ছি হিমু—ছেলেমানুষকে ঐ রকম করে বলে ? তা'র বাপই না হয় মদ খায়—তা বলে, সে কচিমেয়ে—তার কি অপরাধ ?

হে। কে বাপু তার লম্বা চওড়া নাম ধরে ডাকে ? নাম কিনা চন্দ্রকুমারী—"খেঁদার পুতি পদ্মপলাশলোচন"! কি ব'লব তাকে বৌদি ?

প্র। এই ঘরে ডেকে আননা— (হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)

নি। আমি কতদিন ঠাকুরঝিকে বলিছি যে ওকে "মাতালের মেয়ে মাতালের মেয়ে" বলে ডেকোনা। ঠাকুরঝি সে কথা কাণেই তোলেন না।

প্র। ওর বাপ মদ খাক্—যা করুক্—তাতে অপরের কি দরকার ? এতো ভারি মুস্কিলের কথা !

নি। থাক্—ঠাকুরঝিকে যেন কিছু বোলোনা—শুন্‌লে মনে দুঃখ কর্ব্বেন।

প্র। চাঁদিকে একটা টাকা দোবো বলেছ ?

নি। হ্যাঁ। আহা—ওদের সংসারের বড় কষ্ট জেনে আমি মাঝে মাঝে দু'চার আনা দিই ! মেয়েটী বেশ শান্ত—বেশ ঠাকুরদের গান বলে—তুমি শুন্‌বে ?

প্র। শুন্‌ব। কৈ—এলনা ? হিমু কি তাড়িয়ে দিলে নাকি ? না—ঐ যে আসছে—

(চন্দ্রকুমারীর প্রবেশ)

প্র। চাঁদি ! তোমার বাবা আফিস থেকে এসেছেন ?

চন্দ্র। না দাদাবাবু! বাবা আজ তিন দিন বাড়ী আসেন নি! কোথায় গিয়েছেন—তাও জানিনা—

নি। আজও খবর পাওনি?

চন্দ্র। কৈ না! কে আমাদের খবর এনে দেবে বৌদি? ঘরে কিছু পয়সা ছিলনা; ভাগ্যিস্ সে দিন তুমি একটা টাকা দিয়েছিলে —তাইতে ক'দিন চলেছিল! আজ আর কিছু নেই—তাই একটী টাকা ধার নিতে এসেছি! দেবে বৌদি?

নি। ধার কেন ভাই? তুমি যে আমার ছোটবোন্? দিদির কাছে কি টাকা ধার বলে নিতে আছে? টাকা দিচ্ছি। তুমি সেই কীর্ত্তনটা একবার তোমার দাদাকে শুনিয়ে দাও দিকি!

চন্দ্র। না—আমি গাইতে পার্ব্ব না—আমার বড় লজ্জা করে!

প্র। তবে চাঁদি—তুমি আমায় ভালবাসনা? আমার সঙ্গে বুঝি তোমার আড়ি? তা'হ'লে আমি রাগ করে চল্লুম—

নি। না না যেওনা! ও লক্ষ্মী মেয়ে—গাওতো চাঁদি!

চন্দ্রকুমারীর গীত।

আমি সঁপিনু জীবন, দেহপ্রাণমন, তব দুটী রাঙ্গা চরণে।
লহ লহ ডালি, ওহে বনমালি, সাজায়ে রেখেছি যতনে॥
কিবা দিব আর, কি আছে আমার, দীনাহীনা কাঙ্গালিনী।
নাহি যে ভকতি, কিসে তব প্রীতি, হবে বল গুণমণি॥
নয়ন-আসার, বহে অনিবার, নহেতো সে প্রেমধারা।
আমি জ্ঞানহীনা, পূজন জানি না, তাই বুঝি তোমা'হারা॥
নিজ দোষে যদি, তব প্রেমনিধি, নাই পাই পাপজীবনে।
হরি হরি করি, হরিপদ স্মরি, পশিব বিজন কাননে॥

জগতের গুরু, প্রেম-কল্পতরু, এই আশা শুধু মনে।
তুমি দয়াময়, যে ডাকে তোমায়, দেখা দাও তা'রে নিদানে॥

প্র। আহা—কি সুন্দর! চাঁদি রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী! নির্ম্মলা! চাঁদির মাকে এই দশটা টাকা পাঠিয়ে দাও! বলে দিও—ধার নয়—আমি ঠাকুরের নাম শুনে দক্ষিণে দিয়েছি। চাঁদি! রোজ একবার ক'রে আসনা কেন? আমাদের কি পর ভাব?

(প্রবোধের প্রস্থান)

নি। এই নাও—তোমার মাকে দিও! বোলো—তোমার দাদাবাবু দিয়েছেন।

চন্দ্র। মা বৌদি—অত টাকা নিলে, মা হয়ত আমার ওপোর রাগ কর্ব্বেন!

নি। ওঁর নাম করে বল্লে—তিনি রাগ কর্ব্বেন কেন? ভালবেসে কেউ কোন জিনিষ দিলে, "নোবোনা" বল্‌তে আছে কি ভাই? না নিলে ওঁর যে অপমান হবে—মনে দুঃখ হবে!

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হে। মেয়েটা বুঝি দাদার সাম্‌নে গান গাইছিল বৌদি?

নি। হ্যাঁ—তোমার দাদা বড় পীড়াপীড়ি কল্লেন! ওকি গাইতে চায়? জোর কোরে গাওয়ালুম। তুমি এলেনা ঠাকুরঝি?

হে। কে ভাই তোমাদের ঘরে আস্‌বে? এলে তুমি ব্যাজার হও।

নি। সেকি—সেকি ঠাকুরঝি? ওঁর সাম্‌নে আমি কখনো তোমাদের কাছে ঘোম্‌টা খুলিনি—তাই লজ্জায় জড়সড় হয়েছিলুম!

হে। ঐ তার নাম ভাই গো! রাঁড়ি বালৃতির পোড়ারমুখ দেখতে স্বামীসোহাগিনীদের কি ভাল লাগে বৌদি? বিধেতা মুখ

পুড়িয়ে দিয়েছেন—তোমাদের দোষ কি ভাই? তোমরা স্বামী নিয়ে সোহাগ কর—আমোদ কর—রঙ্গরস কর; আমি চোখে না দেখ্‌তে পাই—মনে ভেবেও সুখী হব।

নি। তোমার কথার কি উত্তর দোবো—ঠাকুরঝি? তবে এটা নিশ্চয় বল্‌ছি যে, তোমার দুঃখ দেখে সত্যিই আমার প্রাণ ফেটে যায়। চাঁদির একটা গান শুন্‌বে?

হে। কি গান শুনব? ঐ ছেরাদ্দ বাড়ীর?

নি। শ্রাদ্ধ বাড়ীর কি ঠাকুরঝি? ভাল ঠাকুরদের কীর্ত্তন!

হে। তা হলেই সেই ছেরাদ্ধবাড়ীর গান হ'লনা? ও ছুঁচোর কেত্তোন টেত্তোন—লোকের ছেরাদ্দ শান্তির সময় কেত্তোনউলি মাগীরাই গায়। বাড়ীতে বসে আমোদ করে ওরকম গান শুন্‌তে গেলুম কেন? ওরে অ মেয়েটা! থিয়েটারের গান টান্ কিছু জানিস্?

চন্দ্র। না হিমুদিদি—আমি কখনো থিয়েটার দেখিনি!

হে। নিধু বাবুর টপ্পা?

চ। না।

হে। বিদ্যেসুন্দর—

নি। ও ছেলেমানুষ—দুধের মেয়ে—ও সে সব কোথা থেকে জান্‌বে ভাই?

হে। তবে আর কি শুন্‌ব?

চন্দ্র। বৌদি! আমি তবে আসি—

নি। অমি মুখে যাবে ভাই? চল—একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিই!

(চন্দ্রকুমারী ও নির্ম্মলার প্রস্থান)

হে। লোকে বলে—বিধবা হয়েছ—কেবল না খেয়ে—না দেয়ে ভগবানকে ডাক—আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর! ও—মাগো! কেন গা? সে একচোখো ভগবান আমার বিনাদোষে জন্মের মতন মাথাটা খেলেন! আমাকে উঠ্‌তে বোস্‌তে চল্‌তে খেতে শুতে ঘুমুতে, জ্বালাচ্ছেন পোড়াচ্ছেন—চোখের সামনে মাগ ভাতারের সোহাগ দেখিয়ে আমায় যৌবনের পাঁজার আগুণে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাক্ কচ্ছেন,—আমি সেই ভগবানকে ভক্তি-করে ডাক্‌বো আর বোল্‌বো "অবলাকে এমন জ্যান্ত পুড়িয়ে তুমি বড় কাজই কচ্ছ প্রভু"! কেন? কি দোষে আমার এই নির্য্যাতন? পৃথিবীতে আমার চেয়ে কি কোন মেয়ে পাপ করেনি? কেন আমাকে বিধবা কল্লেন? বিধবা ছাড় কি অন্য শাস্তি ছিলনা? এই যে চাদ্দিকে আমার বয়িসি ছুঁড়ীরা ভাতার নিয়ে কত আমোদ আহ্লাদ কচ্ছে—সকলেই মহাপুণ্যবতী? আর সকল শুভকায থেকে আমায় একঘরে করে রেখে—আমায় বিধবা ক'রে—আমায় জোর কোরে বলছেন, "আমি আর জন্মের পাপিনী"! ওমাগো! ভগবানকে ডাক্‌তে হবে! তার মুখে নুড়ো জ্বাল্‌তে হবেনা?

(প্রস্থান)



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রবোধের বহির্ব্বাটী

কেশবচন্দ্র ও নিমাই।

নিমা। তুমি রোজ রোজ এ বাড়ীতে কি কর্ত্তে আস ?

কে। তোমার নবনটবর সুন্দর বৃষকাষ্ঠবিনিন্দিত দগ্ধ বদনচন্দ্র দেখে প্রাণ মজগুল্ হয়ে গেছে কিনা—তাই এক এক ক্ষেপ দর্শন করে যাই !

নিমা। কেন ? এখানে কি দরকার তোমার ?

কে। বুঝতে পাল্লেনা ? পীরিতের দায় বড় দায় ! তোমার পীরিতে যে আমি মরে গেছি তেউড়শ্যাম !

নিমা। মরে গেছ তো এখানে দাঁড়িয়ে কথা কইছ যে ?

কে। ভূত হয়ে তোমায় পেয়ে বসেছি বাপধন ! জ্যান্তে তো প্রেম করে উঠতে পাল্লুম না। তোমার নবনীবিনিন্দিত দেহযষ্টীর গরাণগুলি, প্রেমালিঙ্গনের সময় আমার অস্থিপঞ্জরগুলিকে "হাড় মড় মড় কেলেজিরে" কোরে ছেড়ে দিয়েছিল—তাই মাটীর দেহ আমার মাটীতে রেখে, সূক্ষ্ম হাওয়ার শরীরে এক বার তোমার ঐ বিম্বাধর চুম্বন করে যাব—এই বাসনা !

(চিবুকধারণ)

নিমা। ধ্যেৎ—তুমি বড় বদ্ ছেলে! আমার গালে হাত দিলে যে বড় ?

কে। কেন প্রেয়সী—তুমি কি আমায় পরপুরুষ ঠাওরালে ?

নিমা। তুমি এবাড়ী থেকে চলে যাও বল্‌ছি! হ্যাঁ—তোমরা বড় খারাপ ছোক্‌রা! দাদাবাবু তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবেনা—কথাও কইবেনা—তোমাদের কাছে আস্‌বেওনা!

কে। সে কথা ছেড়ে দাওনা ভাই ? আমি কি তোমার দাদাবাবুর জন্যে আসি ? তোমার একটা বের সম্বন্ধ আমার কাছে এসেছে—তুমি বে কর্ব্বে নিমাই ?

নিমা। নাঃ—আমি বে কর্ব্ব কেন ?

কে। আরে—সেকি একটা কথা হ'ল ? তোমার দুটো চারটে ছুঁচ পৃথিবীতে না রেখে গেলে—প্রাণীতত্ত্ববিৎ মশাইরা ভবিষ্যতে বেজায় ফাঁপরে পড়বেন যে ? শেষকালে কি (Dodo in Madagascar) ডোডো ইন্ ম্যাডাগ্যাস্‌কারের মতন তোমার অপরূপ সৃষ্টির কাহিনী (after generation) আফ্‌টার জেনারেশানের লোকেদের গল্পকথা হয়ে দাঁড়াবে ? বে করনা—দিব্যি টুকটুকে সতের বছরের মেয়ে—

নিমা। তুমি করনা————

কে। আরে—আমায় কি সে চায় ? তোমার জন্যে সে পাগল হয়ে গেছে !

নিমা। কি করে ? কি করে ? আমায় সে কোথায় দেখ্‌লে ?

কে। তাদের নিম্‌গাছে আমাবস্যের রাত্রে !

নিমা। কৈ—রাত্তিরে তো আমি নিম্‌গাছে উঠিনা—

কে। তবে বোধ হয় পাইখানায় দেখেছিল !

নিমা। তা হবে—তা হবে! এই—এই—সে মেয়েটা কে?

কে। আছে একজন। তুমি বিয়ে কর্ব্বে? বলনা—আমি জুটিয়ে দিচ্ছি।

নিমা। তা—লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে কর্ব্ব—কেউ জানুতে পারেনা যেন! তা'হ'লে আমার বড় লজ্জা কর্ব্বে—ছ্যাঃ—

কে। আরে—বিয়েত' লুকিয়ে লুকিয়েই হয়ে থাকে! বিশেষ—তোমার মতন গন্ধর্ব্ববাচ্ছার!

নিমা। এই—এই—সে মেয়েটাকে একদিন দেখাবে?

কে। নিশ্চয় দেখাব। সেই জন্যেইতো তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ কর্ত্তে এসেছি। তুমি দেখ দিকি—সে বাড়ীতে কি কচ্ছে!

নিমা। দাদাবাবু জলখাবার খাচ্ছে—এখুনি এল ব'লে! আমার সামনে ও কথা কিছু বোলোনা—আমার বড় লজ্জা করে! আমি গোয়াল ঘরের দিকে যাই।

(নিমাইয়ের প্রস্থান)

কে। হ্যাঁ—অনেকক্ষণ গুঁতিয়েছ—এইবার চারটী জাব খাওগে! এ ব্যাটাকে হাতে রাখতে হবে—নইলে কাজে আমার ব্যাঘাত পোড়তে পারে। যাহোক—ব্যাপার কি? সত্যি সত্যি প্রবোধ কি হাতছাড়া হ'ল? না বাবা—সহজে ছাড়া হচ্ছেনা! (once, twice, thrice! then again & again & again) ওয়ান্‌স্ টোয়াইস্ থ্রাইস্—দেন্ এগেইন্ এণ্ড্ এগেইন্ এণ্ড্ এগেইন্— তবেতো (Success gain) সক্সেস্ গেইন্ কর্ব্ব।

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্র। একে ? কেশব যে ? আবার কি মনে করে ?

কে। মনে আর কি করে আস্‌ব দাদা ? তোমার মতন তো প্রাণটা এখনও তত উদার কর্ত্তে পারিনি যে, পানের ওপোর একটু চূণ খসেছে ব'লে, অতকালের বন্ধুত্ব একেবারে তুলে নোবো ! আচ্ছা ভাই—তোমার ভাল হোক্—শ্রীবৃদ্ধি হোক্ ! যা'হ'বার হয়ে গেছে—আমায় মাপ কর দাদা !

প্র। না না—মাপ কি—

কে। কেন ? দোষ যদি করিই থাকি—জোড়হাতে মাপ চাইছি, তা'তেও তোমার রাগ পোড়লোনা ? বলিহারি ভাই তোমার প্রাণকে ! তোমার ভালবাসা নেহাত অবে মুসলমানের মুর্গীপোষার মত—কি বল ? আশ্চর্য্য বটে ! মানুষ একমুখে দু'রকম কথা কয়—বড়ই আশ্চর্য্য ! (Blow hot & cold in the same mouth) ব্লো হট্ এণ্ড্ কোল্ড্ ইন্ দি সেম্ মাউথ্ ? যাকে একদিন বন্ধু ব'লে কোল দিয়েছি—যাকে একদিন নিজের সহোদরের ন্যায় জ্ঞান ক'রে অকপটচিত্তে বক্ষে ধারণ করে অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় দিয়েছি—তা'র সামান্য একটা অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্যে এমনি কোরে বর্জ্জন কর্ত্তে—এক তুমিই পার প্রবোধ ! তাকে অম্লানবদনে ভুলে যেতে এক তোমাকেই দেখ্‌ছি প্রবোধ !

প্র। কেশব ! তুমি আমায় অযথা তিরস্কার কচ্ছ ! আমি সাধ করে কি তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি কর্ত্তে চেয়েছিলুম ? দেখ, আমি জীবনে কখনো বেশ্যাবাড়ী যাইনি। তুমি কেন সেদিন

আমাকে ছলনা করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলে বল দিকি? যদি বৃষ্টির সময় অজ্ঞানতে আশ্রয় নিয়েছিলুম বল,—যে মুহূর্ত্তে সেটা বেশ্যাবাড়ী দেখ্‌লে, আমার কথামত তখুনি চলে আস্‌তে পাত্তে তো ভাই? তোমার যদি সেখানে নিতান্তই বস্‌বার ইচ্ছে ছিল—আমাকে অমন পীড়াপীড়ি কচ্ছিলে কেন?

কে। কি আশ্চর্য্য! তুমি এখনও আমায় অবিশ্বাস ক'চ্ছ? আমি শালগ্রাম ছুঁয়ে দিব্যি কচ্ছি যে, আমি আগে জানতুম না—ওটা বেশ্যাবাড়ী! বিধাতার চক্রে পড়ে যখন গিয়েই পড়েছিলুম—কাজেই অত বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ী আস্‌তে কি ইচ্ছে করে দাদা?

প্র। তোমার সঙ্গে তো তার বেশ চেনা আছে দেখ্‌লুম?

কে। রাম বল! চেনা থাক্‌বে কেন? তবে—স্ত্রীলোকটী সহরের একজন নামজাদা বাইজি—আবালবৃদ্ধবনিতা ওকে চেনে—ওর নাম ধাম সবাই জানে! দেশের বড় বড় লোকের বাড়ীতে নেমন্তন্ন গিয়ে ওকে সদা সর্ব্বদা মুজ্‌রো কর্ত্তে দেখি—ও আমায় দেখে—কাজেই একটা মুখচেনাচিনি হয়েছে! তাই আমি ওর নাম ধরে ডাক্‌ছিলুম। আর জানত'—আমার অত চালমারা স্বভাব নয়! আমি পৃথিবীশুদ্ধ লোককে আপনার মতন দেখি। "অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥" কা'কেও ঘৃণা কর্ত্তে জানিনা—কারুর মনে ব্যথা দিতে পারিনা! বেশ্যা কি? সেও ঈশ্বরের সৃষ্টি—সেও কৃষ্ণের জীব—তুমি আমিও তাই! মানুষ হ'য়ে যদি মানুষের ওপোর রাগ করি—তা'হ'লে ঈশ্বর যে রাগ কর্ব্বেন ভাই!

প্র। যাই হোক্—যে কোন কারণেই হোক্—বেশ্যাবাড়ী যাওয়া আমি অতি গর্হিত কাজ মনে করি,—তাই তোমার ওপোর আমার অত রাগ হয়েছিল—

কে। তা—রাগ হোক্ না! ব্যাটাছেলের তো সেটা শুভলক্ষণ! কিন্তু তা ব'লে একেবারে বন্ধুর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ কেন ভাই? নিজের মাগের ওপর যদি কখন রাগ হয়—তা' হ'লে কি তাকে ত্যাগ কর দাদা? মাগ যদি তোমার কোন একটী অন্যায় কাজ দেখে তোমার ওপোর রাগ করে, সে কি তোমাকে জন্মের মতন (divorce) ডাইভোর্স করে ভাই? আমি গরীব, নিঃসহায়—আমার ওপোর রাগ কর্ব্বে বইকি? তা'তে তোমার ক্ষতি কি? তা—রাগ হয়ে থাকে—পায়ের জুতো খুলে দু'ঘা দশ ঘা দিয়ে কতকটা রাগ না হয় মেটাও!

প্র। ছি—ছি—ওকি কথা কেশব?

কে। না—না ভাই—তুমি যাতে সুখী হও, আমি প্রাণ দিয়েও তা কর্ত্তে প্রস্তুত। বন্ধুর জন্যে—যে যথার্থ বন্ধু—সে প্রাণ দিতেও পারে।

প্র। কেশব! আর আমায় লজ্জা দিওনা। সত্যি বল্‌ছি—তোমার সঙ্গে সেদিন অসদ্ব্যবহার করে—মনে কোরোনা—আমি বড় সুখে আছি! আমার মন বড় খারাপ হয়েছিল। তুমি আমায় রোজ ডাক্‌তে আস্‌তে—আমি যে কি কষ্টে তোমার সঙ্গে দেখা না করে বাড়ীর ভেতোর বসে থাকতুম, তা আমিই জানি। তুমি যদি সেদিন থেকে আর আমার সঙ্গে দেখা না কর্ত্তে—তাহ'লে বোধ হয় যথার্থই আমাদের বন্ধুত্বের শেষ হ'ত! কিন্তু, আমার প্রতি তোমার

অকৃত্রিম স্নেহভালবাসা দেখে—তোমার মুখে এত দুঃখের কথা শুনে—আমি মনে মনে বড় লজ্জিত—বড় দুঃখিত হয়েছি। ঠিক কথা ভাই—ক্ষমাই মানুষের প্রধান গুণ! সংসারে আমিওতো কত লোকের কাছে কত দিন কত অপরাধ করেছি! যথার্থই যদি সে সব অপরাধের ক্ষমা না থাকৃত—তা'হ'লে আমারই বা কি হ'ত! আর আমার স্ত্রী? তা'র কথা তোমায় কি বল্‌ব কেশব? নির্ম্মলা আমার মূর্ত্তিমতী কারুণ্যরূপিণী! জগতে তা'র গুণের তুলনা নেই!

কে। তাতো হওয়াই উচিৎ। স্ত্রী যদি মনের মতন না হ'ল, সকল কথায় যদি ঝ্যাঁটা ধর্ত্তে আরম্ভ কল্লে—তা'হলে পুরুষের বেঁচে সুখ কি? তা যাক্—অনেক দিন থেকে আমার একটা সাধ ছিল—এখন তোমায় বলতে আর ভরসা হয়না!

প্র। কি শুনিনা!

কে। মুফ্‌তো গোটাকতক টাকা লাভ করা গেছে। তাই ভাবছিলুন—একদিন তোমাকে মনের সাধে একটা (feast) ফিষ্ট্ দোবো—আমোদ করে দুই বন্ধু মিলে একত্রে বসে খাব। তা ভাই—তুমি বড়ম্যানুষ—গরীবের নেমন্তন্ন নেবে কি?

প্র। আবার ঐ রকম টিট্‌কিরি মেরে কথা কইছ? তুমি আমি পর? তুমি খাওয়াবে—আদর কর্ব্বে—আমি "না" বলতে পারি? তোমাদের বাড়ীতে ত'?

কে। রাধামাধব—আমার কি নিজের বাড়ী ভাই? না—বাপ মা কেউ আছে যে, বাড়ীতে বসে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ ক'র্ব্ব দাদা? একে মামার বাড়ী, তার উপর মামা মামী—খড়দার

মা গোঁসাই—একেবারে গোঁড়া বৈষ্ণব—নেড়া নেড়ী ! মাংস রান্নার নাম হলেই আমাকে ভিটেছাড়া কর্ব্বে !

প্র। তবে কোথায় ?

কে। হোটেলে।

প্র। হোটেলে ?

কে। হ্যাঁ—হোটেলে ! কেন—বেড়ে তোফা আরামের জায়গা ! কখন খাওনি ?

প্র। না ভাই—আমি কখনো হোটেলে খাইনি।

কে। তাই নাক সিঁটকাচ্ছ ! একদিন বসে খেলে আর জীবনে কখনো ভুলতে পারবে না।

প্র। তাইতো—হোটেলে খেতে হবে ? শুনেছি—বড় নোংরা জায়গা !

কে। যা বল্লে—হোটেল নোংরা ? তোমার নিজের বাড়ীর তেতলার শোবার ঘর অত পরিষ্কার নয়—তা জান ? আর রান্না,—বোধ হবে স্বয়ং দ্রৌপদী রেঁধেছেন। কি—মন স'রছেনা ? আমিতো জানি—আমার কি এমন বরাৎ হবে যে, বড় মানুষকে খাওয়াতে পার্ব্ব ?

প্র। না না—রাগ কর কেন ? আমি কি "না" বলছি ?

কে। তবে চল—বেড়াতে বেড়াতে ঐ দিকে যাই। আজ আরতো বৃষ্টি বাদল নেই যে, ভয় হবে।

প্র। না—ভয় কি আবার ? চল একবার হোটেল কি রকম দেখাই যাক।

কে। ইন্দ্রপুরি দাদা—কৈলাসভবন ! চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধরণীধরের বাটীর কক্ষ।

কনক ও চপলা।

ক। বলি—ওগো!

চ। যাও—যাও—

ক। কি হ'ল আবার? তুমি যে রেগেই আছ!

চ। রেগে থাকব নাতো কি—চব্বিশ ঘণ্টা তোমার ভয়ে জুজু হয়ে থাক্‌ব নাকি?

ক। না—তাকি আমি বলছি? তবে দিনরাত রাগ্‌লে শরীর ভাল থাক্‌বে কেন?

চ। উঃ—কি আমার তদারুকে ডাক্তার গো? সকালে বল্লুমনা যে, এক শিশি অটো ডি রোজ আর এক বাক্স পিয়ার্‌স্ সোপ্ এনে দিতে? সেটা বুঝি গ্রাহ্যই হোলোনা?

ক। না না চপলা—রাগ করনা; তোমায় আমি কত ভালবাসি বল দিকি? আমি তোমায় এসেন্স সাবান এখুনিই এনে দিচ্ছি! তার আগে একটা সুখবর দিয়ে যাই।

চ। কি বলনা—অত ভনিতে হচ্ছে কেন?

ক। ওদের ভুঁইগড়া জমীদারী—বাবা আমার নামে কিনে দিয়েছেন।

চ। এঁ্যা—সত্যি—মাইরি ?

ক। মাইরি! তোমার সঙ্গে কি মিছেকথা কইছি ? ব্যস্—আর আমাদের পায় কে ?

চ। তা'হ'লে আর এমন ভাড়াটে বাড়ীতে গোরোস্তোর মতন টিপে টিপে চলবে কেন ? একটা বড় দেখে বাড়ী তৈয়িরি করনা ?

ক। রোসোনা—আর দুটো দিন সবুর করনা! জমীদারী যখন আমার নামে—তখন তোমাকে আমি (Jewel of Asia,) জুয়েল্ অফ্ এসিয়া করে রাখ্ব—

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

চ। এস হিমুঠাকুরঝি—আজ এত দেরী যে ?

হে। আমার কথা আর বোলোনা বোন্! বাড়ী নয়ত যেন গারদ-খানা! খাওয়া দাওয়া না ক'রে তো আসতে পারিনি!

ক। এই এত বেলায় খেলে নাকি ?

হে। হ্যাঁ—তিনটে বেজে গেলে তবে খাওয়া শেষ হ'ল। তারপর সংসারের দুটো ফাইফরমাজ আছে, সেগুলো না সারলে আবার খোঁটা খেতে হবে যে ভাই!

চ। কে খোঁটা দেয় হিমুঠাকুরঝি ? তোমার বৌদিদি নাকি ?

হে। তিনি মুখের সাম্নে ভিজেবেরালটী—আর আড়ালে ভাতারের কাছে দশখানি করে কেবল আমাদের নামে লাগাচ্ছেন! তা সে কথা যাক্! কৈ কনক—থিয়েটার দেখতে গেলেনা ?

ক। যাব ভাই—বাবার মেজাজটা একটু নরম দেখি—তার পর সুবিধে মতন হুকুম পাস করে নেবো—

চ। ওঃ—যেন নবাব সাহেবের বাড়ী গো! হুকুম নিতে হবে, তবে বাগভাজারে থিয়েটার দেখতে পাব! ওমাগো!

ক। আচ্ছা আচ্ছা—আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। বাবা নেহাৎ যেতে না দেন—খিড়কিতে গাড়ী আনিয়ে—বাবা শুতে গেলে পর, মাকে ব'লে চুপি চুপি চলে যাব। হিমু যাবেতো?

হে। আমি? আমি ভাই রাত্তিরে কোথায় যাব?

চ। কি রকম? তুমি যাবেনা? কেন—বাড়ীতে বোকুবে নাকি?

হে। আমার বকৃবার কে আছে ভাই! রাত্তিরের কৈফিয়ত আমার কাকেওতো দিতে হবেনা! তোমাদের বাড়ীতে জামাই এসেছে—কাকিমা নেমন্তন্ন করেছে—এই কথা ব'ল্লেই বুড়ী ঠাকুর'মা জল হয়ে যাবে! তারপর যমের বাড়ী যাইনা কেন—কেউ খোঁজও কর্ব্বেনা—কিছুইনা!

চ। সত্যি বলৃছি ঠাকুরঝি—তোমার এই বয়েস—এমন রূপ—এত কষ্ট সহ্য কর কি ক'রে?

ক। তা'র ওপোর বসন্তের হাওয়া—কোকিলের ঝঙ্কার—ভ্রমরের গুণ্ গুণ্—চাদ্দিকে ফুলের সৌরভ! সত্যি হিমু—তোমার কি কষ্ট!

হে। স'য়ে গেছে কনক—সব গা'সওয়া ক'রে ফেলিছি। যা একটু সুখ তোমাদের দুজনকে দেখেশুনে!

চ। ওমা! সুরেশ ঠাকুরপো আস্‌ছে যে—(প্রস্থানোদ্যতা)

ক। এলেই বা—পালাচ্ছ কেন? ওকি বাঘ নাকি?

চ। সর—সর—ছেড়ে দাও বলছি—আমি কি ওর সঙ্গে কথা কইব নাকি? এস ঠাকুরঝি—

(চপলার প্রস্থান)

হে। উঃ—বউকে অত ভয় কর কনক?

কে। বাপ্—ওকি বৌ—না একটী জ্যান্ত বোমা! মোদ্দাৎ তোমাকে আমি একটু ভালবাসি হিমু?

হে। মাইরি? বলিস্ কি কনক?

ক। আচ্ছা—একদিন বোঝাব তখন!

(সুরেশের প্রবেশ)

ক। হঠাৎ আস্‌তে আসতে কোথায় গেলে?

সু। তোমার পিসিমার সঙ্গে ঐ ঘরে কথা কইছিলুম! আজ নাকি তোমাদের নতুন জামাই এসেছে?

ক। হ্যাঁ—প্রিয়নাথের আসবার তো কথা আছে! মিনিকে নিয়ে যাবে—

হে। কি গো সুরেশ বাবু! কেমন আছ?

সু। হ্যাঁ—ভাল আছি হিমু দিদি! আপনি ভাল আছেন?

হে। না মরে—একরকম জলেস্থলে পড়ে রয়েছি।

সু। আমারও ঐ:ভাব! তবে যে কটা দিন প্রমাই আছে—থাকৃতে হবে বইকি!

ক। কেনহে? হটাৎ এত খেদোক্তি কেন? হিমুর না হয় বৈধব্যজ্বালা—তোমার তো তা' নয়!

হে। ওর প্রাণের জ্বালা! মিনিটীকে ছেলেবেলা থেকে কত আদর যত্ন কল্লে—সে পর হয়ে কোথায় বস্থিবাটি চ'ল্লো!

সু। ছিঃ হিমুদিদি—ওকথা বলবেন না! মিনা আমার ছোটভগ্নী!

ক। বাস্তবিক—আমারও বড় ইচ্ছে ছিল—মিনার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়! কি বল্‌বো ভাই—বাবা রাজী হলেন না! কোথা-কার বস্থিবাটির এক, বনেদি বংশ দেখে একেবারে ঢলে

পড়লেন—একটা (cadaverous) ক্যাডাভ্যারাসের হাতে অমন সোণারচাঁপা মেয়েটাকে ধরে দিলেন।

স্থ। না না কনক—মিনা উপযুক্ত পাত্রেই পড়েছে! প্রিয়নাথ বেশ ছেলে!

হে। আমি যাই—দেখি বৌ কোন ঘরে গেল, দু'জনে একটু গল্প করিগে! যা বল্লুম—যেন মনে থাকে কনক! ওমা—ঐযে তোমাদের জামাই আস্‌ছে—

(হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)

(রাসমণি ও প্রিয়নাথের প্রবেশ)

রা। বাইরে বসেছিলে কেন বাবা? এতো তোমার নিজের ঘর-দোর! কনক তুমি কি পর?

প্রি। নাঃ—বাইরে বেশ ফাঁকায় ছিলুম! আমি অত লোকজনের ভীড় সৈতে পারিনে।

ক। কি গো প্রিয়বাবু! কখন এলে?

প্রি। এসেছি অনেকক্ষণ—তোমার ভগ্নীকে নিয়ে যেতে হবে তাই নিজে এলুম। নইলে—জমিদারী দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়, আমাদের কি একদণ্ড ফুরসত থাকে?

রা। তা'তো সত্যিই বাবা—তুমি জমীদার! আহা—মিনির কি কপাল! জমিদারের বৌ! ঠাকুরঝি আবার ঢং করে মেয়ে পাঠাতে চায় না। তুমি কাল নিয়ে যাও বাবা, আমি পাঠিয়ে দোবো।

প্রি। শাশুড়ী ঠাকরুণের যদি এত অমত—তবে জমীদারের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কেন?

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষে। না-বাবা—আমি অমত করবো কেন ? মেয়ে—তোমার ঘর জন্ম জন্ম করুক—সেইত আমার প্রার্থনা।

প্রি। আমি কাল সকালেই নিয়ে য'াব।

সু। সকালে ট্রেণ পাবেন কি ? তা'র ওপোর কাল রবিবার।

প্রি। আপ্‌নি কে ?

রা। ও সুরেশ—কনকের বন্ধু। তোমার বৌকে ও কত কোলে পিঠে করেছে ! ছেলেবেলায় কনক, সুরেশ, মিনা কত খেলা করৃত—যেন তিনটী ভাইবোন।

প্রি। এসব কল্‌কাতায় চলে! বদ্যিবাটী বড় শক্ত মাটী।

ক। কেবল কুষ্মাণ্ড—বেশীর ভাগ অকাল।

রা। চল ঠাকুরঝি ! ওরা শালাভগ্নীপতিতে কত ঠাট্টা বোটকেরা কোরবে.—আমরা জলখাবারের জোগাড় করি।

প্রি। নাঃ—আমি বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি—শশুরবাড়ী খাওয়া আমার (Principle) প্রিন্‌সিপ্‌ল্ নয়।

ক্ষে। সেকি বাবা ? একটু মিষ্টিমুখ কর্ব্বে বইকি ! এস বৌদি।

(রাসমণি ও ক্ষেমঙ্করীর প্রস্থান)

প্রি। দেখ কনক বাবু ! রাগ ক'রনা—(Calcutta) ক্যাল্‌কাটা অতি (Nuisance place) নুইসেন্‌স্ প্লেস্ ! এখানে থাকৃতে আমার একদণ্ডও ভাল লাগেনা ! এখানকার মেয়েদের কোন হায়া নেই—কোন আটক নেই—যে যা'ইচ্ছে তাই কচ্ছে।

ক। তাতো দেখ্‌তেই প চ্ছি ! কলসী কাঁকে ক'রে দু'বেলা তিনপো পথ পুকুরঘাটে পুরুষদের ধাকা মেরে জল আন্‌তে যাচ্ছে—এ পাড়া থেকে ও পাড়া দিনদুপুরে

বেড়াতে যাচ্ছে, পুরুষ দেখ্‌লে হাত ধ'রে টানাটানি কচ্ছে—

প্রি। তা সুবিধা পেলে—করে কি না করে, কেমন কোরে জান্‌বো?

ক। তাই যদি তোমার একান্তই ধারণা—তবে তোমার মাগ তুমি কাল্‌কেই নিয়ে যেয়ো ভাই! এমন বদ্‌ জ্যায়গায় আর রাখবার দরকার কি?

প্রি। তা—আর একবার করে ব'লতে? তবে আর কষ্ট করে নিজে এসেছি কেন?

ক। তা—চল—এখন বৈঠকখানায় বসিগে—এখুনি তো যাচ্ছনা?

(সকলের প্রস্থান)



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হোটেলের কামরা।

টেবিলচেয়ার সজ্জিত।

প্রবোধ ও কেশবচন্দ্র।

কে : ব'স দিকি! তুমি একখানা চেয়ার (Occupy) অকুপাই কর—আমি একখানা নিই! ব্যস্—আর কোন ঝঞ্ঝাট নেই। বয়—বয়—

(নেপথ্যে—হাজির।)

প্র। ওহে—কেউ এসে পোড়বে নাতো?

কে। আরে পাগল না চণ্ডাল! এখানে—এঘরে আর কারুর ঢোক্‌বার অধিকার নেই!

প্র। তা হলেই হোলো ভাই—

কে। তোমার কি এখনও ছমুছুমানি গেলনা হ্যা?

প্র। কি জান ভাই—নতুন কিনা? কখনো এসব জায়গায় আসিনি—

কে। আরে—লোকে কি মার পেট থেকে পোড়ে হামাগুড়ি দিয়ে হোটেলে চপ্ কাট্‌লেট্ মার্ত্তে আসে? বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তবে না সব দিকে (Promotion) প্রোমোশন হবে!

প্র। কইহে—খাবার দাবার এলনা?

কে। তাড়াতাড়ী কচ্ছ কেন? এইত সবে এসেছি—একটু ধীরে সুস্থে সব হচ্ছে! বয়—বয়—

(খাবার লইয়া খানসামার প্রবেশ ও টেবিলে সাজাইয়া দেওন)

কে। এস! আরম্ভ করা যাক্! দেখ্‌ছ—কেমন পারিস্কার পরিচ্ছন্ন!

প্র। তা বটে।

(জনৈক খানসামার স্যাম্পেনের বোতল ও গ্লাশ লইয়া প্রবেশ)

প্র। ওকি? বোতল কিসের?

কে। যোয়ানের আরক। (Aqua Ptychotis) অ্যাকোয়া টাই কোটিস্। গরম জিনিস পত্তর খাওয়া হচ্ছে, হজম কত্তে হবেতো দাদা?

প্র। না—না—ওকি ভাই? মদ নাকি?

কে। স্যাম্পেন।

প্র। স্যাম্পেন কি মদ নয়?

কে। কে বলে—কোন্ শালা বলে? স্যাম্পেন মদ? তা'হ'লে (ostrich) অষ্ট্রিচ্ পাখীকে তুমি টুনটুনির বাচ্ছা বল? সমুদ্রকে মায়াদের পানাপুকুর বল? (Royal Bengal tiger) রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে নেংটী ইঁদুর বল? (দুটী গ্লাসে স্যাম্পেন ঢালন)

প্র। যাই হোক—আমি খাবনা ভাই।

কে। তুমি না খাও—না খাবে; আমাকে ত খেতেই হবে ভাই। কেননা—এসব মাংস (Digest) ডাইজেষ্ট করাতো চাই! তুমি না খাও—তোমারি ক্ষতি দাদা! পেট ফুলবে—রাত্রিতে ঘুম হবেনা—প্রাণ আই ঢাই করবে।

প্র। কেন—আমি কি বাড়ীতে কখনও মাংস খাইনি?

কে। আরে—বাড়ীর রান্না আর এখানকার রান্না তফাৎ কত? এদের মালমশলা স্বতন্ত্র; এ সব খানার সঙ্গে এটা নিশ্চয়ই চাই।

প্র। না—আমার দরকার নেই, তোমার ইচ্ছে হয়—তুমি খাও।

কে। তাত খাবই (গ্লাস লইয়া) তুমি বন্ধু মানুষ, সঙ্গে রয়েছ, আমি তোমায় প্রাণের চেয়েও কতটা ভাল বাসি, তোমার কল্যাণ আমারতো দেখা উচিৎ। (Good health) গুড্ হেল্থ! (মদ্যপান)

প্র। সত্যি সত্যি খেয়ে ফেল্লে যে?

কে। কেন—বিষ নাকি? আমিত তোমার মতন মুখ্যু নই! এস—বন্ধুর (request) রিকোয়েষ্ট্ রেখে (good health) গুড্ হেল্থ পান কর দিকি।

প্র। না ভাই—না ভাই—আমাকে ও অনুরোধটী ক'র'না।

কে। আচ্ছা—কেন বল দেখি? কি হয়েছে,—দোষটা কি? মরে যাবে? ঢলে প'ড়বে? কেউ জান্‌তে পারবে?

প্র। বাঃ! জান্‌তে পারবে না? মুখে গন্ধ থাক্‌বে না?

কে। (nonsense) নন্‌সেন্‌স্! একি ধান্যেশ্বরী—খাঁটি মদ? দেখ দিকি আমার মুখের গন্ধ শুঁকে! (মুখের ঘ্রাণদান)

প্র। কাজ কি ভাই আমায় পীড়াপীড়ী করে? আমি কখনও খাইনি—হয়ত' নেশাটেশা হবে—শেষকালে একটা কেলেঙ্কারি বাধাব?

কে। নেশা হয়—আমি তা'র দায়ী। আমাকে গুণে পাঁচ শ' জুতো লাগিও। এই যে আমি ঢক্ করে খেয়ে ফেল্লুম,—আমার নেশা হয়েছে কি? খাও—খাও ভাই, একটু খেয়ে ফেল। আমি বল্‌ছি কিছু হবেনা, মা কালীর দিব্বি।



কেশব। * * খাও—খাও ভাই, একটু খেয়ে ফেল। আমি ব'লছি কিছু হবে না—মা কালীর দিব্বি।

প্রবোধ। আচ্ছা—তুমি খাচ্ছ খাওনা,—আমায় পীড়াপীড়ি ক'চ্ছ কেন বল দিকি?

প্র। আচ্ছা—তুমি খাচ্ছ খাওনা—আমায় কেন জেদ ক'চ্ছ বল দিকি ?

কে। আমার চোদ্দপুরুষের ঝকমারি! কি করব দাদা—মন বোঝেনা; নইলে—সহরে তোমার মতন গণ্ডা গণ্ডা বড় মানুষের ছেলে আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার জন্য লালায়িত! তা'দের যদি এম্নি করে একদিন আমি খোসামোদ কর্ত্তুম, আমার হয়ত' (fortune) ফর্চুন্ ফিরে যেত। মন বোঝেনা—তাই সর্ব্বত্যাগী হয়ে তোমার লাঞ্ছনা অপমান স'য়ে তোমার কাছে পড়ে রয়েছি।

প্র। তুমি চট কেন ভাই ? আমিত চট্‌বার মতন কোন কথা বলিনি।

কে। তোমার আক্কেলে চট্‌ছি। নইলে এমন গরমের দিন, ভদ্রলোকে কি ইচ্ছে করে চটে গরম হতে চায় ? এত ক'রে সাধাসাধি কচ্ছি, একটু গিলে ফেল্‌তে পার্চ্ছেনা ?

প্র। আচ্ছা—কি রকম লাগ্‌বে ? বুক জ্বল্‌বে কি ?

কে। ঠিক আঙ্গুরের সর্‌বত! হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—খেয়েই দেখনা! সত্যি হ'ত' আর মরে যাবেনা ভাই! দেখ্‌বে কেমন একটা নূতন রকমের আমোদ—মজাদার ফূর্ত্তি প্রাণের ভেতর জমাট বেঁধে যাবে।

প্র। তবে—নিতান্তই খেতে হবে ?

কে। খাওনা—কিছু ভয় নাই, কেউ জান্‌তে পারবেনা; মুখে গন্ধের লেশমাত্র থাক্‌বেনা! আমি যখন প্রথম খেতে শিখি—পাক্কা আধ বোতল (Beehive Brandy) বিহাইব্ ব্র্যাণ্ডি টেনে বাড়ী গিয়ে সকলকার সঙ্গে দিব্বি কথাবার্ত্তা কইলুম, কেউ সন্দেহ পর্য্যন্ত করতে পারেনি; আর এত' মেয়েদের

খাবার সরবত (champagne) স্যাম্পেন! ছবোতল একা খেয়ে ফেল্লেও পায়ের কড়ে আঙ্গুলটীও নড়বেনা।

প্র। আচ্ছা—যা থাকে কপালে—দাও। (পান)

কে। কেমন—বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাগ্‌ল না?

প্র। যেন কেমন এক রকম,—কিছু বুঝ্‌তে পাল্লুম না!

কে। ওটুকুতে কি বুঝ্‌বে বল? কখন ঢেলেছি আর কখন খেলে! ও জল হয়ে গেছে। এইবার আপত্তি খণ্ডন হয়ে গেছে—একটু (gentleman) জেণ্টলেম্যানের মতন টানি এস দিকি!

প্র। বেশী দিওনা।

কে। নাঃ—এই টুকু—খেয়ে ফেল।

প্র। সবটা খাব? (পান)

কে। বা—বা—বা—তুমি একজন (expert) এক্‌পার্ট ছেলে! এইত' চাই—দেখ দেখি কতটা আমোদ হল! (Really) রিঅলি বল—প্রাণে একটু ফূর্ত্তি পাচ্ছনা?

প্র। (First class--Grand) ফাষ্ট্‌ ক্লাস—গ্র্যাণ্ড! প্রাণের ভেতর যেন কেমন একটা নূতন রকম আনন্দ অনুভব হচ্ছে, মুখে বলতে পাচ্ছিনা! যেন—যেন—যেন—

কে। বেলুনে উঠে (parachute descent) পেরাচুট্‌ ডিসেণ্ট্‌ হচ্ছে, কেমন? চল—একবার গুল্‌জারের বাড়ী বেড়িয়ে আসি।

প্র। আবার সেই কথা?

কে। রাগ কল্লে বন্ধু? আচ্ছা না হয় ওকথাটা কইব না। দরকার কি তার কথায়? তবে কি জান, গুল্‌জার্‌ তোমার বড় সুখ্যাতি কচ্ছিল। বল্‌ছিল কি জান?

প্র। একশ'বার যদি তা'র কথা কও তাহ'লে আমি চল্লুম।

কে। আচ্ছা—কোন শালা আর ওকথা কইবে? (মদ্যদান ও পান)

প্র। (মদ্যপান করিয়া) কি বল্‌ছিল হ্যা?

কে। বল্‌ছিল—তোমার চেহারার বড় চটক—তুমি বড় সুন্দর। বলে কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা, কেমন প্রেমিক প্রেমিক হাবভাব।

প্র। সত্যি নাকি?

কে। মাইরি! তুমি চ'লে আস্‌বার পর আমার দুটী পায়ে ধরে খোসামোদ! বলে—আর একদিন দয়া করে নিয়ে এস—আমি শুধু একবার দেখ্‌বো!

প্র। তুমি কি বল্লে?

কে। আমি বল্লুম—আমার দ্বারা ওকাজটী আর হবেনা। প্রাণান্তে বন্ধুকে বেশ্যা বাড়ী আস্‌তে দোবনা।

প্র। বেশ করেছ—বলেছ। তোমার কথা শুনে ছুঁড়ী কি বল্লে?

কে। কিছু বল্লেনা,—মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বাদে ঝর্ ঝর্ করে কান্না!

প্র। কাঁদ্‌তে লাগলো?

কে। বুকের কাপড় ভেসে গেল! দেখে এম্‌নি কষ্ট হল—আমি তা'কে কিছু বল্‌তে পাল্লুমনা! মনে মনে ভগবানকে বল্লুম, আহা দয়াময় অভাগিনীকে বেশ্যার ঘরে কেন পাঠিয়েছিলে—তা' না হ'লে প্রবোধকে ত আনবার কোন বাধা ছিলনা!

প্র। আচ্ছা—হ্যাঁ হে—ওর কাছে যায় কে?

কে। রাজা, মহারাজা, জমীদার—নিদেন মুচ্ছুদি! তোমার আমার মতন চুণোপুঁটী দরজায় মাথাটী গলাতে পারেনা! কত

বড় বড় জুড়ী চৌধুরি বাড়ীর সাম্‌নে এসে অম্‌নি ঘুরে যাচ্ছে!

প্র। তবে আমাদের অত খাতির কল্লে কেন?

কে। সংসারে প্রেমের রহস্য বড়ই জটীল ভাই—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে মরে—কে বলতে পারে? একদণ্ডে ছুঁড়ীর পরকাল তুমি খেয়েছ দাদা—আর কি তাকে ক'রে খেতে হবে? এখন ঘরে বসে বসে কেবল "প্রবোধ" "প্রবোধ" জ'পতে থাকুন। আহা—অবলা স্ত্রীলোক—কি দুর্গতি!

প্র। তোমার কি তা'র জন্যে দুঃখ হ'চ্ছে নাকি?

কে। ভাই! অতি বড় শত্রুরও যদি দুঃখ দেখি—তা'র চক্ষে যদি শতধারা দেখি—সে যা-ই হোক না কেন—আমার বড় কষ্ট হয়। একজন বড় কবি লিখে গেছেন—"তুমি অধম বলে—আমি উত্তম না হব কেন?" আমার জন্যে—শুধু আমায় একবার চক্ষে দেখবার জন্যে যদি একজনের প্রাণ ফেটে যায়—যদি একজন মর্ত্তে বসে—আমি তা'কে একবার দেখা দিলে যদি সে হাতে সত্যি সত্যিই স্বর্গের চাঁদ পায়—তা'হ'লে ক্ষেমাঘেণ্ণা ক'রে—একবার না হয় দেখা দিলুম! তা'তে কি আর মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়ে গেল?

প্র। কেশব! যথার্থ বলছি, তোমার মতন এত সুন্দর কথা আমি কখনও কারুর কাছে শুনিনি! তুমি লেখা পড়া শিখ্‌লে দেশের একজন বড়লোক হ'তে পারতে। আমাদের মধ্যে তোমার মতন জ্ঞানবান বুদ্ধিমান আমি আর দুটী দেখতে পাইনা! বাস্তবিক তুমি অতি সরল—তোমার প্রাণ খুব কোমল, পরদুঃখকাতর। (মদ্যপান)

কে। বয়—বয়—(ভৃত্যের প্রবেশ) বিল্ লেয়াও—আউর এক্ঠো ঘণ্টাহিসাব গাড়ী বোলাও !

(ভৃত্যের প্রস্থান)

কে। একটা (peculiarity) পিকিউলিয়ারিটি দেখেছ—সে স্ত্রীলোকটা বেশ্যা ক্লাশ হতে একটু স্বতন্ত্র—যেন কেমন ভদ্র-ঘরের—ভদ্রঘরের মেয়ের মতন না ?

কে। (Exactly so) এক্স্যাক্ট্লি সো ! আমিও অনেক দিন থেকে ঐ কথাটা মনে কচ্ছি। চোখদুটী বেশ—না কেশব ?

কে। গড়নটী কেমন গোলগাল ? তা হবেনা কেন ? রাজা মহারাজার হাওয়া লাগ্ছে—একটু রাণী মহারাণীগোছ হবে বৈকি ?

(খানসামার প্রবেশ)

ইধার আও—রূপেয়া দেতা—(খান্সামা ও কেশবের প্রস্থান)

প্র। (স্বঃ) একটানা জীবনস্রোত চলে যা'চ্ছিল—আজ একি অকস্মাৎ অননুভূত সুখের আস্বাদন ? অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ে একি অপ্রত্যাশিত অযাচিত উল্লাসের উৎপত্তি ! কোথায় ছিল এতদিন এ সুখ—এ আনন্দ—এ শান্তি !

(কেশবের পুনঃ প্রবেশ)

কে। প্রবোধ ! একটা খুচরো টাকা আছে ? চট্ করে দাও দিকি, আমি পঞ্চাশ টাকার নোটখানা ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছি।

প্র। (মনি-ব্যাগ প্রদান) দেখ—ব্যাগে কি আছে।

কে দাঁড়াও—আমি চুকিয়ে দিয়ে আসছি ! (কেশবের প্রস্থান)

প্র ! (বোতল হইতে নিজে ঢালিয়া মদ্যপান) সুখশান্তিপরিপূর্ণ বসুন্ধরা ! তুমি এত ছলনাময়ী ? অজ্ঞান— র্খ—অধম আমি,

এতদিন আমার সম্মুখে কেবল সংসারের যত দুঃখের ছবি ধ'রে নিরানন্দের উৎকট আঁধারে আমায় নিমজ্জিত করে রেখেছিলে?

(কেশবের পুনঃ প্রবেশ)

কে। চল—গাড়ী এসেছে—একটু ঘুরে আসি! বাঃ—বোতলটা (finish) ফিনিস করেছ যে দেখছি!

প্র। দোকানদারেরও (finish) ফিনিস্ নয়—আমার (money bag) মনিব্যাগ ও (empty) এম্‌টী নয়।

কে। তা—নিচ্ছি—নিচ্ছি—একটা (fresh) ফ্রেস্ বোতল নিচ্ছি!

প্র। তার নাম কি বল্লে কেশব?

কে॥ গুল্‌জার্—

প্র। (certainly) সারটেন্‌লি গুল্‌জার্! আমি গুল্‌জার্—তুমি গুল্‌জার্—দুনিয়া গুলজার্! কোথায় গুল্‌জার্? চালাও গাড়ী!

(বেগে প্রস্থান)

কে। (Hip Hip Hurrah) হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে—

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

রাজপথ।

বিপিন, মাধব ও শশী।

শ। তা'হ'লে এখন কি ক'রবে বিপিন?

বি। ক'রব আর কি ভাই? আমি রোজ রোজ টাকা কোথা থেকে আনি বল দিকি? আমার বাবারত তালুক মুলুক নেই—

শ। তুমি রোজ রোজ টাকা দিচ্ছ কি রকম? আমরা (share) সেয়ার দিইনা? আর, তোমাকে কি আমি একা খরচ করতে বল্‌ছি? মাধব কিছু দিক্ আর তুমি কিছু দাও।

মা। আর তুমি কৃপা ক'রে এক এক (peg) পেগ্ টেনে আমাদের কৃতার্থ ক'র্‌তে থাক—কি বল? দেখ শশী—ও রকমটা ভাল নয়! আমোদ আহ্লাদ ক'রবার তোমারি সতের' আনা ইচ্ছে—অথচ পয়সা ছাড়বার বেলায় একেবারে রাজি নও—তা'হ'লে বন্ধুত্বটা থাকে কি ক'রে বল দিকি?

শ। তোমরা অতি নেমকহারাম! আমি পয়সা ছাড়িনা? গেল মাসে তোমাদের সঙ্গে প'ড়ে আমার প্রায় পাঁচ সাত টাকা বাজে খরচ হ'য়ে গেছে!

বি। উঃ—তবেতো একেবারে দেউলে ব'নে গেছ! বলিহারি দাদা! ফিট বাবুটী সেজে কাপ্তেনের মতন চালটী চালা আছে; বোতলের তিন ভাগ নির্ব্বিবাদে সেবন করা আছে; খ্যাংলা

বেলায় সকলকে ঠেলে ঠুলে গোগ্রাসে গেলাটুকু আছে; মস্ত পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে ব'লে লোকের কাছে পরিচয় দেওয়া আছে—কিন্তু দু'পয়সা ছাড়্তে ব'ল্লেই অম্‌নি মহা গরম!

শ। তোমাদের মতন (cadaverous) ক্যাডভ্যারাস্ বন্ধুদের সঙ্গে যে আর বেড়াবে—সে "শালা"। উঃ—ভারি সব কাপ্তেন বাবু গো! যত কুচ্ছ কেবল আমার বেলায়—আর ওঁরা সব একেবারে নবাব ওয়াজেদ্‌আলীসা—এক একটী বলিরাজা!

মা। চট' কেন শশী? আমরা ত আর বল্‌ছি না যে আমরা খুব খরচ করি! গেরস্তোর ছেলে—বই বেচে, মার বাক্স হাতিয়ে, এর ওর কাছে ধার করে, ক'দিন আর চল্‌বে ভাই? পয়সা যখন জোগাড় হ'চ্ছেনা, তখন ফূর্ত্তির আশা না করাই ভাল নয়?

বি। তাতো নিশ্চয়ই! আমি ও কথাত' মুখেই আনিনি—শশী এসেইত' জেদাজিদি আরম্ভ করলে—

শ। আজকের এমন শনিবার দিনটা, এমন মজার রাত্রিটা, সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরে ব'সে থাক্‌বে? এমন বেরসিক ইয়ারদের সঙ্গেও মিশেছিলুম বাবা! আচ্ছা—(share) সেয়ার্ করা যাক্! তোমার কাছে কত আছে বিপিন?

বি। কত আর থাক্‌বে? মেরেকেটে গণ্ডা পাঁচেক পয়সা।

শ। মাধবের কাছে কত?

মা। একটী আধুলি সম্বল! সেদিন ডাক্তারখানা থেকে একটা ওষুধ ধারে নিয়ে গেছলুম; ভাবলুম—আজ দামটা দিয়ে আস্‌ব! তা থাক্—

শ। আমার কাছে আছে ছপয়সা। এক প্যাকেট্ সিগারেট্ আর পান হবে এখন! তা'হ'লে মোট হ'ল তের আনা। দশ আনার একটা কাণ্ট্রী বোতল হবে, আর তিন আনার চাট! তারপর ক'জনে ঠেলেঠুলে বিন্দির ঘরে গিয়ে বসা যাবে এখন!

বি। আচ্ছা শশী! রোজই কি ও ছাইপাঁশ খেতে হবে?

ম। ক্রমে ক্রমে বড় অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তা বুঝ্তে পাচ্ছ?

শ। ঐ জন্যেইত' তোমাদের সঙ্গে আমার একদম্ বনে না। একটু আধটু খেলে ক্ষতিটা কি? হুড়োহুড়ি দৌড়োদৌড়ি ক'রে ফুটবল্ টেনিস্—এই সব ইংরাজি খেলা করা হ'ল, এর উপর যদি একটু নিয়মমত টানা যায়, চেহারা দু'দিনে ফুলে যাবে—তা বুঝ্তে পাচ্ছনা?

(কার্ত্তিক ও কেশবচন্দ্রের প্রবেশ)

কা। যা'হোক কেশবদা—এই কলিকালের ধর্ম্ম বটে! আমাদের ফাঁকি দিচ্ছ বাবা? আচ্ছা—তোমার ভাল হোক্—

সকলে। আরে—কেও? কেশবচন্দ্র যে?

বি। একেবারে ডুমুরের ফুলটী হয়েছ যে বাবা—

শ। কেশব! বেশ রংয়ে আছ দেখছি যে—

ম। কি বন্ধু! আমাদের সঙ্গে কি বাক্যালাপ করবে না?

কে। বলে যাও বাবা বলে যাও—আমি কিন্তু জবাব এখন দিতে পারবনা—হ্যাঁ—

কা। আরে—ওর এখন ফুর্ত্তি কত? প্রবোধ বাঁড়ুয্যে বাপের বিষয় হাতে পেয়ে খুব উড়ছে, উনি তা'র সঙ্গে জুটেছেন!

মা। এ্যা—সত্যি নাকি ? আরে—সে যে সম্বা ভালছেলে !

শ। ভালছেলেইতো ! সে কি তোমাদের মতন ? আমি বরাবর ইস্কুল থেকে জানি—তাঁর মেজাজ বড় উঁচু, হাত বড় দরাজ ! তবে এসব বিষয়ে বড় বেরসিক জানতুম—তাই আমি ইদানিং তার কাছে বড় ঘেঁস দিতুম না।

কা। আরে—সে দিন আর নেই। আজ দেখি কেশবের সঙ্গে সেকেণ্ড্ ক্লাস্ গাড়ী থেকে নেবে, গুল্‌জার্ বিবির বাড়ীতে ঢুক্‌লো। আমি সাহস করে সঙ্গে সঙ্গে ঢুক্‌লুম না। কি জানি—কম্ বয়েস দেখে যদি ঢুক্‌তে না দেয় ! আর প্রবোধ বাবুর সঙ্গেত আমার তত মাখামাখি নেই—চুপ্‌টী ক'রে দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কে। বলিহারি বাবা বিচ্ছু—তোমার (patience) পেশেন্সকে ! তুমি দেখ্‌তে এক রত্তা বটে—কিন্তু ইয়ার্কিতে একেবারে ওষ্ঠব্রণ—বিষফোড়া। তীর্থের কাকের মতন—মেয়ে মানুষের আঁস্তাকুড়ে খুব দাঁড়িয়ে ছিলে কিন্তু !

শ। আচ্ছা চল—চল—ফের্ মজলিস করিগে। আমি ঠিক বাগিয়ে নিয়ে বসবো এখন ! তোমরা বেশী গোলমাল ক'র'না।

কে। বাবা ! শশীরে ! একটু ক্ষেমা দে বাপ্ ! অনেক কষ্টে আজ হাতে খড়ি দিয়ে গোপালকে আমার রাসমঞ্চে তুলেছি। আবার এখনি দঙ্গল নিয়ে কেন হর্‌রা ক'রবে যাদু ? গোলমাল দেখে ছোঁড়া ভড়্‌কে যাবে—আর আমার (future hope) ফিউচার্ হোপ্ সব মাটী হবে। তার চেয়ে—চল বিন্দির বাড়ী ডেরা নিইগে। আরে ও কিরে ? কা'কে পাক্‌ড়ালে ?

(মত্তাবস্থায় বৈদ্যনাথকে ধরিয়া পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

পা। চল' শালা—আজ তোম্‌কো হাম্‌ শিখলায়েঙ্গে—

বৈ। হ্যাঁ—চল শালা, আমিও তোমার বাবাকো শিখলায়েঙ্গে—শালা পাহারাওয়ালার বাপের মুখে—

পা। ফিন্‌ গালি দেতা—আভি মারুকে ভুট্টা উড়ারে দেগা—

বৈ। মারুনা শালা—মাতাল পেয়েছিস? শালা—(মারামারি করণ)

কে। আরে বদি খুড়ো যে?

মা। আরে—কর কি—কর কি খুড়ো? পাহারাওয়ালাকে মা'চ্ছ কি?

বি। ছেড়ে দাও পাহারাওয়ালা সাহেব—ভদ্রলোক একটু বেএক্তার হয়ে পড়েছে—

পা। নেহি বাবু—সরাপ পিকে মাতোয়ালা হুয়া—হাম্‌ ছোড়েঙ্গে কেইসে—

বৈ। ছোড়েগা নেইতো এখনি এম্‌নি গাল কাম্‌ড়ে দেঙ্গা যে একেবারে কন্দকাটা হয়ে যাঙ্গা! মাতাল ধর্ত্তা কেন রে শালা? মাতাল আছে বোলেইত' কোম্পানীকা রাজত্বি চলতা—তা জান্‌তা? এত পয়সা কোম্পানিকে আর কোন শালা দেতা? যদি ভাল চাওত' ছোড়দেও! আজ হাতমে কিছু নেই হ্যায়, আর এক দিন দিয়ে যাঙ্গা! আর, তোম্‌ শালাতো হামেষাই আমার পকেট মারতা! একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই—শালা (ungrateful) আন্‌গ্রেটফুল?

মা। আও আও পাহারাওয়ালা সাহেব—ওটা মদ খাকে পাগ্‌লা মেরে গিয়া! ওর কথা মাৎ ধরো! এই নাও বাবা-আধুলিটা নিয়ে একজাগায় বসে তোফা নিদ্রা দাও। আমরা হ'লুম তোমাদের (Bosom friend) বুজম্‌ ফ্রেণ্ড—তোমাদের

(Treasury) ট্রেজারি! রাতবিরেতে ধরে কিছু আদায় করে ছেড়ে দিও বাবা—উভয়পক্ষেরই লাভ—বুঝলে?

পা। হাঁ হাঁ—সোতো সাচ হ্যায় বাবুসাব! সেলাম।

(পাহারাওয়ালার প্রস্থান)

বি। খুড়ো! আজ এক সপ্তাহ আফিস যা'চ্ছনা, বাড়ীতেও থাকোনা—কোথায় ডেরা নিয়েছিলে বাবা?

বৈ। আরে বাবা—দুঃখের কথা কও কেন? মাসকাবারের মাইনে পেয়ে বাড়ীতে আস্‌তে আস্‌তে রাস্তায় মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'ল? পাশ কাটাবো মনে কল্লুম—তা' অনেক দিনের আলাপ—দেখা হতেই ব্রাহ্মণ টানা-টানি করে গয়লাবোয়ের বাড়ীতে নিয়ে গেল। ভাবলুম একটা বোতল ফিনিস্ করেই বাড়ী ফিরবো! তা'রপর—উঠি উঠি কর্ত্তে কর্ত্তে একেবারে স্বুড়ুৎ করে হপ্তা কাবার! এদিকে রেস্তও সব তিন দিনে শেষ—আবার মাগির কাছে পোনের' টাকা কর্জ্জ হয়েছে বাবা!

কে। তা' হ'লে ক'দিন দুর্গোৎসব করেছ বাবা—কি বল? তা' এখন কোথায় চলেচ?

বৈ। একবার বাড়ীর দিকে ফিরছি। তোবেটার তো আর দেখা পাবার যো নেই যে, দুটো চারটে কথা কইব? তুই বেটা একেবারে বয়ে গিছিস—বাঁড়ুর্য্যের ছেলেটার কি ক'ল্লি?

কে। (All right) অল্ রাইট বাবা—কেল্লা ফতে করেছি! এসনা—আজ শনিবার, আজকে আর বাড়ী ফির্‌তে আছে? চল আমাদের সঙ্গে-একটু আমোদ করা যাক্—সেইখানে সব কথা বলবো এখন?

বে। চল বাবা—বড় (Demand) ডিম্যান্‌ড্‌ হচ্ছে! আরে এ বাঙ্ছা ছোঁড়াটাকে কোত্থেকে জোটালি? ওটা না যদু মিত্রের ছেলে?

ব। হ্যাঁ, ওটা একেবারে গোল্লায় গেছে! কেতো, তুই বাড়ী যা, রাত হয়েছে—

কা। কেন বাবা—বেতালা গাইছ কেন? আমি কি মানুষ নই? পাঁচ, সাত, দশ বছর বয়স কম ব'লে কি আমার ফুর্ত্তির টেষ্ট্‌ নেই?

ম। তুই ছোঁড়া আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিবি কি বল্‌? তুই আমাদের চেয়ে কত ছোট—

কা। ইয়ার্কি দিতে জান্‌লে কি বয়সে আটকায় বাবা? এই যে বদি খুড়ো তোমাদের পিসের বায়সি—ওর সঙ্গে তোমরা মদ মারতে চল্লে কি বলে? আর আমাকে ছেলে মানুষ দেখে ধাতা ক'চ্ছ বাবা? কালের ধর্ম্মই বটে! আমি কেশবদা'কে জুটায়ে এনে দিলুম, ভেতরকার মস্ত খবর দিলুম—আর আমার কপালে তেঁতুল গুলছ?

শ। আরে না না কেতু ভাই, রাগ করনা, তুমি হলে আমাদের (My dear boy) মাই ডিয়ার বয়, সময় অসময় বাড়ী থেকে দুপাঁচ টাকা এনে আমাদের অনেক উপকার করেছ! তোমায় ছাড়লে কি চলে?

বৈ। তবে, চল্‌ বেটাকে নিয়ে। যদু মিত্তির দুপয়সা করেছে রে, চক্ষু বুঁজ্‌লে এই বেটাই ওয়ারিসান্‌, আমাদের (future Tense) ফিউচার টেন্স! এস বাবা কার্ত্তিকচাঁদ, আমি তোমায় (Punch) পাঞ্চ্‌ করিয়ে মাল টানিয়ে দেব।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

———:o:———

ধরণীধরের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

প্রিয়নাথ ও মৃণালিনী।

প্রি। তুমি এখুনিই তৈয়ের হয়ে নাও; সকাল হয়েছে, আমি গাড়ী আন্‌তে পাঠাচ্ছি, এখুনি ষ্টেশনে যাব।

মৃ। এই এত ভোরে যেতে হবে?

প্রি। না—তা হবে কেন? এখানে আরও দু'চা রাত কাটাতে হবে! যত দেরি হয় তত তোমারই সুবিধে কিনা?

মৃ। কেন—আমার কি সুবিধে?

প্রি। মনে মনে বুঝেই দেখনা! ও সব কোন কথা আমি শুন্‌তে চাইনা! একবার বদ্যিবাটী নিয়ে যেতে পারলে হয়, দেখি তোমাকে টিট করতে পারি কিনা!

মৃ। কেন—এখানে আমি কি অন্যায় করেছি?

প্রি। অন্যায় কর্‌বে কেন? সুরেশ দাদার সঙ্গে প্রেম কর্‌বে? বড় পেয়ারের লোক যে তোমার!

মৃ। ছি—ও কথা কেন বলছ? তাকে আমি দাদা বলি!

প্রি। অমন ঢের শালী সাম্‌নে "দাদা" বলে, আর আড়ালে কত কি সম্ভাষণ করে! সে শালা (cadaverous) কাডাভ্যারাস্ তোমাদের বাড়ীতে অত ঘন ঘন অন্দরমহলে, ছুঁড়ীদের কাছে কি কর্‌তে আসে বলত'!

সু। দাদার সঙ্গে খুব ছেলেবেলা থেকে ভাব—মামা মামীমা কত ভালবাসেন—আদর যত্ন করেন—বাড়ী ভেতোর ডাকেন—তাই আসে।

প্রি। আসে আসুক—তুমি ওর সঙ্গে কথা কও কেন?

সু। ছেলেবেলা থেকে বরাবর ক'য়ে এসেছি, তাই কথা কইতে হয়।

প্রি। ছেলেবেলায় কয়েছ বলে, এখনও কইতে হবে নাকি? ছেলেবেলায় যে তার সঙ্গে কত বৌ বৌ খেলেছ—এখনও তাই খেল্‌বে নাকি? তুমি এখুনিই তৈয়ের হয়ে নাও। বাস্‌ক পেঁড়া কি আছে নাও— আমি গাড়ী ডেকে আন্‌ছি। বাবা! সমস্ত রাতটা ত' ডাহা বসে বসে কাটাতে হয়েছে—আর এখানে একদণ্ড থাক্‌লে বাঁচবো?

সু। কেন? শোবার কি কষ্ট হয়েছিল?

প্রি। আরে জমীদারের ছেলে—যেখানে সেখানে ঘুম হবে কি করে?
তা'র ওপর—তোমার জন্যে কি চোখের পাতা সাহস করে যুড়্‌তে পেরেছি? আমিও চোখটা বুঁজি আর তুমি অমুনি ফুড়ুৎ করে অন্ধকার রেতে সুরেশদাদার সঙ্গে কথা কইতে যাও! হুঁ—হু-বাবা—সাবধানের বিনাশ নেই।

সু। ছি-ছি—তোমার এমন মন? এত যদি অবিশ্বাস—তবে বিয়ে করেছিলে কেন?

প্রি। আমার বাপচোদ্দপুরুষের ঝকমারি!

(প্রিয়নাথের প্রস্থান)

সু। প্রাণের ভেতোর আগুণ জ্বলে! কিন্তু সে কি আপনি জ্বলে? কিম্বা কেউ জ্বালিয়ে বাতাস দেয়, তাই ধু—ধু ক'রে চিতা-

নলের মতন জ্বল্‌তে থাকে ? বুদ্ধিদোষে,—ঘটনাচক্রে,—ভুল ক'রে হয়তো একটা আগুণ নিজে জ্বেলেছি! জ্বেলে বড় জ্বালা পাচ্ছি। মনে করেছিলুম, বুঝি কোন না কোন-তা' নিভে যাবে। স্বামীর ভালবাসার সুশীতল প্রস্রবণে সে অজ্ঞানপ্রজ্বলিত আগুণ নির্ব্বাপিত হয়ে, প্রাণের শান্তি আবার হয়তো ফিরে পাব! কিন্তু না—এখন দেখ্‌ছি—তার আশা অতি অল্প—নেই বল্লেও চলে।

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষে। হ্যাঁরে মিনা—জামাই রাগ করে গেল—কিছু বলেছিস্ বুঝি ?

মৃ। মা আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'র'না। আমি কিছু বলিনি—আমি কিছু জানিনি—

ক্ষে। ছিঃ মা—একটু বনিয়ে চল্‌তে হয়! এখন তো আর ছেলেমানুষটী নও—

মৃ। মা! বিয়ে না দিয়ে আমায় বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পারনি? আমি তোমার একটী কাঁটা জন্মেছি—

(মৃণালিনীর প্রস্থান)

ক্ষে। বড় মানুষের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি ঝকমারিই করেছি! জামা'য়ের রকম সকম তো কিছু বুঝতে পারিনা। কি যে অদৃষ্টে আছে তাও জানিনা——

(রাসমণির প্রবেশ)

রা। দেখ ঠাকুরঝি! উনি যদি জিজ্ঞাসা করেন—"কনক কাল জ্ঞাতিরে থিয়েটার দেখ্‌তে গেছ্‌লো কিনা"—তুমি বোলো

যে "না"। কনক চুপি চুপি বৌমাকে নিয়ে থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়েছিল। বোধ হয়, উনি টের পেয়েছেন—

ক্ষে। দাদার সাম্‌নে মিথ্যা কথা বল্‌ব বৌদি? দাদা যদি কখনও জান্‌তে পারেন—

স্বা। তা'হ'লে তোমার মাথা কেটে ফেল্‌বেন আর কি? মিথ্যে কথা তো কখনো কওনা—আমার ছেলেটার বেলায় বুঝি যুধিষ্ঠির হয়ে প'ড়লে?

ক্ষে। আমি নীচে যাই, কাজ আছে—

(ক্ষেমঙ্করীর প্রস্থান)

(ধরণীধরের প্রবেশ)

ধ। কনক এত বেলা অবধি ঘুমুচ্চে যে গা? তোমার বৌমাও ওঠেন্‌নি—

স্বা। রাত্রে ছারপোকার কামড়ে বাছাদের বোধ হয় ঘুম হয়নি—একটু বেলা করে ঘুমুলেইবা!

ধ। "বেলা করে ঘুমুলেইবা"? আমি কিছু জানতে পারিনি মনে করেছ বুঝি? কাল ছেলেকে বৌ নিয়ে থিয়েটার দেখ্‌তে পাঠান' হয়েছিল? ছেলের পরকালটা খাবার মতলবে আছ?

স্বা। দেখ—অমন মিথ্যে মিথ্যে আমার বৌ-বেটার নামে বোলোনা বলছি! কে বল্লে কনক থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়েছিল? কই—আমার সাম্‌নে বলুক দিকি?

ধ। কেন—রেখো বল্লে যে বৌ ঠাকরুণ আর ও বাড়ীর হিনু বুঝি—না আর কে ছুঁড়ীকে নিয়ে খিড়কি দরজায় গাড়ী আনিয়ে চুপি চুপি বাড়ী থেকে কাল কোথায় গিয়েছিল!

স্ত্রী। ওমা—কি সর্ব্বনেশে কথা! ও বেটা উড়ে ত ভারি দুষ্টু! মিছি মিছি নামে কলঙ্ক দেয়? কোনদিন আমার নামেও ত কিছু বল্‌তে পারে! ওমা—আমি গলায় দড়া দোব—

(নিমায়ের প্রবেশ।)

ধ। কিরে ছোঁড়া—তুই এখানে কি মনে করে?

নিমা। ছোটকর্ত্তা মশাই! আমার দাদাবাবু কাল রাত্তির থেকে কোথায় গেছে—আজ এখনও বাড়ী ফিরে আসেনি। তুমি খুঁজে দেবে? মা বড় ভাব্‌ছে—

ধ। তোর দাদাবাবুর পিপুল পেকেছে! আমি তা'কে কোথায় খুঁজতে যাব? কোন্ রাঁড়ের বাড়ীতে পড়ে আছে—দেখ্‌তে বল্‌গে যা—

নিমা। রাঁড়ের বাড়ী যায়নিতো—নেমন্তন্নে খেতে গেছে—তাই আসেনি। কোথায় গেছে আমরা জানিনিতো—তাই খুঁজতে বল্লে—

ধ। আমার অত ফুরসৎ নেই—যা! বেশ হয়েছে—আমার হাত থেকে বিষয় আশয় সব কেড়ে নিয়ে, বড়গিন্নি ছেলের হা'তে বড় সাধ করে দিয়েছেন যে—এইবার মজা দেখুন! দু'মাসে ফাঁক হয়ে যাবে।

নিমা। তুমি খুঁজে দেবেনা কর্ত্তা মশাই? আমায় বোলে দাওনা, আমি খুঁজে নিয়ে আস্‌ছি। আমি কাল রাত্তির থেকে ঘুমুইনি—কেবল সদর দরজা খুলে রাস্তার দিকে চেয়ে বসেছিলুম। এই আসে—এই আসে মনে কল্লুম—সমস্ত রাত্তির কেটে গেল—তবু দাদাবাবু এলনা!

স্ত্রী। আ—মর্ ছোঁড়া—তোর এত মাথাব্যথা কেন?

নিমা। আমার বড় মন কেমন কচ্ছে কিনা—তাই! আমি সকাল থেকে চাদ্দিক খুঁজে বেড়াচ্ছি; তবু খুঁজে পাইনি—তাই তোমার কাছে এসেছি ছোটকর্ত্তা মশাই! একবার কা'র বাড়ীতে গেছে—আমায় বলে দাওনা—আমি এখনি দৌড়েদৌড়ে তাদের বাড়ী থেকে ধ'রে আনবো—

ধ। আরে যা—যা—বাবা! সে কোথায় ফূর্ত্তী মারতে গেছে—নেশা টেশা কাটলে আবার ঠিক আসবে এখন! আমি খুঁজতে টুঁজতে যেতে পারবোনা।

নিমা। তোমার দুটী পায়ে পড়ি—একবার এসনা ছোটকর্ত্তা মশাই! (পদধারণ)

ধ। যা—যা—ছোঁড়া পাগলা! সকালবেলা ন্যাকামি ক'র্ত্তে এসেছিস্? দাদাবাবুর উপর ভারি টান! তোর কি বাপকেলে দাদাবাবু নাকি? আ—ম'লো! যা—

নিমা। তোমরা রাগ কচ্ছ? আমি চলে যাচ্ছি। একবার বাড়ী যাই—দেখিগে এতক্ষণে এসেছে বোধ হয়! না এসে থাকে—আবার খুঁজবো। কেউ চেনা লোককে দেখতে পেলে—তা'র পায়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা করবো—সে ঠিক ব'লে দেবে—দাদাবাবু কোথায় আছে! হে-মা-কালী! যেন দাদাবাবু এতক্ষণে বাড়ী এসে থাকে! হে-মা দুগ্‌গা—হে-মা-অন্নপুন্নো!

(নিমাইয়ের প্রস্থান)

ধ। গিন্নি! বড় মজা লেগে গেছে! এইবার হরিহর বাঁড়ুয্যের নাম ডুবলো বোলে! আমি খবর পেয়েছি, ছোঁড়া এক বেটী বেশ্যার সঙ্গে জুটেছে—মদ খেতে শিখেছে! ব্যস্—তা'হ'লে আর ক'দিন?

রা। সত্যি নাকি—এমন ধারা? বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে! বড় গিন্নীর বড় অহঙ্কার! ছোঁড়া একেবারে গোল্লায় যায়—আর না ফেরে!

ধ। যে পাল্লায় পড়েছে—আর বড় ফির্‌তে হবেনা। একেবারে ভিটস্থ ঘুঘুস্থ হ'তে হ'বে।

(উভয়ের প্রস্থান)



সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

——:০:——

গুল্‌জারের সজ্জিত গৃহ।

শয্যায় প্রবোধ নিদ্রিত। গুল্‌জার ও পতিতপাবন।

প। ছোঁড়া যে খুব ঘুমুচ্ছে রে! বাড়ী টাড়ী বোধ হয় আজও আর ফিরছেনা—কি বলিস্?

গুল। ঘুমুবেনা? কখনো অভ্যেস নেই—কেশবের সঙ্গে ব'সে খুব মদ টান্‌তে লাগ্‌লো! তারপর, বমি করে ছিষ্টি ভাসিয়ে দিলে। আমি সমস্ত রাত মাথায় জল দিই—পাথার বাতাস করি—তবে এই শেষরাত্রে একটু ঘুমিয়েছে।

প। কিছু আদায় করিছিস? না—সেই কায়েৎশালা সব গাঁ্যাড়া দিলে?

গুল। নাঃ—কেশব কিছু নিয়েছে বটে! তা—আমায় পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে।

প। প-ঞ্চা-শ? ছোঁড়াটা বেশ কাৎলাগোছের নাকিরে? না, এই এক রাত্রের ফাঁকা কাপ্তেন?

গুল্। রামঃ। রীতিমতন পয়সাওলা লোকের ছেলে! মাথার ওপর কেবল মা আছে। কিন্তু পয়সাকড়ি সব নিজের হাতে—নগদ টাকাও বিস্তর!

প। কিছু পাকাপাকি করে নিয়েছিস্?

গুল্। রোস্—প্রথমদিন অতটা ভাল কি? তবে, কালই একটু আঁচ পেয়েছি—বড় রকম হিল্লে লাগ্‌লেও লাগ্‌তে পারে।

প। তা—লাগুক্! এখন দে দিকি পঞ্চাশটে টাকা?

গুল্। পঞ্চাশ টাকার আজই অম্‌নি দরকার পড়ে গেল?

প। আজ দরকার পোড়লো? তোকে না দু'মাস ধ'রে বলছি—যে দেড়শ' টাকা সেই হারচুরী মাম্‌লার জন্যে আমার দেনা প'ড়ে গেছে!

গুল। আচ্ছা—আচ্ছা—দোবো এখন ভাই—

প। এখন তখন কি? তুমি বাবু নিয়ে মজা কোরবে—আর আমি ব্যাটা টাকার জন্যে হা-হুতাশ করে মোর্ব্বো? এখুনি দেবেতো দাও—নইলে আমি বিধির সঙ্গে গিয়ে জুট্‌বো—

গুল্। না—না—তোর পায়ে পড়ি পতিত—দিচ্ছি—দিচ্ছি!

প। আচ্ছা—আমি একটু ঘুরে আসি—

গুল। আস্‌বিতো? মাথা খাস—রাগ করিস্‌নি!

(পতিতপাবনের প্রস্থান)

প্র। (জাগরিত হইয়া) এঁ্যা—নির্—না—না—একি—ওঃ—

গুল। কিগো বাবু—ঘুম ভাঙ্গলো?

প্র। এঁ্যা—এত বেলা হয়ে গেছে? কি সর্ব্বনাশ! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—আমায় রাতারাতি ডেকে দিতে পারনি?

গুল্। শোন কথা! কাল রাত্রে তোমাতে কি আর তুমি ছিলে যে, বাড়ী যাবে?

প্র। কেশব আমাকে ফেলে চলে গেল?

গুল্। সেতো তোমাকে বোলে চলে গেল! সে হদ্দ ঘণ্টাখানেক

ছিল বইত নয়! কেন—তোমার এখানে কি বড় কষ্ট হয়েছে? তা—আমার কি দোষ বাবু? অত বমি ক'রতে লাগলে—ছট্‌ফট্ কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে—আমি কেমন করে তোমায় সে অবস্থায় বাড়ী ছেড়ে দিই বল!

প্র। এখন উপায়? ঢের বেলা হয়ে গেছে—বাড়ীতে মুখ দেখাব' কেমন করে? আমি ইহজীবনে কখনো কোথায় দশটা রাত্তিরের বেশী বাড়ীর বাইরে থাকিনি! সমস্ত রাত কাটালুম? বাড়ীতে সকলে ভাবছে, খোঁজ কচ্ছে—হয়ত কি মনে কচ্ছে! উঃ—কি কল্লুম, কি সর্ব্বনাশ কল্লুম!

(কেশবচন্দ্রের প্রবেশ)

প্র। এই যে কেশব—সঙ্গে কা'রা আসছিল না?

কে। না—কেউনা। বেশ আক্কেল যা' হোক্! কাল অত করে ডাকলুম, বল্লুম—বাড়ী চল—তুমি চটেই লাল! কাজেই আমি আস্তে আস্তে স'রে প'ড়লুম।

প্র। আমি তোমায় গোড়ায় বলেছিলুম যে, আমাকে ওসব খেতে বোলোনা—

কে। বেশ—আমার দোষ দিচ্ছ কেন? তুমি নিজেইতো আমায় আন্‌তে বল্লে! তা' নইলে—এক বোতল যা' খেয়েছিলে তা'তেতো তোমার এমন ধারা হয়নি!

প্র। তা যাক্—সে যা হবার হয়ে গেছে—এখন বাড়ী যাবার কি করি বল দিকি? ঢের বেলা হয়ে গেছে—

কে। এখন বাড়ী যাবার তো কোন দরকার নেই বন্ধু! আমি সকালে উঠেই তোমার বাড়ীতে খবর দিয়ে এসেছি।

যে—যাদের বাড়ী নেমন্তন্ন গিয়েছ—সেখানে খেতে দেতে অনেক রাত হ'য়ে প'ড়লো—তাই বাড়ীওলারা ছাড়লেনা। আমাকে দিয়ে খবর দিয়েছে—আজ খেয়ে দেয়ে বিকেলে যাবে।

প্র। কা'কে ব'লে এসেছ?

কে। পথে তোমাদের সেই সরকারের ছেলেটার সঙ্গে দেখা! সে ব্যাটা তোমার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটে ছুটে ব্যাড়াচ্চে—আমাকে দেখে লাফিয়ে এসে পাকৃড়াও ক'ল্লে। আমি তা'র সঙ্গে গিয়ে—চাকরকে দিয়ে বাড়ীর ভেতর তোমার মার কাছে খবর পাঠালুম্।

গুল্। যাক্—তবে আর ভাবনা কি? এই বার তো নিশ্চিন্তি! ওরে অ বংশী! বাবুকে মুখধোবার জলটল এনেদে! আমি এক বার নীচে থেকে আসি—

(গুল্জারের প্রস্থান)

প্র। কে আবার আস্ছে কেশব? মাটী কল্লে বুঝি—

(শশী ও বৈদ্যনাথের প্রবেশ)

শ। এলুমই বা প্রবোধবাবু—আমরা তোমার বন্ধু বইতো নয়? বন্ধুবর্গকে ত্যাগ ক'রে আমোদ যদি একলা চল্তো, তা'হ'লে সংসারে বাস না করে বনবাস কল্লেইত হয়!

বৈ। ছিঃ বাবা প্রবোধ! আমায় দেখে লজ্জা ক'চ্চ? আমি সে রীতের লোক নই বাবা! খাই দাই আমোদ করি—কারুর কোন কথায় থাকিনা—

কে। বোসো বোসো বদিখুড়ো—প্রবোধ তোমার বড় সুখ্যাতি

করে। শশী! দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসোনা—প্রবোধ এই মাত্র তোমাদেরই কথা বোল্‌ছিল! দুপুরবেলা একটু আমোদ আহ্লাদ হবে—তোমাদের মতন দু'পাঁচজন চাই বইকি!

প্র। আমার কাছেত' কিছু নেই—আজকের খরচ কি করে চ'ল্‌বে?

বৈ। টাকার জন্য তোমার ভাবনা কি বাবা? আমি সরবরাহ কর্ব্ব—তুমি কেবল হুকুম করনা, কত টাকা চাই!

কে। সে সব হবে এখন—তুমি ওসব কিছু ভেবোনা প্রবোধ! খালি চক্ষু বুজে আমোদ কর! তোমার সুখ দেখেই আমরা সুখী। ব্যস্—আর কিছু চাইনা!

শ। প্রবোধের মতন মেজাজী ছোক্‌রা আমি তো আজকালের বাজারে দেখ্‌তেই পাইনা! যখন (School) ইস্কুলে পড়া যেতো—রোজ দু'চার টাকার জল খাবারই খাওয়াতো—গাড়ী কোরে এখানে সেখানে হাওয়া খেতে নিয়ে যেতো!

প্র। হ্যাঁ হে—বিপিন মাধবকে কোন গতিকে খবর দেওয়া যায়না? তা'রা ভাই বেশ আমুদে—

শ। হ্যাঁ—তা'রা আস্‌বে বইকি। দুপুরবেলা ভাত টাত খেয়ে আস্‌বে বলেছে। আমোদের আজ ত্রিবেণী বইয়ে দোবো। কিছু বল্‌তে হবেনা।

কে। নাও প্রবোধ—তুমি আর বেলা ক'র'না। মুখ হাত ধোও—স্নানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বৈ। মা লক্ষ্মী গেল কোথায়—

কে। নীচে গেছে—কাপড় চোপড় কাচ্‌তে বোধ হয়। চল খুড়ো—আমরা বাজারে যাই—দেখে শুনে বাজার করে

নিয়ে আসি। পাঁচটা বন্ধুবান্ধব আসবে—সেকি কথা—সেকি কথা!

শ। এখন একটু ব্যবস্থা কোল্লে হয়না? মওড়া না হ'লে পালাটা গাইব কি কোরে?

কে। হবে—হবে—সব হবে—ব্যস্ত হও কেন?

(গুলজারের প্রবেশ)

গুল্। এস বাবু—ওপোরে জলটল এনে দিয়েছি—

বৈ। মা লক্ষী আমার সাক্ষাৎ শেতলা ঠাকরুণ—

শ। তা নইলে—আমরা বাহন হয়েছি - হা—হা—হা—

তৃতীয় অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রবোধের অন্তঃপুর।

যোগমায়া ও প্রবোধ।

যো। তোমাকে আর আমার কিছু বল্বার নেই বাবা! তোমার মাথার ওপর কে আছে যে, তুমি কি ক'চ্ছ না ক'চ্ছ তার তদারক ক'রবে? আমি মেয়েমানুষ—আমাকে তুমি যা ব'লবে—যা বোঝাবে আমি তাই বুঝব।

প্র। কি কর্ব্ব মা? তা'রা জোর করে আমাকে আট্‌ক ক'রে রাখ্‌লে—আমি আস্‌বার জন্য অনেক জেদ করেছিলুম, কিছুতেই আমাকে ছাড়্‌লেনা—দু'দিন আট্‌কে রেখে দিলে।

যো। এমনই বা কি ইয়ারের বাড়ী নেমন্তন্ন যাওয়া যে, দু'দিন কেটে গেল! এমন কথাওত শুনিনি। তোমাকে আমি বারবার বলে আস্‌ছি যে, সংসর্গ ভাল কর বাবা। আমার সে কথা যদি একান্তই না শোন—অগ্রাহ্য কর—তা'হ'লে নিশ্চয় জেন, তোমায় পরিণামে অনেক কষ্ট ভোগ ক'র্ত্তে হবে।

প্র। মা! তুমি নিশ্চিন্ত থাক—আমি কখনো ভুলেও কোন অসৎ-সঙ্গে মিশ্‌বোনা।

যো। যেশো—ব'য়ে যাও—অসৎ হও আপনিই ভুগ্‌বে—দুঃখ পাবে! আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি—আমার আর এ পৃথিবীতে বেশী দিন নয়। তোমার ভাল দেখে মর্ত্তে পারি—তবেই আমার সুখ! নইলে, তোমার বেচাল দেখে মরে আমি স্বর্গে গিয়েও নিশ্চিন্ত হ'তে পারবনা! আর বল্‌ছিলুম কি—বসে বসে এমনি করে আর কতদিন কাটাবে?

প্র। এই মাসটা গেলে আমি একটা কারবার ক'র্ব্ব মতলব কচ্ছি! কেননা, চাকরি বাকরি আমার দ্বারা সুবিধে হবেনা!

যো। কি কারবার কর্ব্বে? তুমি ছেলেমানুষ—কারবারের কিছু বোঝনা সোঝনা—শেষে কি কতকগুলো টাকা বাজে লোকসান কর্ব্বে? তিনিত ব্যবসায় কিছুই কসুর করেননি! অমন তিসির কারবার—মাসে ছ'সাত শ টাকা অব্‌ধি উপায় কচ্ছিলেন—কেবল দেখ্‌বার অভাবে উঠে গেল।

প্র। ভাল করে দেখ্‌লে শুন্‌লে ব্যবসায় লোকসান হবে কেন মা? আমি মনে কচ্ছি—একটা বড় রকম জামাকাপড়ের দোকান ক'র্‌ব।

যো। তা—ব্যবসা ক'রবারই যদি মন হয়ে থাকে—না হয় তাই কর; তবে আর সময় নষ্ট কচ্ছ কেন? যত দিন যাবে—তত আলিস্যি বা'ড়বে বইত নয়?

প্র। হ্যাঁ—আমি বড় রাস্তায় একটা ঘর দেখে রেখেছি, আজই সন্ধ্যার সময় গিয়ে পাকাপাকি ক'রে ফেল্‌বো। মনে কচ্ছি, কেশবকে শূন্য বখ্‌রাদার কর্‌ব! সে একজন খুব চালাক চতুর ছেলে—টাকাকড়ির বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার—আর খুব হাড়ভাঙ্গা মেহন্নত ক'র্‌তে পারে।

যো। তাকে নেবে কেন? ব্যবসাবাণিজ্য বোঝে এমন একজন প্রাচীন লোক রাখনা।

প্র। তুমি বোঝনা মা! অন্য লোক রাখ্‌তে গেলে—অন্ততঃ তা'কে একশো টাকা মাইনে দিতে হবে—তা তোমার লাভই হোক্ আর লোক্‌সানই হোক। তা'রপর সে একটু ফাঁক পেলেই চুরিচামারি কর্ব্বে। কেশব ভদ্রসন্তান—লেখাপড়া জানে—জানাশুনো—বিশ্বাসী—সহোদর ভায়ের মতন। খালি দু'আনা দিলেই সে প্রাণ দিয়ে কারবারের উন্নতির চেষ্টা ক'রবে! তাতে আমাদের বেশী সুবিধে নয় মা?

যো। দেখ—যা ভাল হয় কর। কিন্তু বেশ করে বুঝে সুঝে কাজে হাত দিও বাবা। নইলে—এ'সংসারে প্রাণ ঢেলে যাকে বিশ্বাস ক'রবে—অনেক সময় সেই বুকে ছুরী দেয়। তুমি কি এখন বেরুবে নাকি?

প্র। হ্যাঁ—একবার সেই বাড়ীওলার সঙ্গে দেখা ক'রবার কথা আছে! দেরি ক'ল্লে আবার ফস্ করে ঘরটা কেউ ভাড়া নিয়ে ফেল্‌বে!

যো। দেখো—আর যেন রাত্তির ক'র'না।

প্র। না—শীগ্‌গির ফিরে আস্‌ছি।

(যোগময়ার প্রস্থান)

প্র। কি কচ্ছি! সত্যিই কি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা ন্যায় কি অন্যায়? তবে কি আমার পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল জ্ঞানই বিলুপ্ত? তুচ্ছ কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে বিষপাত্র স্বহস্তে নিয়ে পান কচ্ছি—জানিনাকি কি ত'ার পরিণাম? চোরের মতন অন্তরের ভাব অন্তরে লুকিয়ে—সরলতার বাহ্যিক আবরণে

সকলকে প্রতারণা কচ্ছি ! বাঃ—বাঃ—কি সুখ—কি আমোদ। এ' জঘন্য ঘৃণিত কুৎসিত কার্য্যের প্রধান মূলমন্ত্র ত দেখ্‌ছি মিথ্যাকথা। মিথ্যায় গর্ভধারিণীকে ভোলাচ্ছি, মিথ্যায় সহধর্ম্মিণীকে প্রতারণা কচ্ছি, মিথ্যায় নিজের মনকে বোঝাচ্ছি। জগদীশ ! পাপ এত মধুর ? পাপপথে এত প্রলোভন ? একি তোমার ছলনা ? নইলে—কেন আমি এত চেষ্টায়ও মনকে বোঝাতে পাচ্ছিন ?

(নিমাই ও নির্ম্মলের প্রবেশ)

নিমা। তুমি আর দাদাবাবুকে ছেড়ে দিওনা বৌদি! ঘরের ভেতার দরজায় খিল দিয়ে ধ'রে রাখ—হা—হা—হা—

নি। কেন নিমাই ঠাকুরপো ? তোমার দাদাবাবু কি আমাদের ওপর রাগ করেছেন ?

নিমা। না—রাগ কর্ব্বে কেন ? আবার যদি কোথাও নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে রাত্তিরে বাড়ী না আসে—

নি। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ ?

প্র। ভাব্‌ছি তুমি হয়তো আমা··· ···র মনে মনে কত রাগ করেছ।

নি। কেন ? রাগ কর্ব্ব কেন ? তুমি সেদিন বাড়ী আসনি ব'লে ? না—আমি তা'তে কি রাগ কর্ত্তে পারি ? তবে তোমার জন্য বড় ভাবনা হয়েছিল। মনে ভয় হচ্ছিল, হয়ত তুমি কোন বিপদে পড়েছ—তাই আসতে পারনি।

প্র। না নির্ম্মলা—আমি আর কখনও এ'রকম ক'র্ব্বনা ! যদি কখনও কোথায় বিশেষ দরকারে যাই—আমি ফি'রতে আর কিছুতেই রাত্তির কর্ব্বনা।

নিমা। আমি কিন্তু তোমার পেছনে পেছনে থাক্‌বো। তুমি

যেখানে যাবে, আমি সেইখানে গিয়ে বসে থাকব। তোমায় সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে তবে আসব।

প্র। নির্ম্মলা! শুনেছ—আমি দু'এক দিনের ভেতর একটা কারবার আরম্ভ কচ্ছি।

নি। শুনেছি। কিন্তু অত পরিশ্রম কি তোমার সহ্য হবে? লোকে বলে—ব্যবসা কত্তে গেলে দেহপাত কর্ত্তে হয়।

প্র। না—আমি একলা কর্ব্ব কেন? লোকজন থাকবে। নিমুভাই! তোমাকে দোকানে বসিয়ে রাখ্বো, তুমি কাজকর্ম্ম কর্ব্বে, দেখ্বে শুন্বে—কেমন?

নিমা। তা—আমি খুব পার্ব্ব। কিসের দোকান হবে দাদাবাবু? তাতে কি বেচ্‌তে হবে?

প্র। জামা—কাপড়—পোষাক—নানা রকম এসেন্স্ আতর—সাবান।

নিমা। একটা ভাল দেখে দাঁড়িপাল্লা দিও কিন্তু—আমি খুব ওজন কর্ত্তে পারি।

প্র। দূর পাগ্‌লা—এসব কি ওজনদরে বিক্রী হয় যে, দাঁড়িপাল্লা ধরবে?

নিমা। দাঁড়িপাল্লা থাক্‌বেনা—তবে কিসের দোকান? একটা টে'পাখী রেখে দিও—আমি তাকে রাধাকেষ্ট পড়াব।

নি। নিমাই ঠাকুরপো! এসত' আমার সঙ্গে। তোমার দাদাবাবুর পানের ডিবেটা নিয়ে বাহিরের বৈঠকখানায় দিয়ে আস্‌বে!

(নির্ম্মলার প্রস্থান)

নিমা। তুমি খাবার খাবেনা দাদাবাবু!

প্র। আমি খেয়েছি—তুমি শীগ্ গীর পানটা নিয়ে বাইরে এসো।

(প্রবোধের প্রস্থান)

নিমা। যাই—দাদাবাবুর সুরতির কৌটটাও বাইরে নিয়ে যাই—আবার ত আস্‌তে বল্‌বে—

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হে। এরে—এই ছোঁড়া—এই নিমে!

নিমা। কেন?

হে। ওরা মাগ ভাতারে কথা ক'চ্ছিল, তুই এইখানে দাঁত বা'র ক'রে কি কাচ্ছিলি?

নিমা। দাঁত বার কর্ব্ব কেন? আমি কথা কইছিলুম!

হে। তুই আবার কি কথা কইছিলি রে হনুমান?

নিমা। তোমায় কেন বলব? সে সব কত কথা! তোমায় বলে কি হবে?

হে। হ্যাঁ—আলবাৎ ব'ল্‌তে হবে।

নিমা। কেন—তোমার কি দরকার? আমিতো তোমাদের কথা শুন্‌তে যাইনি! তুমি তেড়ে আস্‌ছ কেন? কিল মারবে নাকি?

হে। বৌদিদির যত ঢং আমার কাছে—আর এই একটা অনামুখো বিকটাকার মদ্দ—পাগল হতকুচ্ছিত—এঁর সাম্‌নে ভাতারের সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা হলোনা? যত লজ্জা আমাকে দেখে? চুলোয় যাক্, আমার ও কথায় কাজ কি বাপু? ওরে অ নিমে! আমার এক কর্ম্ম কর্ দিকি।

নিমা। এখন তোমার কম্ম ক'র্ত্তে পারবনা—আগে দাদাবাবুকে পান দিয়ে আসি।

হে। আ মর্ ছোঁড়া—বড় দাদাবাবু চিনিছিল—না ? এখনি ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবো—জানিস্ ?

নিমা। তা দাওনা ! তুমিত বামুন, আমিত সুদ্দুর—আমার পুণ্যি হবে। হ্যাঁ—আমি জানি—হ্যাঁ—

(নিমাইয়ের প্রস্থান)

হে। মুখে আগুন ! যেমন নরুকে বাড়ী—তার টিকটিকিটা পর্য্যন্ত সবাই নরুকে। বাবা—চব্বিশ ঘণ্টা বাইরে লোক ব'সে ! একটু যদি ফাঁক আছে যে একবার ওবাড়ী বেড়াতে যাই। দেখি—খিড়কিতে কেউ আছে কি না !

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

-:০:-

সুকুমারের পাঠাগার।

সুকুমার ও সদানন্দ ব্রহ্মচারী।

স। এখন কি করবে স্থির করেছ।

সুকু। আপনিই বলুন প্রভু—আমিতো কিছুই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। যখন আইন প'ড়ছিলুম, তখন মনে করেছিলুম যে, এ'টা পাশ হ'লেই ওকালতি ব্যবসা ক'র্ব্ব! কিন্তু পাশ হ'য়ে এখন আর আসলে সে ইচ্ছে নেই।

স। না—আমি তোমায় ওকালতি ক'র্ত্তে মত দিইনা। কারণ, কতকগুলো মিথ্যাকথা ক'য়ে অর্থ উপার্জ্জন করা, তোমার আবশ্যক নেই,—তোমার দ্বারা সে কার্য্যের সুবিধাও হবেনা।

সুকু। এক একবার মনে হ'চ্ছে (studentship) ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্‌ প'ড়ি; কিন্তু আর (examination) একজামিনেসন্‌ দিতে ভাল লাগেনা। ঠাকুর! মনের অশান্তি যায় কি ক'রে ব'লে দিন!

স। গীতা পড়েছ?

সুকু। হ্যাঁ প্রভু—প'ড়েছি। প'ড়ে আশা মেটেনি—যখন তখন প'ড়্‌ছি।

স। যত প'ড়বে—যত বুঝবে—তত আনন্দ—তত শান্তি অনুভব

ক'রবে। যা'হোক—মোটামুটী গীতার ভাবার্থ কি সংগ্রহ ক'ল্লে বল দেখি বৎস!

সুকু। প্রভু! আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র! বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি নির্ব্বাচিত বই মুখস্থ করে, এম্ এ পাশ করেছি মাত্র! আমার কি এমন শিক্ষা, কি এত জ্ঞান যে, আমি অসীম অনন্ত ভাব-পরিপূর্ণ পৃথিবীর অদ্বিতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ গীতার ভাব সহজে উপলব্ধি ক'র্ব্ব!

স। না—না—বৎস! আমি তা ব'লছিনা! তবু একটা নিজের মনে তো কিছু ভাব সংগ্রহ ক'রে, গীতার মূলমন্ত্র আভাষে বুঝে নিয়েছ!

সুকু। বুঝেছি যে, ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁ'র প্রকৃতির বা শক্তির ব্যক্তভাবই পরিদৃশ্যমান জগৎ। তাঁ'র প্রকৃতি-তেই জগৎ সৃষ্ট—তাঁ'র প্রকৃতির দ্বারা জগৎ বর্দ্ধিত—পালিত এবং তাঁ'র প্রকৃতিতেই জগৎ বিলীন। তিনি সর্ব্বভূতস্থ আত্মা—অতএব আত্মা অমর—অবিনশ্বর এবং মৃত্যু দেহের অবস্থান্তর মাত্র। এই প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্মের নাম স্বধর্ম্ম। অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত ক'রে, সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ ক'রে, নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মপালন ক'ল্লেই চরম মনুষ্যত্ব এবং পরম সুখলাভ হয়। ভগবান সর্ব্বভূতস্থ; অতএব সর্ব্ব-ভূতকে আত্মসম জ্ঞান ক'রে—সর্ব্বভূতহিতার্থ কর্ম্ম ক'ল্লেই কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হয়।

স। সুন্দর—অতি সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেছ। না কর্ব্বে কেন? তুমি বিদ্বান—বুদ্ধিমান—জ্ঞানবান! তুমি গীতার মর্ম্ম যেমন বুঝেছ, আমি সে রকম পরিষ্কার ভাবে আজও বুঝতে পারিনি—

সুকু। ছি—ছি—প্রভু! গুরু আপনি—আমাকে অমন কথা ব'লে অপরাধী কর্ব্বেন না। আমি অজ্ঞান—মূর্খ—অধম। ইংরাজি শিক্ষায় এতদিন মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে মনে মনে ধারণা ক'রে রেখেছিলেম যে, ইংরাজি গ্রন্থ ছাড়া, আমাদের জ্ঞানার্জ্জনের আর অন্য কোন উপায় নেই। আপনিই কৃপা ক'রে আমার সে ভ্রম দূর করেছেন। আপনার কৃপায় বুঝেছি যে, ধর্ম্ম-জ্ঞানশিক্ষার জন্য এই ভারতবর্ষে আর্য্যজাতিদের বিদেশীর দ্বারস্থ হ'তে যাওয়া—কেবল বিড়ম্বনামাত্র। ভারতে ধর্ম্ম-জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার, এই শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা!

স। তবে আর চিন্তা কি বৎস! শান্তিসুধা আস্বাদন করে তুমি অমরত্ব লাভ করেছ—আর তোমার কোমল হৃদয়ে অশান্তি ভোগ করবার তো কোনও কারণ নেই।

সুকু। ঠাকুর! মহাপাপী আমি—কিছুতেই অশান্তির হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছিনা! শৈশবে পিতৃমাতৃহারা হ'য়েছি—একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদরের মুখ চেয়ে সংসারসুখ উপভোগ কচ্ছিলেম, অদৃষ্টদোষে তা'কে হারিয়ে আমি যেন সংসার শূন্যময় দেখ্‌ছি! এত বিষয়সম্পত্তি নিয়ে—আত্মীয়পরিবারশূন্য সংসারে বাস ক'রে কি ক'র্ব্ব?

স। সুকুমার! পৃথিবীতে সংসারাশ্রমের চেয়ে কোন আশ্রম শ্রেষ্ঠ? সংসারধর্ম্মপালনের চেয়ে কোন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী স্ত্রী পুত্রাদি প্রতিপালন ভিন্ন সংসারে আর কি কোন কর্ম্ম নেই? ঈশ্বর মঙ্গলময়—জগৎব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি সমস্তই তাঁর মঙ্গলউদ্দেশ্যসাধনের জন্য। অতএব সংসার কর্ম্মের

সমষ্টি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ—কর্ম্মস্রোতে অবাধে প্রবাহিত! বৎস! তোমার কর্ম্ম নেই?

সুকু। প্রভু! সংসারে কর্ম্মই যদি মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য—আপনি কেন সংসারত্যাগী?

স। বৎস! কে ব'ল্লে আমি সংসারত্যাগী? মস্তকে জটাভার বহন ক'রে, গৈরিক বসন ধারণ ক'রেছি ব'লেই কি আমি ত্যাগী? না—না—বৎস! আমি ঘোর সংসারী—মায়ামমতার দাস, তুচ্ছ মানব! ঘটনাচক্রে এ'রূপ উদাসীনবেশে সংসারে অবনতমস্তকে কর্ম্মভার বহন ক'রে বিচরণ ক'রছি। আমার পরিচয় তুমি সম্পূর্ণ জাননা। তোমার জ্ঞান হওয়া অবধি আমাকে এই ভাবে দেখ্‌ছ, তাই তোমার ধারণা—আমি আজীবন সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী।

সুকু। ঠাকুর! আমার পিতা আপনাকে মহাসাধুজ্ঞানে চিরদিন ভক্তি ক'র্ত্তেন। তিনি মৃত্যুকালে আমাকে বারবার ব'লেছেন—সংসারের আপনি ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই। আপনার উপদেশে আমি চিরদিন চালিত হ'ব—আপনিই আমার একমাত্র গুরু।

স। আমার পরিচয় শোনো। তোমার পৈতৃক বাসস্থান রাজনগর গ্রামে বিখ্যাত জমীদার চৌধুরীবংশের কথা জান?

সুকু। হ্যাঁ প্রভু! শুনেছি—তাঁ'দের মতন ধনী প্রতাপশালী জমীদার বাংলাদেশে আর কেউ ছিলনা। কিন্তু এখন নাকি তাঁ'দের বড়ই দুরবস্থা!

স। শুধু দুরবস্থা কেন? চৌধুরীবংশ একপ্রকার লুপ্ত ব'ল্লেও

চলে। সেই বংশে এক কুলাঙ্গার জন্মেছিল রমানাথ চৌধুরী, তা'রই পাপে সমস্ত উৎসন্ন গেছে।

সুকু। রমানাথ চৌধুরী মহাশয় কি মৃত ?

স। না। সেই মহাপাপী নরাধম এক্ষণে সদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে তোমার সম্মুখে বিদ্যমান !

সুকু। এঁ্যা—আপনি ? কেন প্রভু—আপনার ন্যায় ধার্ম্মিকপ্রবরের এমন অবস্থা হ'ল কিসে ?

স। দুর্ম্মতি। শৈশবে পিতার মৃত্যুতে অগাধ সম্পত্তি হস্তগত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক কুসংসর্গ—মধুগন্ধে অলিকুলের ন্যায় আমাকে অধিকার ক'রে ব'স্‌ল। বেশ্যামদে আসক্ত হ'য়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিষম ঋণজালে আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়্‌লেম। শুধু তাই নয়—নীচসংসর্গের দোষে চরিত্র এতদূর জঘন্য হ'য়ে উঠেছিল যে, অর্থের জন্য দরিদ্র প্রজাবর্গকে অযথা উৎপীড়ন ক'র্ত্তে আরম্ভ কল্লেম—তা'দের স্ত্রীকন্যাদের প্রতি পাশবিক অত্যাচার পর্য্যন্ত ক'র্ত্তে কুণ্ঠিত হ'তেম না !

সুকু। অতি বিস্ময়কর ব্যাপার ! আপনার দ্বারা যে এরূপ কখনো সম্ভব—তা' আমি কল্পনায়ও আন্‌তে পারিনা। সে সময় কি আপনার পাপকার্য্যে বাধা দিবার কেউ ছিলেন না প্রভু ?

স। ছিলেন—একজন ছিলেন। আমার সতীলক্ষ্মী সহধর্ম্মিণী ! কিন্তু, কুক্রিয়াসক্ত ভীষণ পাপে উন্মত্ত আমি তখন—তাঁ'র প্রতি ফিরেও চাইতেম না ! দিনান্তে একবার তাঁ'র সঙ্গে দেখা হ'ত কিনা সন্দেহ। অভাগিনী হতভাগ্য পতির জন্য ভেবে ভেবে একটীমাত্র কন্যা রেখে অকালে দেহত্যাগ ক'ল্লেন। আমি লক্ষ্মীছাড়া হ'লেম।

সুকু। আহা—তারপর ?

স। ঋণের দায়ে জমীদারী ক্রমে নিলামে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তখন কোন উপায়ে কলিকাতার হরিহর বাঁড়ুর্য্যের পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে—সর্ব্বস্ব হারিয়ে দেশত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেম। ভাগ্যক্রমে এক সাধুর আশ্রয়ে গিয়ে পড়েছিলেম ; তাঁ'রই উপদেশে—তাঁ'রই কৃপায় আমার নবজীবন লাভ হ'ল—আমি শান্তি পেলেম। তোমার পিতা তখন মিরাটে কার্য্যোপলক্ষে সপরিবারে বাস ক'র্ত্তেন। গুরুর দেহত্যাগের পর আমি মিরাটে গিয়ে বাস ক'র্ত্তে লাগ্‌লেম। বাল্যকালে আমাদের দু'জনের বড় প্রীতি ছিল। তিনি আমায় জ্যেষ্ঠ সহোদরের মতন মান্য ক'র্ত্তেন। তুমি তাঁর পুত্র, আমারও পুত্রস্থানীয়। বৎস! বুঝলে এখন—আমি ঘোর সংসারী কিনা ? আমার সন্ন্যাস কেবল ভণ্ডামি মাত্র।

সুকু। তবে কন্যার সঙ্গে দেখা করেননা কেন ?

স। না—এখনও তা'র সময় হয়নি। দেখা ক'র্ব্ব ব'লেই এসেছি। একদিন না একদিন দেখা হ'বেই। আহা! নির্ম্মলা আমার এতদিনে কত বড় হ'য়েছে!

সুকু। প্রবোধবাবু আপনার জামাতা ? তা' জা'ন্‌লে এতদিন তাঁ'র সঙ্গে আলাপ ক'র্ত্তেম। আর একটী কথা নিবেদন করি প্রভু—যখন আপনার কন্যাজামাতা রয়েছেন, তখন আপনার টাকাগুলি অকারণ আমার কাছে প'ড়ে থাকে কেন ? আপনার নিজের যখন আর ভোগ ক'র্ব্বার স্পৃহা নেই—কন্যাজামাতাকে দান করুন না ?

স। তা'দের ত অর্থের এখনও অভাব হয়নি। তোমার কাছে

রাখার উদ্দেশ্য যে, যদি কখনও আমার কোনও আত্মীয় দায়ে পড়ে—তুমি ঐ অর্থে তাঁদের সাহায্য ক'রবে।

স্থকু। প্রভুর যেমন আজ্ঞা—আমি সেই রূপই ক'রব!

স। আমি এক্ষণে বিদায় হই—কালীঘাটে একটা কার্য্য আছে।

স্থকু। প্রণাম!

স। নারায়ণ—নারায়ণ!

(সদানন্দের প্রস্থান)

স্থকু। সংসার কর্ম্মক্ষেত্র! সংসারে যখন বাস ক'র্ত্তেই হবে—তখন কর্ম্ম না করি কেন? ভগবান যখন এত সম্পত্তি দিয়ে সংসারে রেখেছেন, তাঁ'রই ইচ্ছায় যখন এতদূর বিদ্যাশিক্ষা ক'রেছি—তখন তাঁ'রই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

(বেহারার প্রবেশ)

বেহা। হুজুর! গাড়ী তৈয়ারী—

স্থকু। আচ্ছা—যাচ্ছি। স্থরেশ বাবু এসেছেন?

বেহা। নেহি বাবু—আজ তামাম্ দিন এক দম্ নেহি আয়া।

স্থ। যদি আসেতো আমার জন্য একটু অপেক্ষা ক'র্ত্তে বোলো। আমি এখুনি ঘুরে আস্‌ছি।

বেহা। বহুৎ আচ্ছা।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধরণীধরের বাটীর প্রাঙ্গণ।

সুরেশ।

সু। কনক কোথায় গেল! বাড়ীতে ত নেই দেখ্‌ছি! কনকের মায়ও তো কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছিনা! সপরিবারে কোথাও নেমন্তন্ন গেল নাকি? কিম্বা কনকের মামার বাড়ী গেছে? যা'হোক্—বাড়ীর ভেতর গিয়ে আর কাজ নেই—এইখানে একটু অপেক্ষা করি। আধ ঘণ্টার ভেতর না ফেরে—চলে যাওয়া যাবে। কে ও—ওখানে দাঁড়িয়ে?

(মৃণালিনীর প্রবেশ)

মৃ। আমি।

সু। তুমি? শ্বশুরবাড়ী যাওনি?

মৃ। না। মামাবাবু ব'লে ক'য়ে ক'দিন রেখেছেন। পরশু ভাল দিন—সেই দিন যাব।

সু। কনক কোথায় জান?

মৃ। মামিমা—দাদা—মামাবাবু—বৌদিদি বাড়ী দেখ্‌তে গেছেন।

সু। বাড়ী? কার বাড়ী?

মৃ। এই পাড়ায় সরকারদের নতুন বাড়ী! মামাবাবু সেটা কিনবেন, তাই সকলে দেখ্‌তে গেছেন।

সু। সে যে মস্ত বাড়ী! সেই বাড়ী তোমার মামাবাবু কিন্‌বেন নাকি?

মৃ। হ্যাঁ—বায়না দেওয়া হয়েছে।

সু। মিনা! তুমি যে নির্ভয়ে আজ আমার সঙ্গে কথা কইছ? কেউ যদি দেখ্‌তে পায়?

মৃ। পেলেই বা! কেউ কি কথা কইতে দেখেনি?

সু। যদি তোমার শ্বশুরবাড়ীর কা'রও কাণে ওঠে?

মৃ। তা' হ'লে কি হবে?

সু। তোমায় লাঞ্ছনা সইতে হবে!

মৃ। কথা না কইলেও যখন অকারণ লাঞ্ছনা সহ্য ক'র্ত্তে হয়, তখন কথা না কইব কেন?

সু। অকারণ লাঞ্ছনা দেয়? কে? প্রিয়নাথ?

মৃ। হ্যাঁ!

সু। কেন?

মৃ। তোমার সঙ্গে কথা কই ব'লে! তোমার সাম্‌নে ঘোম্‌টা দিইনা ব'লে!

সু। না মিনা! তবে তোমার আমার সঙ্গে বাক্যালাপ না করাই ভাল! বলত'—আমিও আর তোমাদের বাড়ীতে আস্‌ব'না। অন্ততঃ তুমি যতদিন এখানে থাক্‌বে।

মৃ। সে তোমার খুসী। কিন্তু আমিত'তা' পারবনা। ন্যায় অন্যায়বিচার না ক'রে সকল কথাই কি সব সময় শুন্‌তে হবে? শ্বশুর বাড়ী যখন থা'কব,তখন সম্পূর্ণ তা'দের অধিকারে--কিন্তু এখানে কি?

সু। ছি মিনা—ওসব কথা মুখে আন্‌তে নেই—পাপ হয়।

মৃ। প্রাণের ভেতর ত' এ'কথা দিবানিশি জাগ্‌ছে, তা'র উপায় কি সুরেশ দাদা? মুখে আন্‌লে কি বেশী পাপ? বড় জ্বালা—বড় অশান্তি—বড় যন্ত্রনা! এখন দেখ্‌ছি, মরণ ভিন্ন আর আমার অন্য গতি নেই।

সু। মিনা! আর তুমি বালিকা নও, বোধশক্তি যথেষ্ট হয়েছে। জেনে শুনে মনকে অন্যপথে চালিত হ'তে প্রশ্রয় দিওনা! ভবিতব্যতা কা'রও কখনো খণ্ডন হয়নি—কেউ কখনো খণ্ডন ক'র্ত্তে পারেনি। যা' হ'বার হ'য়েছে,—তা' আর ফিরবে না। মনকে বাঁধা সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তের মধ্যে। সাধ ক'রে দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় দিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ—সঙ্গে সঙ্গে অপরের সর্ব্বনাশ ক'র'না। সৌভাগ্যবলে ধনবান স্বামী লাভ ক'রেছ—প্রাণপণে তাঁ'র মন রাখ্‌বার চেষ্টা কর। সাধ্যানুসারে তাঁ'র মনের মতন হ'বার চেষ্টা কর—ইহকাল পরকালের মঙ্গল হবে। আমি আর তোমাকে দেখা দোবোনা।

(প্রস্থানোদ্যত)

মৃ। যাও! (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)

সু। ছি—ছি—কাঁদছ? মিনা—মিনা! কেন আমার সর্ব্বনাশ ক'চ্ছ? আমি যে ঘোর পাতকী—আমার অন্তঃকরণ যে গরলে পরিপূর্ণ—কলুষভরা। আমি যে দুর্ব্বল মানুষ—মোহের দাস—আত্মদমনে কণামাত্রও শক্তিহীন! তুমি যদি আমায় পাপপথ হ'তে ফেরবার অবকাশ না দাও, তুমি যদি আমায় চিত্ত-শাসনের দৃষ্টান্ত না দেখাও, আমি জন্মের মতন ডুবে যাব! আমার রক্ষার আর কোন উপায় থাকবে না।

মৃ। না—সুরেশ দাদা! তুমি দুঃখ ক'র'না; আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক্—আমি আর তোমায় দেখা দোবোনা।

(প্রস্থানোদ্যতা)

সু। (অকস্মাৎ মিনার হস্তধারণ) মিনা! রাগ কল্লে? না—না—

না—ছি—ছি—কি কল্লুম? মিনা! মিনা! আমায় মার্জ্জনা কর।

মৃ। কেন? মার্জ্জনা কেন? আশৈশব যে হাত আদরে ধ'রে এসেছ, যা' স্বেচ্ছায় ধ'রতে দিয়ে এত কাল কত সুখ অনুভব ক'রেছি—আজ দুদিন এক জনের অধিকারে জোর ক'রে প'ড়েছি বলে, তোমার আমার এই স্বাধীনতাটুকুও কি বিলুপ্ত?

সু। মিনা! কেন তোমার প্রাণে এত দুঃখ? কিসে তুমি এত দুঃখভোগ কচ্ছ?

মৃ। এ পৃথিবীতে আমার দুঃখ কেউ বুঝ্‌লে না—কেউ শুন্‌লে না—কেউ জান্‌লে না সুরেশ দাদা! এই দুঃখ আমার বড় দুঃখ।

সু। বল—আমি শুন্‌বো। তোমার সুখে আমি সুখী, তোমার দুঃখে আমি দুঃখী। তুমি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যদি স্বামী-সহবাসে সুখিনী হও, স্থির জেন' মিনা! তা'র চেয়ে সুখ আমার আর কিছুতে নেই। আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট তাই কামনা করি। তোমার সামান্য দুঃখ দূর করা যদি আমার তিলমাত্র আয়ত্তাধীন হয়, আমি জীবন বিসর্জ্জন দিয়েও তা' ক'র্‌তে প্রস্তুত।

মৃ। তোমার ক'ল্‌কাতার আর দেশের ঠিকানা আমায় লিখে দেবে?

সু। দে'বো। কেন? আমায় চিটী লিখ্‌বে?

মৃ। কি জানি—যদি কখনো আবশ্যক হয়! যদি বিপদে প'ড়ে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়!

সু। এই নাও—লিখে দিচ্ছি। (লিখিয়া কাগজ প্রদান)

মৃ। আমি যাই—মা বুঝি খোঁজ ক'চ্ছেন! আর দেখা হবে কি?

সু। হ'তে পারে। (উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান)

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হে। যা' ভেবেছি তাই। ছ'জনেই যায় যায়! আমার কাছে কি ছাপ্‌বার যো আছে? না হয় বিধাতা পাকেচক্রে কারে ফেলেছে—তা'ব'লে মুখ দেখ্‌লে লোকের প্রাণের কথা বুঝ্‌তে পার্ব্বনা—আমি? আহা—দেখ দিকি—এসব বিধাতা মুখপোড়ার নষ্টামি নয়? এ' ছুটোর বিয়ে দিয়ে দিলেই তো পার্ত্তো! তা' না কোরে—একে একদিকে টেনে ফেল্লে—ওটাকে একদিকে সরিয়ে দিলে। এখন যদি ছুটোয় জোর করে মিলে যায়—তা'হ'লে বিধাতার মুখে নুড়ো জেলে দেওয়া হয় কিনা! কেন? ছেলেমানুষ—ওদের দোষ কি গা? এতদিনের ভালবাসা—ভাবসাব—চোখের সাম্‌নে ছ'জনে ছ'জনকে দেখ্‌ছে শুন্‌ছে—কেমন করে প্রাণটা বেঁধে থাকে বল দিকি? এই যে আমি! এত চেষ্টা—এত যত্ন—এত প্রাণপণ ক'চ্ছি, তবু তো মনকে বাঁধতে পাচ্ছি না! দিন নেই—রাত নেই—সকাল নেই—এখানে ছুটে ছুটে আস্‌ছি। কনক কি বুঝ্‌তে পেরেছে? ওমা—কেও—

(কেশব চন্দ্রের প্রবেশ)

কে। কনক বাবু! বাড়ীতে আছেন?

হে। (স্বগতঃ) ওমা—এ যে দাদাবাবুর ইয়ার—কেশব!

(হেমাঙ্গিনীর বাটীর ভিতর প্রস্থান)

কে। আহা—সাদা ধব্‌ধবে অপ্সরীটী কে? যেন লাট্টুর মতন ঘোর-পাক খেয়ে গেল! আমরি মরি—বিধি হে! ছুটী চক্ষু দিয়ে কত নিধিই দেখাচ্ছ! কে এ নারীরত্নটী—বৈধব্য-জ্বালা উপভোগ ক'চ্ছেন? যাই হোক—আমার পরের

দ্রব্যে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। মোস্তাৎ—কনক গেল কোথায় ? কনক বাবু বাড়ী আছ ?

(রেখো ভৃত্যের প্রবেশ)

রে। ভলা মুস্কিল করিছিরে বপ্পা ! টিকে গরুকে জাব দিতি দিমিনা। খালি হল্লা করিছি "কঁড়ক কঁড়ক" ! তুমে কে ? দাদা বাবুকু ডাকিছি কঁড় ?

কে। দেখেছ কেমন মিষ্টভাষী—উড়িষ্যাবাসী—প্রাণপ্রেয়সী ভৃত্যটী ! ভদ্রলোককে সম্ভাষণ ক'চ্ছেন—কেবল দু'ঘা মার্ত্তে বাকী রেখে। তোমার দাদাবাবু বাড়ী আছে ?

রে। দাদাবাবু যেবে বাড়া থাকিব—তুমে দেখা পাইমিনা কাঁহিঁকি ?

কে। তাতো বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমার দাদাবাবু কোথায় গেছে, জান কি বাপধন ?

রে। আরে বাপু—তুমে আপনঙ্ক ঘর যাউ। কর্ত্তাবাবু যেবে আপনঙ্ক দেখিমি তো বড় খপ্পা হইমি।

কে। কেন বাবা ? তোমার বাবুর বাড়ীতে কি আমি সুভদ্রাহরণ ক'র্ত্তে এসেছি ?

(কনকের প্রবেশ)

ক। এই যে কেশব বাবু ! কতক্ষণ ভাই ?

কে। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। তোমার সদালাপী ভৃত্যটীর সঙ্গে একটু রসাভাব ক'চ্ছি। কোথায় গি'ছ্লে ?

ক। আরে গেরোর কথা কেন কও দাদা ! সব ব'লছি। ওরে রেখো ! এক কর্ম্ম কর্ দিকি ! একখানা গাড়ী নিয়ে নতুন বাড়ীতে যা, সকলকে নিয়ে আয়।

রে। মু এখন যাইমি কেমৃতি? গোয়াড় কাম করিমি না?

ক। যানা ব্যাটাচ্ছেলে উড়েম্যাড়া!

রে। মুতো উড়িয়া ম্যড়া অছি—তুমে কপাড়ী—ই কেমন কথা কইছন্তি পরা?

ক। ব্যাটা এইবার এক চড় খাবি ব'লছি! যা—দূর হ—(রেধোকে ধাক্কা দিয়া দূরীকরণ)

কে। কি ব্যাপার? নতুন বাড়ী কোথায় গিছলে?

ক। ঐ মোড়ে সরকারদের নতুন বাড়ীখানা বাবা কিনছেন কিনা—তাই বাড়ীশুদ্ধ সকলকে দেখাতে নিয়ে গিছলেন।

কে। সত্যি নাকি? তোমরা ঐ বাড়ী কিনছ? বাঃ সুন্দর—খুব (Grand) গ্র্যাণ্ড বাড়ী—বড় মানুষের যোগ্য বটে! তা—তুমি চলে এলে—মেয়েদের আনলে না?

ক। বাবা আছেন। তিনিই আনবেন এখন। কে ভাই মিছি-মিছি ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকবে? আমি লক্ষবার ও বাড়ীতে গিছি। আমাকে জোর ক'রে সঙ্গে রাখবার দরকার কি বলত'? এ'সব বাবার জুলুম নয়?

কে। তোমার বাবার জুলুমের কথা আর বোলোনা ভাই! তোমার মতন পাশকরা ভালছেলের সঙ্গে যে রকম ব্যবহারটা করেন, তুমি অতি সৎছেলে—তাই সহ্য কর!

ক। আমি আসবার জন্যে ছটফট্ ক'চ্ছিলুম। জানি, তুমি আমায় খুঁজতে আসবে!

কে। আমার প্রতি তোমার এমনি ভালবাসাই বটে! হ্যাঁহে কনক বাবু! একটী কে অল্পবয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক এই খানে দেখলুম—তোমার কেউ হয় নাকি?

ক। বিধবা? আমাদের বাড়ীতে? অল্পবয়স্কা? কই—কেউনা!

কে। হ্যাঁ—আমি স্বচক্ষে দেখিছি। আহা—চেহারা নয়ত' যেন ছবিখানি!

ক। ও—বুঝেছি——ও বাড়ীর হিমু! প্রবোধদাদার সম্পর্কে বোন্ হয়! আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসে।

কে। বটে? তোমার কেউ হয়না? বেড়াতে আসে? তোমার সঙ্গে কথা টথা কয়?

ক। হ্যাঁ! ছেলেবেলা থেকে আলাপ—কথা কইবেনা কেন?

কে। প্রবোধের বাড়ীতেই থাকে? শ্বশুরবাড়ী যায়না?

ক। না—সে কোথায় পাড়াগেঁয়ে—ও যেতেই চায়না! বলে, সতীনপোরা বড় জ্বালাতন করে।

কে। বড়মানুষের ছেলে—লক্ষ্মীশ্রী থাক্‌লে, কতদিক থেকে কত রকম সুবিধে আপ্‌নাআপ্‌নিই এসে পড়ে।

ক। কি রকম? কি রকম? এসনা পড়বার ঘরে বসা যাক্। ঐরে—বাবা এসে পড়েছেন।

(ধরণীধরের প্রবেশ)

ধ। কনক! এ—কে?

কে। কনক বাবু—তোমার (geometry) জিওমেট্রী খানা একবার আমায় দাওতো—আমার ক'খানা পাতা ছিঁড়ে গিয়েছে—লিখে নিতে হবে।

ধ। তুমি কনকের সঙ্গে মিশেছ কতদিন? সর্ব্বনাশ করেছ?

কে। আজ্ঞে—কি রকম আজ্ঞে কচ্ছেন মশাই?

ধ। তুমি না ও বাড়ীর প্রবোধের সঙ্গে দিনরাত ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াও?

কে। আজ্ঞে—রাম-রাম! তাঁ'র সঙ্গে আবার ভদ্রলোকের ছেলে মেশে? আগে এক (School) ইস্কুলে প'ড়তুম—তাই আলাপ পরিচয় আছে! এখন তাঁ'র চরিত্র খারাপ হ'য়ে গেছে—আমরা তাঁ'র সঙ্গে আর কি বেড়াতে পারি মশাই?

খ। তোমাকে আমি খুব চিনি বাবা! আমার ছেলেটীকে ছেড়ে দাও—এ বাড়ীতে আর দয়া ক'রে এসনা—

কে। কনকবাবু! এ কি রকম? ভদ্রলোককে বাড়ীতে এনে (dam insult) ড্যাম্ ইন্‌সাল্ট্? আমি চল্লুম——(প্রস্থান)

খ। তুই ওর সঙ্গে মিশ্‌লি কেমন ক'রে? হ্যাঁরে—ও হারাম জাদা—

ক। আপনি যত বুড়ো হ'চ্ছেন—আপনার দিন দিন সভ্যতা বাড়ছে—

খ। কি—পাজী—রাস্‌কেল—আমার মুখের উপর কথা? এখুনি জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব জানিস্?

ক। জুতো মারে সবাই—রাস্তায় জুতো ছড়াছড়ী! চুপ ক'রে থাকি ব'লে—বড়ই বাড়াবাড়ী ক'চ্ছেন দেখতে পাই! একটা (Gentleman) জেণ্টিলম্যানকে বাড়ীতে পেয়ে যাচ্ছে-তাই অপমান কোরে তাড়িয়ে দিলেন—

খ। বেরো—বেরো গুণ্ডা— আমার বাড়ী থেকে—আমি তোর মুখদর্শন ক'র্ত্তে চাইনা—পাজী (Stupid) ষ্টুপিড—

ক। যাচ্ছি—ভদ্রলোকে তোমার বাড়ীতে থাকে—

(রাসমণির প্রবেশ)

রা। ওগো—কি কর—কি কর? ছেলেকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও বোলোনা! কনক—আয় বাবা—বাড়ীর ভেতর আয়—

ক। তুমি ছেড়ে দাও মা—আমি এখুনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব—

ধ। যা—যা—ব্যাটা চ্ছেলে—আমি তোকে তেজ্যিপুত্তুর ক'ল্লুম! গিন্নি! ছেড়ে দাও ব্যাটাকে—

(হেমাঙ্গিনীর পুনঃ প্রবেশ)

হে। কাকাবাবু! বাড়ীর ভেতর আসুন—এখুনি কেউ বাইরের লোক এসে পোড়বে! কনক—ছি ভাই—বাপের ওপর চোপা কর্ত্তে আছে? চল—বাড়ীর ভেতর চল— লক্ষীটি—

(কনককে ধরিয়া হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)

ধ। এঁ্যা—হ'ল কি গিন্নি? কনক আমার মুখের ওপর জবাব কোরে তেড়ে মার্ত্তে এল?

রা। কেন—কি হ'য়েছিল গা?

ধ। ও বিগ্ড়ে গেছে—একেবারে বিগ্ড়ে গেছে! যত বদ্ছেলে—ওঁচা বদ্মায়েস্ ছেলের সঙ্গে মিশ্ছে—তা'র ওপর তোমার আস্কারা পাচ্ছে! ওর আর দু'দিন বাদে কোন পদার্থ থাক্‌বে না! আমি চক্ষু বুঁজলে দু'দিনে সব ফাঁক হয়ে যাবে! ও বেটা জাহান্নমে গেছে—

রা। আহা—ষাট্—ষাট্! অমন কথা বোলতে নেই! না হয় রাগ কোরে একটা চোপা কোরেইছে—তা'ব'লে ওর রীত-চরিত্তিরতো সে রকম নয়!

ধ। আচ্ছা—এই ব'লে রাখ্ছি—তুমি হাড়ে হাড়ে বুঝবে। ও বাড়ীর প্রবোধকে মন্দ বল—নিজের সোহাগের ছেলেটী কি দাঁড়ায় শীগ্গিরর বুঝবে।

মা। অদৃষ্টে যা আছে—তাই হবে। তোমায় ব্যাগ্রতা ক'চ্ছি—অত বড় ছেলেকে আর ও রকম কোরে অপমান কোর্ত্তে যেওনা—

প। আমি ওর মুখ দর্শন ক'র্ব্বনা—

(উভয়ের প্রস্থান)



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বৈদ্যনাথ ঘোষের বাটী।

সরমা ও চন্দ্রকুমারী।

চ। হ্যাঁমা—আজও বাবা এলনা—কি হবে তবে?

স। কি করে জানব মা? আজ প্রায় বারো তেরো দিন হ'ল কোন খবরও তো পাচ্ছিনা। শুনলুম, আফিস থেকে মাইনে নিয়ে সেই যে কামাই ক'চ্ছেন, আজও সে'মুখো হন্‌নি। আর চাকরী থাকবে কেমন করে?

চ। আর কা'র কাছে টাকা ধার চাইব মা?

স। না চাঁদি—আর পরের কাছে হাত পাত্‌তে যাস্‌নি। ধার চাওয়া নয়তো—একরকম ভিক্ষে করা। কা'রও টাকা এ পর্য্যন্ত শোধ দিতে পেরেছি কি মা?

চ। তবে কি ক'রে আমাদের চ'লবে মা? ভাগ্যে সে দিন নতুন বাড়ীর সুকুমার বাবু দয়া করে কিছু টাকা দিলেন—তাইতে বাড়ীতে এখনো থাক্‌তে পাচ্ছি—নইলে, দু'মাসের বাড়াভাড়া পাওনা হ'য়েছিল—আমাদের এ মাসে নিশ্চয় উঠিয়ে দিত।

স। আহা—সুকুমার ছেলেটী যেন দেবতা! ভগবান্‌ তাঁ'র ভালই ক'চ্ছেন।

চ। রোজ আমাদের বাড়ীতে এসে খবর নিয়ে যান্‌। আমার

কিন্তু বাবার কথা ব'লতে বড় লজ্জা করে। হাঁ মা—বাবা কেন এমন ধারা হ'লেন?

স। সব আমার বরাতের দোষ! কোথা থেকে এক সর্ব্বনেশে নেশা ক'র্ত্তে শিখে বাড়ী ঘরদোর গেল—আমার গা'ভরা গয়না—তা' গেল; একটা ভাল আফিসে একশো দেড়শো টাকা মাস গেলে রোজগার ক'র্ত্তেন—সে চাকরিটাও খোয়ালেন! এখন পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনের চাকরী—তাও বুঝি যায়!

চ। আমি একবার সুকুমার বাবুকে তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে বলেছি—তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোরো মা—তিনি আমাদের অনেক উপকার ক'র্ত্তে পারেন!

স। তিনি কি অভাগিনীদের বাড়ী আসবেন মা? বড়লোক—দয়ার শরীর—মনে ক'র্লে তিনি টাকা দিয়ে আমাদের উপকার ক'র্ত্তে পারেন বটে—কিন্তু যে বিপদে আমরা প'ড়ে র'য়েছি—তা'র কি কোরবেন চাঁদ?

চ। মা! আজ রান্না ক'র্ব্বেনা?

স। আজকের মতন রান্নাবান্নার কিছু যোগাড় আছে বটে, কিন্তু ভাবছি—তা'রপর কাল কি ক'র্ব্ব! এ'রকম ক'রে আর ক'দ্দিন চালাব? পয়সা হাতে থাকুক না থাকুক, তিনি যদি বাড়ী থাকেন তা'হ'লেও আমার ভরসা থাকে—মনে বল থাকে। একে পয়সার ভাবনা—তা'র ওপর, তাঁ'র ভাবনা—আমি একা ক'দিক সামলাব মা?

চ। মা—আজ হয়তো বাবা আসতে পারেন—

স। আশায় আশায় ত রোজই থাকি—কই—ফলতো কিছু হয়না মা!

চ। মা! তুমি তো আমায় বলেছ, হরি লোকের দুঃখজ্বালা ঘুচিয়ে দেন। তাঁ'কে ডাকনা মা—তিনিই আমাদের সকল দুঃখ দূর কর্ব্বেন!

স। আমি যে মহাপাপীনী মা! আর জন্মে অনেক পাপ ক'রেছিলুম—তা'রই ফলভোগ ক'র্চ্ছি। হরি কি আমার ডাক শুনবেন? দিনরাত্তির তাঁর শ্রীচরণোদ্দেশে মাথা খুঁড়ছি—যেন স্বামীর মতিবুদ্ধি ভাল হয়। হরি তো দয়া কচ্ছেন না মা!

চ। না মা! তিনি দয়াময়—পতিতপাবন—পৃথিবীর কা'কেও দয়া ক'র্ত্তে ভোলেন না। তবে আমাদের এত দুঃখে আর কতদিন ফেলে রাখ্‌বেন? একদিন নিশ্চয়ই আমাদের সুদিন আস্‌বে। তুমি ভেবোনা মা—রান্না চড়াওগে! যদি বাবা এসে ভাত খেতে চা'ন—

স। যাই মা—ঘরে যা আছে—দুটী রাঁধিগে! (সরমার প্রস্থান)

চ। হরি! মা আমার বড় দুঃখিনী—মাকে আমার আর কষ্ট দিওনা! নারায়ণ! মুখ তুলে চাও! বাবা যেন আর বাড়ী-ছাড়া হ'য়ে পথে পথে মদ খেয়ে ছোটলোকদের সঙ্গে না মেশেন! হে ঠাকুর! তুমি মনে ক'ল্লেই সব পার! আমাদের এই মহাবিপদটী দূর করে দাও!

গীত।

হরিহে! বিপদভঞ্জন তব নাম!
বিপদসাগরে ভাসি, কাঁদি আমি দিবানিশি,
মোরে প্রভু কেন এত বাম?
কাঁদিয়ে এসেছি ভবে, কেঁদে কিহে দিন যাবে,

কেবা মুছাইবে বল আঁখিধার ?
দুঃখ দাও প্রাণে সব, পরে দুঃখ কি জানাব ;
বুঝিব তোমার দয়ার বিচার !
দয়াময় দয়ার আধার—(হরিহে) ॥
শু.নছি হে শ্রীমাধব, কোমল পরাণে তব,
পরব্যথা কভু নাই সয়।
দুঃখময় ভবে যার, কেহ নাহি আপনার,
তা'রে তুমি দাওহে অভয়।
দীননাথ তুমি দয়াময়—(হরিহে) ॥
চাহ করুণানয়নে, রাখ রাঙ্গা চরণে,
নিজগুণে গুণধাম !
আমি, আপন করমফলে, দহি দুঃখে পলে পলে,
কত জ্বালা সহি অবিরাম ॥

(মত্তাবস্থায় বৈদ্যনাথের প্রবেশ)

চ। এই যে বাবা এসেছেন ! বাবা—বাবা--এতদিন কোথায় ছিলে ? আমরা তোমার জন্যে ভেবে সারা হ'চ্ছিলুম।

বৈ। সারা হ'চ্ছিলে ? মাবা যাওনি ? দিব্যিতো কই মাছের মতন জীয়ে রয়েছ !

চ। আমরা ম'লে কি তুমি নিশ্চিন্ত হও বাবা ?

বৈ। চুপ্ কর্ গোবুবেটী ! ম্যালাই কথা শিখিছিস্ ! তোর মা কোথায় ?

চ। মা রান্নাঘরে তুমি চান ক'র্ব্বে বাবা ? তেল এনে দোবো ? এতক্ষণে রান্না হ'য়েছে বোধ হয় !

বৈ। আর রান্না খেয়ে কাজ নেই—হ্যাঁ ! সেই শাক চড়্চড়ি আর

কড়ায়ের ডাল—রোজ রোজ ভাল লাগেনা—হ্যাঁ! বা দিকি—বাক্স থেকে গোটাচারেক টাকা বের ক'রে এনে দে দিকি—

চ। টাকাতো আর একটাও নেই বাবা! তুমি দশবারো দিন আসনি—মাসকাবারে এক পয়সা খরচের জন্যেও দাওনি—আমরা এ'র তার বাড়ী থেকে ধার ক'রে ভিক্ষে করে এনে চালাচ্ছি। যা' দু'এক আনা পয়সা ছিল; কাল তা বাজার ক'রে ফুরিয়েছে—

বৈ। চুপ্ কর হারামজাদী বেটী—নচ্ছার! আমাকে (Lecture) লেক্চার্ দিতে এসেছে—

(চন্দ্রকুমারীর চক্ষে অঞ্চল দিয়া প্রস্থান)

(সরমার পুনঃ প্রবেশ)

স। এই যে তুমি এসেছ! এতদিন পরে বাড়ী ঢুকেই মেয়েটাকে গালমন্দ ক'র্ত্তে লাগ্‌লে? কেন? চাঁদির কি অপরাধ হয়েছে?

বৈ। তুমি আমার মাগ না প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্—যে তোমার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে (Deposition) ডিপোজিসন্ দিতে হবে?

স। এতদিন কোথায় ছিলে?

বৈ। যমের বাড়ী!

স। বালাই—বালাই—তুমি কেন সেখানে থাক্‌তে গেলে? আমরা বরং মায়ে ঝিয়ে এখুনি গেলে—তোমার হাড়ে বাতাস লাগে।

বৈ। তা—এখনও তো যাওনি ? যতদিন আছ—ততদিন আমিও ফাঁকায় ফাঁকায় বুঝিছি—কি বল ?

স। হা ভগবান!

বৈ। ভাত হয়েছে ?

স। তরকারী রান্না হয়েছে—ভাত চড়িয়েছি—ফুটছে—হ'ল ব'লে ! তুমি নাইতে কাপড় পোর্ত্তে তৈরি হবে এখন। আজ আফিসে বেরুবে ?

বৈ। আর আফিস যাব কি ? শালারা কি চাকরি আমার জন্যে রেখেছে ?

স। এঁ্যা—চাকরীটি খুইয়েছ ? তা'হলে উপায় ? সংসার চ'লবে কি করে ?

বৈ। যেমন করে বাইসিকিল্ চলে—তেমনি ক'রে ! এখন তত্ত্বকথা রেখে—বাস্‌ক খুলে চারটী টাকা নগদ আন দিকি—কেমন পতিভক্তি বুঝবো !

স। হ্যাঁগা—তুমি কি বলছ ? চার টাকা ? একটা পয়সা অভাবে সকাল থেকে এই বেলা বারটা পর্য্যন্ত কচি মেয়েকে এক পয়সার মুড়ি খেতে দিতে পারিনি—উপোষ করিয়ে রেখেছি—আর তুমি চার টাকা চাইছ ?

বৈ। ওসব ঢং আমি ঢের শুনেছি। টাকা নেই'—ও সব মাগ শালীদের একটা মুখের বুলি। আর, ভাতার বাড়ীর বাইরে গেলেই—দেদার টাকা বা'র ক'রে, রুই মাছের মুড়ো আনিয়ে রান্না হয় !

স। সেটা তুমি ভুল ব'লছ। ভদ্রলোকের মেয়েরা তা করেনা

যা প্রাণ থাকতে তা ক'র্ত্তে পারেনা। অন্য কোথাও যদি দেখে থাক বা শুনে থাক!

বৈ। সে সব কথা আমি শুনতে চাইনি। টাকা দেবেনা?

স। সিকি পয়সা ঘরে নেই। পাঁচজনে দয়া ক'রে কিছু সাহায্য ক'চ্ছে, তাই এখনো অনাহারে পথে প'ড়ে ম'রে থাকিনি।

(চন্দ্রকুমারীর পুনঃ প্রবেশ)

চ। মা! ভাত হয়েছে—ফ্যান্ গালবে এস—আমি পাচ্ছিনা!

স। তোমার পায়ে পড়ি, চান্ করে খেয়ে দেয়ে একটু ঠাণ্ডা হও। চেষ্টাচরিত ক'রে কোথা থেকে ধার ক'রে তোমার টাকা যোগাড় করে দিচ্ছি।

(সরমার প্রস্থান)

বৈ। আমার সঙ্গে বদ্‌মাইসি বাবা? টাকা দিচ্ছনা? এই চাঁদি—তোর হাতে রূপোর চুড়ী না?

চ। হ্যাঁ বাবা! এই ক'গাছি আছে—

বৈ। খোল্ হারামজাদী—তাই দে (হাত ধরিয়া চুড়ী কাড়িয়া লওন)

চ। দিচ্ছি—দিচ্ছি বাবা—মেরোনা—আমি নিজে চুড়ী খুলে দিচ্ছি—

বৈ। মা বেটীতে মিলে আমার সঙ্গে বদ্‌মাইসি সুরু করেছ? দাঁড়াও—তোমাদের পিণ্ডির গোড়ায় ছাই দিচ্ছি—

(বৈদ্যনাথের ভিতরে প্রস্থান)

চ। হে হরি! কি ক'ল্লে? হে হরি! কি ক'ল্লে? বাবা তো

এমন বাড়াবাড়ি কখনে। করেননা! মাকে কি ধ'রে মর্ত্তে গেলেন? আমার বড় ভয় কচ্ছে।

(নেপথ্যে সরমা) কি কর—কি কর—নোংরা কাপড়ে হাঁড়ী ছুঁচ্ছ কেন?

(নেপথ্যে বৈদ্যনাথ—) চুপ্ রও হারামজাদি! (ভাতের হাঁড়ী লইয়া বৈদ্যনাথ ও তৎপশ্চাৎ সরমার প্রবেশ)

স। ওমা—কি সর্ব্বনাশ! ভাতের হাঁড়ী নিয়ে কোথায় যাও?

বৈ। আঁস্তাকুড়ে—তোমাদের পরিবেশন ক'র্ত্তে! শালীর বেটী শালী—

(বৈদ্যনাথের প্রস্থান)

স। ও চাঁদি! ছাখ—ছাখ্—মুখের ভাতগুলো আঁস্তাকুড়ে ফেল্লে মা—(রোদন)

চ। মুখের অন্ন অনেক দিনতো ভগবান কেড়ে নিয়েছেন মা! তবে আর দুঃখ কেন? চল মা—আমি তোমার মেয়ে রয়েছি—আমি দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে তোমায় খাওয়াব! কেঁদোনা মা—এ'সব ভগবানের শাস্তি!

স। ঘরে যে কিছু নেই মা! তোর মুখে কি দোবো মা? ওগো আমার কেন মরণ হ'লনা——

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

প্রবোধ ও সুকুমার।

সুকু। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রবার অনেক দিন থেকে ইচ্ছে বটে, কিন্তু কথা কইতে সাহস হয়নি?

প্র। মশাই! আমি সামান্য ব্যক্তি—আমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে আপনার কুণ্ঠিত হ'বার তো কোন কারণ নেই! আমি আপনাকে অনেক দিন থেকে জানি। আপনি এ পাড়ায় বাড়ী কিনে রয়েছেন—প্রতিবেশী হিসেবে আমার বরং আপনার সঙ্গে এতদিন আলাপ করা উচিত ছিল। কিন্তু দেখ্‌লুম, আপনি বাড়ী থেকে একেবারে বাইরে বেরোননা—কারুর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না—

সুকু। আপনার বাড়ীতে আমি একদিন বেড়াতে যা'ব!

প্র। কি ব'ল্‌বো—কি ব'লে আন্তরিক ইচ্ছে মুখে প্রকাশ ক'রবো আমি জানি না। আপনি আমার বাড়ী যাবেন, আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে?

সুকু। সে কি মশাই! অমন কথা ব'ল্‌বেন না। আপনি ব্রাহ্মণ—আমি কায়স্থ, আপনার বাড়ী আমার পুণ্যভূমী, আমি গেলে পবিত্র হব—আমার জীবন ধন্য হ'বে। আপনি আমার

পরিচয় জানেন না। আপনার শ্বশুর বাড়ী রাজনগর, আমার পৈতৃক বাসস্থান।

প্র। সত্যি নাকি ?

সুকু। হ্যাঁ—শুধু তাই নয়। আপনার শ্বশুর রমানাথ চৌধুরী মহাশয় এক্ষণে সংসারত্যাগী মহাযোগী ঠাকুর সদানন্দ ব্রহ্মাচারী—আমার পিতার অধিক—গুরুদেব।

প্র। মশাই! এত গুণবান—বিদ্বান আপনি, অধম ব'লে আমার প্রতি এত নির্দ্দয় কেন? এতদিন এ সম্বন্ধ গোপন রেখে কেমন ক'রে আমাকে দূরে ফেলে রেখেছিলেন? দেখুন, আজ আমার একটা কথা মনে প'ড়লো! সত্যিই আমার অত্যন্ত দুঃসময় উপস্থিত, নইলে আর কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি কেন?

সুকু। কি ব'লছেন—আপনার কথাতো আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা।

প্র। বুঝবেন—যখন দয়া করে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রেছেন—তখন ক্রমে সব জানতে পারবেন। কিন্তু দেখ্‌বেন—পরে যেন আমায় ঘৃণা করে ত্যাগ ক'রবেন না! আজ থাক্—আমি কাল সকালে আপনার বাড়ী গিয়ে দেখা ক'রে আপনাকে সঙ্গে ক'রে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব। আমার স্ত্রী আপনাকে দেখ্‌লে কত সুখী হবেন!

সুকু। আপনার স্ত্রী আমাকে পূর্ব্বে কখন দেখেননি—কিন্তু তাঁর দেশের রাধিকানাথ দত্ত মহাশয়ের নাম ক'র্লে হয়তো তিনি বুঝতে পারবেন। আমি তাঁরই পুত্র। আপনি এখন বাড়ী যাবেন কি? চলুননা—আমার গাড়ী ঐ মোড়ে

দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি।

প্র। এখন বাড়ী—না—আমার একটু কাজে আছে—একবার ডাক্তার বাবুর বাড়ী যেতে হবে—

সুকু। কেন? বাড়ীতে কা'রও অসুখ নাকি?

প্র। মা'র ক'দিন ধরে বড় জ্বর হয়েছে—(Remittent type) রেমিটেন্ট টাইপ্! এতক্ষণ তাই বাড়ীতে ছিলুম—এইবার একটু বেরুচ্ছি—এক জায়গায় দরকার আছে। ডাক্তারকে খবর দিয়ে তবে সেইখানে যাব।

সুকু। কাল তা'হ'লে সকাল বেলা আমার বাড়ী যাবেন?

প্র। নিশ্চয়। তা'হ'লে আসি এখন।

(প্রবোধের প্রস্থান)

সুকু। ঠাকুরের মেয়েটী উপযুক্ত পাত্রে পড়েছে। প্রবোধবাবু বিশিষ্ট ভদ্রলোক। এই যে সুরেশ ভায়া আসছে—

(সুরেশের প্রবেশ)

সু। কা'র সঙ্গে কথা কইছিলে?

সুকু। পরে ব'লছি। তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমার জন্যে বাড়ীতে বসে বসে অস্থির—

সু। কনকদের বাড়ীতে ছিলুম।

সুকু। কনকবাবু কই এলেন না?

সু। না—তিনি কোথায় ইয়ারকি দিতে বেরিয়েছেন। আজকাল নতুন ইয়ার জুটিয়েছেন—এইবার অধঃপাতে যাবেন আর কি!

সুকু। কেন—অধঃপাতে যাবেন কেন? কা'র সঙ্গে মিশেছেন?

সু। কেশব ব'লে একটা ছোকরা আছে—সেটা অতি বয়াটে! যত ছেলের মাথা খাওয়া তা'র পেশা! তা'র সঙ্গে কনকের খুব ভাব হয়েছে দেখ্‌ছি!

সুকু। হাঁা—আমিও দেখেছি বটে! তা—সে ছোক্‌রা কি অতি বদ্?

সু। সর্ব্বনেশে লোক। আমি তা'কে দু'টী চক্ষে দেখতে পারিনা। তা যাক্—তুমি কা'র সঙ্গে কথা কইছিলে হে?

সুকু। প্রবোধ বাবুর সঙ্গে। অনেকদিন আলাপ ক'রবার ইচ্ছে ছিল, আজ পথে বেড়াতে বেড়াতে সুবিধে হ'ল—আলাপ ক'রে ফেল্লুম। বেশ ভদ্রলোক—কি বল সুরেশ?

সু। হাঁা—আগে ছিল বটে। ঐ কেশবের সঙ্গে মিশে ওর কি আর পদার্থ আছে? এখন একেবারে উচ্ছন্ন গেছে!

সুকু। কি রকম?

সু। সে কথা কও কেন? একটা বেশ্যাকে মাইনে ক'রে রেখেছে, সমস্ত দিনরাত সেইখানে প'ড়ে থাকে।

সুকু। অ্যাঁ—বলকি? রাত্রে বাড়ী থাকেননা?

সু। নামমাত্র! পয়সা কড়ি নগদ যা' ছিল—সব শেষ ক'রেছে। একটা জামা কাপড়ের কারবার ক'রে বিস্তর পয়সা তা'তে ঢেলেছে, কিন্তু নিজে তা'র কিছুই দেখেনা। ঐ কেশবটাকে তা'র একটা অংশীদার করেছে, সেত' চুরি ক'রে দোকান ফেল্ করাচ্ছে—

সু। ভাই সুরেশ। প্রবোধ বাবু ভদ্রসন্তান—একজন বড়ঘরের ছেলে। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কুসংসর্গে প'ড়ে তাঁর হঠাৎ পদস্খলন হ'য়ে থাকে, আমাদের উচিত নয়কি—তাঁ'কে সৎ-

পরামর্শ—সৎ সংসর্গের দ্বারা তাঁ'র মতিবুদ্ধি ভাল করা? কুসংসর্গের দোষে যদি মানুষ কুপথে যেতে পারে, সৎসঙ্গের গুণে কেন সে সৎপথে আসবেনা? অন্ততঃ আমাদের কি তা'র জন্যে চেষ্টা করাও উচিত নয়?

ছু। চেষ্টা করা উচিত! কিন্তু তা'তে কি কোন ফল হবে? মদ বেশ্যা এমন জিনিস—যদি একদিন কেউ এ দুটীর কুহকে পড়েন, তা'র কিছুতেই সেপথ থেকে ফেরবার শক্তি থাকেনা।

সুকু। এ সংসারে অসম্ভব কিছুই নয়। প্রবোধ বাবু আমার সহোদরের অধিক—তাঁ'র যা'তে মঙ্গল হয়, আজ হতে সর্ব্বতোভাবে আমি সেই চেষ্টা ক'রব।

(কার্ত্তিক ও ঘটুমিত্রের প্রবেশ)

ঘ। আয় কেতো—বাড়ী আয় বল্‌ছি!

কা। না—আমি যাবনা।

ঘ। যাবিনা তো—ঐ মাতাল বদ্‌মায়েস লোকগুলোর সঙ্গে বেড়াবি?

কা। বেশ করব, বেড়াব—তুমি আমার কি ক'রবে?

ঘ। তো বেটাকে জুতিয়ে লবেজান ক'রে দোবো—হারামজাদ!

কা। দেখ বাবা! রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে গাল্ দিওনা বল্‌ছি! বাবা আছ ঘরে আছ—রাস্তায় যদি আমাকে অপমান কর, আমিও ছেড়ে কথা কইবনা—হাঁ—

ঘ। এঁ্যা এঁ্যা—বেটাছেলে বলে কিগো! বার' তের' বছরে দুধের ছেলে তুই—তোর মুখে এসব কি কথা?

কা। কথা কি আবার? ওসব আমি বুঝিনা। আজ যদি কুড়িটী টাকা না দাও—তা'হ'লে আর বাড়ী-মুখো হ'চ্ছি না।

য। তুই ব্যাটা রোজ রোজ টাকা নিয়ে কি করিস্ বল্‌তো? এই সেদিন চাবি ভেঙ্গে পনের' টাকা নিয়ে গেলি—আবার কুড়ি টাকা কি ক'র্‌বি? ও হারামজাদা, গোরব্যাটা, নচ্ছার পাজী—

কা। কি? আবার গাল দিচ্ছ? পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা—আমি (defamation charge) ডিফেমেশন্ চার্জ্ আন্‌বো—

সু। (যদুর প্রতি) মশাই! উটী কি আপনার পুত্র?

য। আজ্ঞে হ্যাঁ—যখন মহাপাতক ক'রেছি—তখন ওকে পুত্র না ব'লে আর কি বলি বলুন!

সু। আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনে বোধ হ'চ্ছিল যেন দুটী ইয়ার!

কা। মাইরি নাকি? তোমাকে তো কেউ মধ্যস্থ হ'তে ডাকেনি!

সু। চুপ্ রও (stupid rascal) ষ্টুপিড্ র‍্যাস্কেল! এম্‌নি একটী চড় মারবো—এইখানে শুয়ে পড়ে থা'কবে।

কা। মারে সব শালা—এসনা—একখানি এগার' ইঞ্চিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!

সু। তবেরে শূয়ার! (মারিতে উদ্যত)

সুকু। ছিঃ—ছিঃ—সুরেশ—ছেলেমানুষের সঙ্গে কি কর? (কার্ত্তিকের প্রতি) ভাই শোন—

য। মশাই! আপনাদের হাতে ধ'চ্ছি—ও ছোটলোক ব্যাটার সঙ্গে আপনারা কথা কইবেন না।

সুকু। না মশাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আপনার ছেলের ভার

আমি নিচ্ছি। এসতো ভাই—তোমার কুড়ি টাকার দরকার? এই নাও।

কা। আমি আপনার টাকা নিতে যাব কেন?

স্কু। কেন—দোষ কি? তুমি আমার ভাই—আমি তোমার দাদা—নাওনা। টাকার যদি কিছু দরকার থাকে—নিয়ে যাওনা! আবার যখন দরকার হবে আমার বাড়ী যেও। আমার বাড়ী চেন কি?

কা। হ্যাঁ চিনি—আপনাকেও আমি চিনি! আমার টাকা চাইনা মশাই! বাবা—চল আমি বাড়ী যাচ্ছি—

(বেগে কার্ত্তিকের প্রস্থান)

য। এঁ্যা—তাইতো—কি রকম হ'ল মশাই? আপনি কি দেবতা? ছেলের হঠাৎ এমন মতিগতি হ'ল কেন?

স্কু। আপনি এই টাকা কুড়িটা নিয়ে যান। আপনার ছেলে যদি বাড়ী গিয়ে হ্যাঙ্গাম করে, আমার নাম ক'রে এই টাকা ক'টা দেবেন। মশাই! পৃথিবীতে যদি কিছু শক্ত কাজ থাকে তো ছেলে মানুষ করা!

য। মশাই! দুঃখের কথা কি ব'লবো—সাত মেয়ের পর শিব-রাত্রের স'ল্‌তে ঐ ছেলেটী জন্মাল। গেরস্ত মানুষ—রাজার হালে ছেলেটাকে মানুষ ক'চ্ছি। ছেলেমানুষী দুষ্টুমি ক'ল্লে, যদি আমি কখনও একটু শাসন ক'র্ত্তে যেতুম—গিন্নী একেবারে হুম্‌কে এসে পড়তেন। পড়াশুনা ক'র্‌তে বসালে, বস্‌তে চায়না—প'ড়তে চায়না—বলে, অসুখ ক'চ্ছে। ক্রমে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় খেলিয়ে বেড়াতে

লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একবৎসরের মধ্যে ঐটুকু ছেলে একেবারে মস্ত লায়েক!

সু। আচ্ছা ক'রে প্রহার দিতে পারেননা? মারের চোটে ভূত পালায়—তা একটা কচি ছেলে?

ম। মা'রলে উল্টো উৎপত্তি হয়! বাড়ী থেকে রাগ ক'রে বেরিয়ে যায়, আফিং খেতে যায়, গলায় দড়ি দিতে যায়! আর বুঝুন না মশাই—সমস্ত দিন কেরাণীগিরি ক'রে গাধার খাটুনি খেটে, ছেলের সঙ্গে এরকম কেজিয়া হ্যাঙ্গামা, ক'রতে ভাল লাগে? কাজেই ভাবি, চুলোয় যাক্—অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

সু। তবে আজ আবার রাস্তায় ডাকাডাকি ক'চ্ছিলেন কেন?

ম। কি করবো মশাই! ওর গর্ভধারিণীর সঙ্গে কুড়ি টাকার জন্যে ঝগড়া ক'রে—ছোঁড়া আজ তিন দিন বাড়ীছাড়া। মাগীরও আহার নিদ্রা নেই। কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'বার যোগাড়! কাজেই—একবার ধর্ম্মডাক দিতে এসেছি। ও রকম ছেলে আমার ম'লেই বা কি—আর বাঁচলেই বা কি! আর আমার কিছুমাত্র মায়া মমতা নেই।

সুকু। দেখ সুরেশ! এক সময়ে সকল ফিকির খাটে না। (spare the rod and spoil the child) স্পেয়ার দি রড্ এণ্ড স্পয়েল দি চাইল্ড্ সকল ছেলের পক্ষে নয়। তাইতো বল্‌ছিলেম যে, ছেলে মানুষ করা গৃহস্থের একটা মহা কঠিন কর্ত্তব্য। কা'কেও মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে শাসন ক'র্ত্তে হয়, কা'কেও প্রহার দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে রাখ্‌তে হয়। ও ছোক্‌রাকে আমি দু'দিনে ভাল ক'রে দিতে পারি। আর এরকম

ছেলে যখন একবার ভাল পথে (turn) টার্ণ্ নেবে, তখন একেবারে আদর্শচরিত্র হ'য়ে দাঁড়াবে। ভিতভিতে ভেতর-গোঁজা ছেলে—আমার মতে এ সংসারে অতি ভয়ানক। তা'রা ম'লেও কখন শোধরায় না।

ম। মশাই! আপনি রক্ষা করুন। একটি ছেলে আমার—কোন উপায়ে যদি ছেলেটাকে শুধ্‌রে দিতে পারেন তাই ক'রে দিন। আপনি ওকে মারুন, কাটুন, জেলে দিন—আমার কোন আপত্তি নাই। একটা সংসারকে রক্ষা করুন।

সুকু। আচ্ছা চলুন—আপনার বাড়ী যাই। নিশ্চয়ই ব'ল্‌ছি—আপনার ছেলে এতক্ষণে বাড়ী পৌঁছেছে।

সু। ওহে সুকুমার! হঠাৎ ওদিকে এত গোলমাল কিসের?

সুকু। এঁ্যা—তাইত!

(বিপিন, শশী ও মাধবের প্রবেশ)

সকলে। সর্ব্বনাশ হ'ল—সর্ব্বনাশ হ'ল—

সুকু। কি—কি—কি—মশাই?

বি। আমাদের বোর্দ্দি ঘোষ মটরগাড়ী চাপা পড়েছে—

সুকু। এঁ্যা সেকি—সেকি—আসুন দিকি দেখি—

বি। চলুন—চলুন—

(সুরেশ, সুকুমার ও যদুমিত্রের প্রস্থান)

চলহে শশী—চল যাই।

শ। যাব কোথায়? ঐ খুন দেখ্‌তে? মটরচাপা প'ড়েছে, তার আর তুমি আমি কি ক'র্‌তে যাব?

বি। বাঃ—একটা আপনার লোক বিপদে পড়েছে, ম'রতে বসেছে, তা দেখেও নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'লে যেতে পারবে?

মা। নাহে বিপিন—ওসব হ্যাঙ্গামে আমাদের কাজ নেই। আমি উঁকি মেরে দেখেছি, (accident) এ্যাক্সিডেণ্ট্ তেমন (fatal) ফেটাল নয়। পায়ের ওপর দিয়ে গেছে—মরে নি।

শ। আর যদিই মরে—কে বাবা পুলীশ হ্যাঙ্গামা—হাঁসপাতালে আনাগোণা—সাক্ষী দেওয়া—এ সব ক'রতে যাবে ? চল বাগানে যাওয়া যাক্—তা'রা সব আমাদের জন্য বসে রয়েছে।

মা। তাই চল—তাই চল—ওঃ লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেছে !

শ। বোধ হয় টেঁসে গেছে হে ! চল বাবা—আমরা স'রে পড়ি।

বি। যাও ভাই—তোমরা যাও। তোমাদের ইয়ারকি ব'য়ে যাচ্ছে। আমি মানুষ—প্রাণ বলে একটা জিনিস্—যা' শৃগাল কুকুরেরও আছে—তা তোমাদের নেই ! আমি এখনও সেটুকু খোয়াইনি। যাই, দেখি ক্ষুদ্রশক্তিতে যতটুকু পারি করি। কিন্তু মনে রেখ—গেরস্তর ছেলে যে রকম মদ ধ'রেছ—তোমাদের অচিরাৎ গরুর গাড়ীর চাকায় মোক্ষ পেতে হবে।

(বিপিনের প্রস্থান)

শ। উঃ শালা—আমার রামকৃষ্ণ পরমহংসরে !

মা। ও সব নাম বাজাবার ফন্দি—বুঝলে না—

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বাগানবাড়ী—সুসজ্জিত কক্ষ।

প্রবোধ, গুল্‌জার, কেশব ও বারাঙ্গনাগণ।

কে। কি বাবা—সব চুপচাপ্‌ ব'সে রইলে কেন? হর্‌দম্‌ গাও, বেদম্‌ নাচ, দমাদম্‌ টানো—

১ম বা। আর কত গাইব? তিন দিন ধরে অনবরতই তো হ'চ্ছে—আর পারিনা বাপু!

কে। তা ব'ল্লে কি চলে বিবিজান? বাগানে কি আর একটুতে কাহিল হ'লে চলে? সব বুদ্দোর হ'য়ে প'ড়তে হবে, গলার স্বরবন্ধ হ'য়ে যাবে, চেহারা দেখ্‌লে কেউ আর মনিষ্যি ব'লে ঠাওর ক'রতে পারবে না, তবে তো লোকে বুঝবে যে বাগান ক'রে এল।

প্র। না কেশব—আর না ভাই—যথেষ্ট হয়েছে! এইবার খাইয়ে দাইয়ে এদের বাড়ী পাঠিয়ে দাও—আমরাও যাই চল।

কে। অ্যাঁ—সেকি—এর মধ্যে?

প্র। আবার এর মধ্যে কি ভাই? তিনদিন কেটে গেল—আরও ভাল লাগে?

কে। তোমার না ভাল লাগে, তুমি সটান বাড়ী যেতে পার—কেউতো তোমায় মাথার দিব্যি দিয়ে ধ'রে রাখেনি দাদা!

গুল। কেন গো? মাগের বিচ্ছেদ বুঝি তিনটে দিন আর সহ্য হয়না? বাবা—বলিহারি তোমাদের ঢং; মন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।

প্র। দেখ গুলজার! তোমাকে আমি দশদিন বারণ ক'রে দিয়েছি—তুমি আমাকে আমার নাম দিয়ে যা' ইচ্ছে তাই বল, কিন্তু কখন ও পাপমুখে, এ নরকসদৃশ স্থানে সে স্বর্গের দেবকন্যার নাম উচ্চারণ ক'রনা।

গুল। কেন গো বাবু. গায়ে তোমার ফোস্‌কা প'ড়বে নাকি?

প্র। না—ফোস্‌কা প'ড়বে না—মাথায় বজ্রাঘাত হবে, মুখ পুড়ে যাবে—বুক ফেটে এই দণ্ডেই আমার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। জান কি গুলজার—কি মহাপাতক ক'চ্চি—কেমন ক'রে জেনেশুনে নরকের পথে অগ্রসর হ'চ্ছি—পাপের মাত্রা দিন দিন কি রকম বৃদ্ধি ক'চ্চি? গর্ভধারিণী জননী রুগ্নশয্যায় শায়িতা—পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী সরলা বালিকা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার আগমন প্রতীক্ষা ক'চ্চে—এ সমস্ত উপেক্ষা ক'রে এ আমি কি কচ্চি?

কে। নাও নাও প্রবোধ! ছিঃ—ও সব কথা কি এখন কইতে আছে? আমোদ কর—আমোদ কর! বাড়ীর কথা বাড়ীতে ব'সে হবে এখন! এখানে ও সব কি? ছিঃ! নাও—মনটা খারাপ হ'য়ে থাকে—এক পাত্র ভাল ক'রে টেনে নাও দিকি!

প্র। দাও—তাই দাও! বড় জ্বালা উঃ! আমোদ ক'র্ত্তে এত চেষ্টা ক'চ্চি, তবু যেন প্রাণের ভেতর কিরকম হ'চ্ছে! (মদ্য-পান) কেশব! একটা কথা ব'লতে পার—বেশ্যাবাড়ী যা'রা যায়, তা'রা কি সকলে যথার্থ আমোদ পায়?

না—আমার মতন তাঁদের প্রাণে দিবানিশি নিরানন্দের—অশান্তির আগুণ জ্বল্‌তে থাকে?

কে। আরে কি বলে? হ্যঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ, আমোদ ক'ল্লে আর আমোদ হয়না? হ্যা—হ্যা—হ্যা—আমোদ যদি ক'রবোনা মনে ক'রে থাক—তা হ'লে স্বর্গে গেলেও তো ফুর্ত্তি হবে না বন্ধু! যেখানে যেমন—সেখানে তেমন! মেয়েমানুষের বাড়ীতে এসে কেবল হাসি—কাশি, হররা—গট্‌রা, গাওনা, বাজনা, নাচনা—ফেরনা, মাল—ঝাল, ব্রাণ্ডি আর রেণ্ডী হ্যা—হ্য ——হ্যা—

প্র। ঠিক বলেছ! গুলজার—রাগ ক'ল্লে ডিয়ার?

গুল। যাওনা বাবু—আর আমার সঙ্গে কেন? আমার একটা কথাতো আজকাল তোমার বিষবোধ হয়! এখন কি আর সে দিন আছে?

প্র। না—না—হঠাৎ রাগ করাটা আমার অন্যায় হয়েছে!

কে। যাক্‌—যাক বিবি—মাপ্ ক'রে ফেল! মাঝে মাঝে রাগ, মান, অভিমান—এ'সব হ'ল পীরিতের বরণডালা! নাও—নাও প্রবোধ—একপাত্র গুল্‌জারকে দাও! ওগো সোণার যাদুরা! তোমরা অমন নীলগিরির মতন অচল অটল হ'য়ে ব'সে রইলে কেন? একটু আধটু তান টান ধর।

১মা বা। বাড়ী যা'বার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দাওনা কেশব বাবু! মাইরি—তিনদিন বাড়ীছাড়া—হ্যাঁ—মা কত ব'ক্‌বে বল দিকি—হ্যাঁ—

কে। কেন বাবা—জোনাজ্ঞতিকে কর্‌করে পঁচিশটে ক'রে টাকা গুণে দিয়ে তবে নিয়ে এসেছি, তোমার সতীলক্ষ্মী মা

ঠাকুরুণ্ তা'তে রাগ ক'রবেন কেন? বাবা—তিন দিন কি? যে বাজার পড়েছে—তিন মাসে কি পঁচিশ টাকা নগদ রোজগার হয় চাঁদ?

গুল। আঃ থামনা কেশব? গা লো গা—খাবার দাবার সব তৈরি হয়েছে!

বারা-গণ।

গীত।

ভুবনভোলানো মোহন সাজে, মোরা সবে মিলি সেজেছি সই।
মদনবিহ্বল, তনু ঢল ঢল, আকুল নাগর দেখলো অই॥
অঙ্গে সারি সারি ফুলহার পরি,
মনোমত করি বেঁধেছি কবরী,
অলকে তিলকে, সাজিয়ে পুলকে, আমরা সজনী পুরুষজয়ী;
মজেনা ভোলেনা দেয়নাকো ধরা—হেন অরসিক আছেলো কই॥

প্র। বা—বা—অতি চমৎকার!

কে। প্রাণ একেবারে মজগুল্ হ'য়ে গেল! এইবার গরম আসরে—গুলজার! তুমি একখানা—তুমি একখানা—

গুল। আবার আমি—আমায় কেন?

কে! আর কথাটী নয়—সুরের ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকৃছে—চালাও চালাও—

গুল। আঃ বাবা—তুমি এতও জান!

গীত।

প্রাণের কথা, বলিগো তা'রে, শুনেও সে তো শোনেনা।
মরমের ব্যথা, জানাই কাতরে, বুঝেও সে তো বোঝেনা॥

শুধু, চকিতে চাহিয়ে, নয়ন জুড়াব, তাহাতেও বাদী সে,
এ, দারুণ পিয়াসা, মিটাইল না গো, ফিরাইল হতাশে,
আমার, ঝর ঝর বারি ঝরে দুনয়নে, দেখেও সেতো দেখেনা ॥
এ কুসুমহৃদয়, তাহারে যতনে, দিলাম গো উপহার,
সে, দলিল চরণে, নিঠুর পরাণে, কাঁদিল না প্রাণ তার ;
আমি, তা'রই তরে, দুঃখ সহি এত, তবু, মনতো মানা মানেনা ॥

(পতিতপাবনের প্রবেশ)

প। খাবার দাবার সব তৈরি—

শুল্। এর মধ্যে সব তৈরি ? দেখেছ বাবু—পতিতপাবন না হ'লে কোন কাজই হয় না !

কে। তাতো সত্যি—বড় প্রভুভক্ত !

প্র। এতো শিগ্‌গীর খাবার তৈরি হ'লো পতিত ?

প। আজ্ঞে—আমি যখন রয়েছি তখন আপনার ভাবনা কি বাবু ? যা—হুকুম ক'র্‌বেন—চখের নিমিষে তাই হাজির করবো।

কে। হুঁ—হুঁ—বাবা—গয়লার ছেলে—বাঁটটানা হাত—পাকা কেমন !

প। হাতের কথা আর বোলোনি কেশববাবু ! কাট্‌লিস্ ভাজতে গিয়ে একেবারে কি রকম পুড়িয়ে ফেলেছি দেখনা !

শুল। কৈ দেখি—দেখি—(হাত দেখিয়া) সত্যিইতো—আহা-হা।

কে। বাছারে !

প্র। একটু ব্রাণ্ডি দাওনা—

কে। একটু হাতে দে—একটু পেটে দে—নে---খা---

প। আজ্ঞে।

শুল। খাওনা—লজ্জা কি ? বাবু তোমাকে কত ভালবাসেন—

তা জান পতিতপাবন? ন'ড়তে—চ'ড়তে তোমার সুখ্যাতি আর বাবুর মুখে ধরেনা।

প। না—না—আমার বড় লজ্জা করে—

গুল। ওগো—তুমি একবার বলতো! আহা—বেচারি খেটে খেটে প্রাণটা খোয়াতে বসেছে—একটু খেলে হাতের যাতনাটা কম পড়বে এখন!

প্র। খাওনা পতিতপাবন—তাতে দোষ কি?

প। আজ্ঞে—বাবু যখন ব'লছো তখন খাব বৈকি! (মদ্যপান)

কে। আচ্ছা গুলজার—তোমার তো ছেলেপুলে হ'লনা—পতিতপাবনকে কেন পুষ্যিপুত্তুর নাওনা. "মা মা" বলে তোমার আঁচল ধ'রে ঘুরবে এখন—

গুল। কি ইয়ারকি কর কেশববাবু! হ্যাঁ—গা জ্বলে যায়! যাও পতিত, খাবার দাওগে। ওলো আয় ভাই—তোদের খাইয়ে দিইগে!

(গুলজার, পতিত ও বারাঙ্গনাগণের প্রস্থান)

প্র। কেশব! দোকানের হিসেবপত্র ঠিক রাখা হ'চ্ছে? আমি তো ভাই কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনা!

কে। আরে—ভাব্‌ছ কেন? আমি পাই কড়া ক্রান্তি অব্‌ধি সব ঠিক রেখেছি দাদা! হিসেবের কড়ি কি বাঘে খেতে পারে? তবে—এ'মাসে কিছু খরচটা বেশী হ'য়ে গেছে।

প্র। কেন—দোকানের ক্যাস্‌ থেকে কিছু খরচ করেছ নাকি?

কে তা'নইলে এ'দিক্‌কার এত খরচ কোথা থেকে চ'ল্‌তো? মদ খেলেতো তোমার জ্ঞান থাকেনা। তখন "লেয়াও

টাকা—নেয়াও টাকা" ক'র্‌তে থাক—কাজেই খর্‌চা হবে বৈকি বন্ধু!

প্র.। দোকানের টাকা থেকে তোমায় খরচ ক'রতে বলেছি!

কে। বলনি দাদা? তবে কি আমি অতগুলি টাকা চুরি ক'রেছি? মহাভারত! পরের টাকায় লোভ যে করে—সে শালা—দাদা!

প্র। কত টাকা ক্যাসে (short) সর্ট হলো!

কে। ঐ তো তোমার বদ্‌ রোগ! মেয়েমানুষের স্থানে যত বাজে কথা! হিসেব তো আর পালাচ্ছেনা ভাই! এখন এস একটু খাও!

(শশী ও মাধবের প্রবেশ)

শ। খাও বাবা—এক্‌লা এক্‌লা খুবই খাও! আমাদের আর খেয়ে কাজ নেই!

প্র। কিহে! এক ঘণ্টার ভেতর আস্‌ছি ব'লে এত দেরি?

মা। আরে দাদা—মহাবিপদে প'ড়ে গিয়েছিলুম আর কি!

প্র। কেন—কেন—কি হয়েছে?

শ। রসো দাদা, একটু ঠাণ্ডা হই! অনেকটা পথ পাঁওদলে এসেছি! মাগিগুলো কোথায়? (বসিয়া মদ্যপান)

কে। খিচুনী খাচ্ছে—ভোর রাত জাবর কাট্‌তে হবেত'!

প্র। তা'রা খেতে বসেছে! হ্যাঁহে—বদি খুড়ো, বিপিন—এরা এলনা?

মা। বদি খুড়ো হাঁসপাতালে—বিপিনও বোধ হয় বাহাদুরী ক'র্ত্তে তা'র সঙ্গে গেছে—

প্র। কেন—কেন?

শ। আরে—শালা বেধড়ক মাতাল—একখানা মটর-কার যাচ্ছিল দেখে কেমন (feelings) ফিলিংস্ চেগে উঠলো—যেমন তেড়ে ধ'রতে যাবেন, অম্নি পা পিছ্‌লে দড়াম্—একখানি ঠ্যাং অম্নি আস্ত কাট্‌লেট্—

প্র। আঁ্যা—সেকি—বল কি?

মা। আর বল কি! অত মাতাল হ'লে ঐ রকম একটা হবে বৈকি!

প্র। তোমরা তা'কে ফেলে চ'লে এলে কি রকম?

শ। ঐ রকম! তোমার কি ইচ্ছে—আমরাও এক এক ক'রে, মটরের চাকার তলায় ঠ্যাংগুলো বাড়িয়ে দিই?

প্র। না—না—তা ব'লছিনা! তবে—সেকি রাস্তায় প'ড়ে রইল নাকি?

মা। তুমি কি কচি খোকা নাকি হে প্রবোধ? কল্‌কাতার সহরে কেউ গাড়ী চাপা প'ড়ে রাস্তায় প'ড়ে থাকে দেখেছ? যেই পড়া, অমনি লোকে লোকারণ্য! বরাতক্রমে সেই রাস্তায় সুকুমার বাবু ছিল, সুরেশ ছিল—তা'রাই মুড়্‌লি ক'রে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'চ্ছে দেখ্‌লুম!

(নিমাইয়ের সরোদনে বেগে প্রবেশ)

নিমা। (প্রবোধের নিকট গমন করিয়া) দাদাবাবু—ও দাদাবাবু—

সকলে। আরে বাবা—এ কেরে।

প্র। কি—কি—নিমু ভাই—কি হয়েছে?

নিমা। শিগ্‌গীর বাড়ী চল, দাদাবাবু! মা মরে যাবে—ও দাদাবাবু—

প্র। আঁ্যা—নিমাই—মার কি অসুখ বেড়েছে?

নিমা। শিগ্‌গ্যীর এস—ডাক্তার বাবু চুপি চুপি ব'ল্লে গঙ্গায় নিয়ে যেতে—স্থকুমার বাবু কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো—

প্র। অঁ্যা—মা—

কে। আরে—কোথা থেকে এ শালা পাগ্‌লা এলোরে! বেরো এখান থেকে—

নিমা। ও দাদাবাবু—শিগ্‌গ্যীর চল—নইলে বুঝি দেখা হবেনা! আমি ক'দিন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি—ভাগ্যে বিপিনটা বাগানবাড়ী দেখিয়ে দিলে—তাই আমি এসেছি—

প্র। চল যাচ্ছি—উঃ—হা জগদীশ্বর!

কে। আঃ—কোথায় যাচ্ছ হে প্রবোধ? ও বেটা পাগ্‌লা—বাজে পট্টী মেরে তোমাকে ভুলিয়ে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে—বস—বস।

নিমা। ছেড়ে দে ব'ল্‌ছি—শালার বেটা—ছেড়ে দে রাক্ষসেরা! আমার দাদাবাবুকে আমি নিয়ে যাব, তোদের বাবার সাধ্যি কি আট্‌কাবি—

কে। ওরে বাবারে—শালা কে গো!

(গুল্‌জারের পুনঃ প্রবেশ)

গুল। হ্যাগা—কে এ পাগ্‌লাটা? একেবারে আমাদের সব ধাক্কা মেরে—জোর ক'রে এখানে এল? দরোয়ানকে বলনা—দূর ক'রে দেবে—

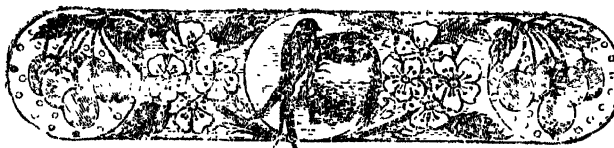
প্র। শুধু ওকে নয়—ঝাঁটা মার্ত্তে মার্ত্তে আমাকে শুদ্ধ ওর সঙ্গে দূর কর—আর যেন এমুখো হ'তে না পারি! আয় নিম্ ভাই—

গুল্। কেন—হঠাৎ আবার কি হ'ল? এ কে? তোমার ভাই হয়?

প্র। ও আমার সব! ও আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র,

কন্যা—ও পাগলবেশী আমার ইষ্টদেব—আমার ইহলোক, পরলোকের মঙ্গলময় দেবতা! নারকী তোমরা, পিশাচী তোমরা, রাক্ষস রাক্ষসী তোমরা—এ বাহ্যিক কদাকার দেব-হৃদয় পাগলকে তোমরা চিন্‌তে পারবেনা! গুল্‌জার! ছেড়ে দাও—আমি কুহকিনীর মোহিনামন্ত্রে বুঝি জন্মের মতন মাতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত হই!

(প্রবোধের নিমাইকে লইয়া বেগে প্রস্থান)



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ধরণীধরের নূতন বাড়ীর বৈঠকখানা।

কেশব ও কনক।

কে। আমার কাছে লুকোলে চ'ল্‌বে কেন ভাই ? জ্যোতিষশাস্ত্রে আমি একজন (medalist) মেডেলিষ্ট্! ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অতীত কাল পর্য্যন্ত সমস্ত আমার নখদর্পণে!

ক। কি লুকুচ্ছি ভাই ? তোমার কাছে লুকিয়ে আমি পার পাব ?

কে। হুঁ—হুঁ—হেমাঙ্গিনী সুন্দরীর সঙ্গে আজকাল কি রকম প্রেম খেলাটা চ'লছে ? বেশ ভাই বেশ—আমিই সব শিখিয়ে প'ড়িয়ে দিলুম—আমিই চখে আঙ্গুল দিয়ে চারের মাছ দেখিয়ে দিলুম—এখন নিরিবিলি টোপ্‌টী ফেলে, মাছটী গেঁথে বেশ খেলাচ্ছ—কেমন ?

ক। কি করি বল দিকি ভাই—কিছু ঠাউরে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা ! ঘরে বাইরে মিছিমিছি যা' কলঙ্ক উঠেছে—তা' আর কি

ব'লবো! মাগ তে, উঠ্‌তে ব'স্‌তে হিমুর নাম দিয়ে আমাকে খোঁটা দিচ্ছে। লজ্জায় হিমুও আমাদের বাড়ীতে আসেনা—আমিও তাদের বাড়ী যেতে পারিনা।

কে। খেলেনা—ছুঁলেনা—শুধু শুধু কলঙ্কটা নেবে দাদা?

ক। পাগল! আমি কি তার না যোগাড় ক'চ্ছি?

কে। কি রকম—কি রকম—শুনিনা! দ্যাখ—আমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কোন কাজ ক'র'না! ফ্যাঁসাদে প'ড়বে—অথচ কোন ফল হবে না।

ক। লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের ঝি বেটীকে ঘুষ দিয়ে হিমুর সঙ্গে খুব চিটিপত্র চালাচালি ক'চ্ছি!

কে। বটে! তবে তো কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছ। তা'হ'লে একদিন রাত্রে চুপি চুপি দেখা করবার বন্দোবস্ত ক'রনা।

ক। কোথায় দেখা করি বল দিকি?

কে। সে আমি স্থান যোগাড় ক'রবো—তা'র জন্যে তুমি ভেবোনা! সে আসতে রাজি হবে তো?

ক। এক্ষুণি—এক্ষুণি—কেবল একটা নিরিবিলি আস্তানা যোগাড় হ'লেই হয়।

কে। ঐ ময়রাদের দরুণ পোড়ো বাড়াটা—বেশ কাছে পীঠে হবে, সেইখানে নিয়ে যেতে পার?

ক। ও বাবা—সেটা যে ভূতের বাড়ী!

কে। তুমি ছোক্‌রা এখনও অতি কাঁচা আছ দেখ্‌ছি! এ'সব অতি গুহ্য ভৌতিক ব্যাপার, অদ্ভুত কাণ্ড! এ'সব কার্য্য সমাধান ক'র্ত্তে হ'লে ভূতপ্রেতের শরণাপন্ন হ'তে হয়। ভূতের বাড়ী না হ'লে নরলোকে পেত্নী শাঁখচুন্নি আসবে কি ক'রে?

ভূত ব'লে কি আলাদা একটা জিনিস আছে? তুমি আমি—এরাইতো সব ভূত!

ক। না ভাই,—আমার বড় ভয় করে!

কে। এহে-হে-হে—নেহাৎ নাবালক! বেশতো—আমি আগে থাক্‌তে গিয়ে সরঞ্জাম ক'রে ব'সে থাক্‌বো এখন—

(বিপিনের প্রবেশ)

বি। আর আমিও তোজদান বন্দুক নিয়ে যাব এখন, এর আর ভয় কি কনক?

কে। এই দেখেছ—এ শালাও একটা মহাভূত—আবাগের ব্যাটা ভূত!

ক। কি হ'ল বিপিন? সব ঠিক্‌ঠাক্‌?

বি। সেতো ঠিক। কিন্তু মজাটা মা'রবার বেলায় কেশব, আর খাটুনির বেলায় আমি?

কে। কেনরে শালা—আমি এর মধ্যে কি মজা মাল্লুম?

বি। হুঁ হুঁ বাবা—ও বাড়ীর হেমাঙ্গিনী অভিসারে আসছে—আড়াল থেকে সব শুনিছি! অমন মেয়েমানুষটাকে খাগাচ্ছ—আমাকে ফাঁকি?

ক। ছিঃ ছিঃ বিপিন—ভদ্রলোকের মেয়ের নামে অমন অপবাদ দিওনা! হিমুর একটা কি বিশেষ দরকার আছে—তাই চুপি চুপি আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চায়! তুমি বন্ধু হ'য়ে এমন কুকথা ব'লছ?

কে। আরে—এ শালার অতি ছোট মন! হিমুকে ও দিদি বলে জানিস্?

বি। তুমিও তো গুলজারকে মাসী বল। আবার—প্রবোধ যখন না থাকে, তখন তার (place occupy) প্লেস্ অকুপাই কর! বাবা— লম্পট শালাদের কি আর সম্পর্কে কিছু বাধে? বাগে পেলে শালাদের—বিশেষতঃ তোমার মতন শালা পাতি লম্পটদের—কে জানে মাসী, কে জানে পিসী—মজা হ'লেই হ'লো।

কে। শালা চটেছে রে চটেছে! ছিঃ বিপনে—তুই আমার ছোট ভাই—তোর সঙ্গে একটু ইয়ারকি ক'ল্লুম—বুঝলিনি?

বি। হ্যাঁ—ছোট ভায়ের মতন তা আর একবার ক'রে ব'লতে? তা নইলে আর কথায় কথায় শালা ব'লছ?

ক। না না বিপিন—রাগ ক'রনা! তোমার কাছে লুকুচ্ছিনা ভাই! আগে আমরা ঠিক করি—তা'রপর একসঙ্গে আমোদ ক'রবো। প্রথমদিন বেশী লোকজন দেখ্‌লে—সে ছেলে-মানুষ ভড়্‌কে যাবে যে! এখন এদিককার কথা কি হ'ল বল।

বি। সুকুমার বাবু এখুনি রাজী—তিনি টাকা নিয়ে ব'সে রয়েছেন! ব'লছেন—তুমি শেষ না পেছিয়ে যাও!

কে। আরে পেছোবে কেন? কাগজপত্র তো ওর কাছেই রয়েছে—এখুনিই নিয়ে যাই চলনা। কি বলহে কনক?

ক। হ্যাঁ, তা' সব আমার কাছে আছে—কিন্তু ভাব্‌ছি, বাবা যদি হঠাৎ জান্‌তে পারেন?

কে। টাকা (payment) পেমেণ্টের আগে জানবে কি ক'রে? নিলেমে ডাক্‌বার সময় ভুঁইগড়া জমিদারিটা সম্পূর্ণ তোমারি নামে ক'রে দিয়েছেন। উকিলের বাড়ীতে সে দিন শুবে

শুন্‌লে কি? তোমার বেচবার, বাঁধা দেবার (sole right) সোল্‌ রাইট্‌ আছে; এর সঙ্গে তোমার বাপের কোনও সম্বন্ধ নেই। তবে আর জানাজানি হ'বার (chance) চান্স্‌ কি?

ক। (payment) পেমেণ্ট্‌ হ'য়ে গেলে জানাজানি হ'লেই বা, তখন আর আমার কে কি করে?

বি। তা' যদি ঐ দশ হাজার টাকায় বেচ্‌তে রাজী হও—তা'হ'লে কাল খেয়ে দেয়ে দশটার সময় সুকুমার বাবুর সঙ্গে (Registry) রেজিষ্ট্রী আফিসে যেও।

ক। আমি একলা যেতে পার্ব্বনা,—কেশব থাকবে তো?

কে। আল্‌বৎ—আমায় থাকতে হবে বৈকি! সুকুমারটা কিন্তু আমার সঙ্গে কথা কয়না! শুন্‌ছি—প্রবোধকে দোকানের হিসেবপত্র দেখবার জন্যে খুব লওয়াচ্ছে! আজকাল প্রায় সন্ধ্যার সময় ব্যাটা নিজে দোকানে গিয়ে বসে, খাতাপত্র দেখে। "এতটাকা (short) সর্ট্‌—এ টাকা কোথায় গেল—" কেবল এই ক'চ্ছে। মর্‌ শালা—প্রবোধের মা মরবার পর ব্যাটা যেন তা'র (Guardian) গারজেন্‌ হ'য়েছে!

ক। লোকটার (Moral character) মর‍্যাল ক্যারেক্‌টারটা খুব ভাল!

কে। ছাই ভাল! অত বড় বুড়োমদ্দ বে থা করেনি—অমন ফিট্‌ ফাট্‌ বাবু—হাতে অগাধ পয়সা—ওর বুঝি তুমি মনে ঠাওরাচ্ছ একটা বাঁধা মেয়েমানুষ কোথাও নেই? আমি গঙ্গাজলি ক'ল্লেও বিশ্বাস করিনা!

বি। তা ক'রবে কেন? তুমি কখনও লোককে ভাল মনে ক'র্ত্তে

পার? "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।" কালো চস্‌মা চখে প'রেছ দাদা, দুনিয়ার সবই কাল দেখ্‌বে বইকি!

কে। চুপ্‌ কর্‌ শালা ভণ্ড! ভারি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! মর্‌ ব্যাটাচ্ছেলে! আমাদের সঙ্গে সমানভাবে মাল টান্‌ছেন, মেয়েমানুষের বাড়ী যাচ্ছেন, এয়ারকি দিচ্ছেন—আবার লোকের কাছে ভালমানুষি জাহির ক'চ্ছেন!

বি। হ্যাঁ দাদা—যখন বিধাতার চক্রে তোমাদের দলে প'ড়ে গেছি, তখন মানুষের গণ্ডীর বাইরে এসেছি বটে! কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী দাদা—ঘেন্না জন্মে গেছে। দেখলুম যে, ভদ্রলোকের ছেলের অসৎসঙ্গের চেয়ে অধোগতি আর কিছুই নেই। ইস্কুলে প'ড়ছিলুম—ফুট্‌বল্‌ টেনিস্‌ খেল্‌ছিলুম—সন্ধ্যের পর সোণার চাঁদ হ'য়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে আপনার পড়াশুনা ক'চ্ছিলুম। কি শুভক্ষণেই তোমার মতন রত্নের সঙ্গে বিডন্‌ গার্ডেনে হু'টান সিগারেট টান্‌বার লোভে আলাপ ক'রেছিলেম—ব্যস্‌—একেবারে কাজের বা'র—ষাঁড়ের গোবোর—(vagabond) ভ্যাগাবণ্ড্‌ হ'য়ে, ছোট লোকের ছেলেদের মতন বেড়াচ্ছি! জানিনা—কবে ভগবান সে মনের জোর দেবেন যে, তোমাদের মতন বন্ধুবর্গের সংসর্গ হ'তে নিজেকে জন্মের মতন বিচ্ছিন্ন ক'রতে পারবো!

ক। আহা-হা—কি কর বিপিন? সকল কথায় চ'ট কেন?

বি। না ভাই—সব সময় মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনা। এখন আমি চল্লুম, সুকুমার বাবুকে গিয়ে বলি, কাল তুমি দশটার সময় খেয়ে দেয়ে ওঁদের বাড়ীতে যাবে।

কে। রাগ করিস্‌নি বিপিন, তুই আমার (my dear friend) মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড—

বি। থাক্‌না—কাজ কি আর বেশী ন্যাওটাপণায় ?

(বিপিনের প্রস্থান)

ক। বেজায় চটেছে!

কে। চটুক্ শালা—আবার মদের বোতল খুল্‌লেই সুড় সুড় ক'রে এসে জুটবে! মোদ্দাৎ বলছিলুম কি—তুমি অত কম টাকায় ভুঁইগড়া জমীদারিটা বেচবে ?

ক। বেচে ফেলাই ভাল, বুঝলে কিনা! যা পাওয়া যায় তাই লাভ। ওটাতো আর বাবাকে ওর সিকিগুণ টাকা দিয়েও কিন্‌তে হয়নি, তা জানতো ?

কে। হ্যাঁ—তা আর জানিনা ? কিন্তু তোমার বাবা শুন্‌লে খুব লাফাতে থাকবে—কি বল ?

ক। চুলোয় যাক্—মরুক্—আমার বড় ব'য়ে গেল ? টাকাটা হাতে এলে বাঁচি ভাই—তু'পয়সা খরচ ক'রে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি! ব'লবো কি—এমন অবস্থা ক'রেছে, এক প্যাকেট্ সিগারেট্ কিন্‌তে হ'লে দশবার মার খোসামোদ ক'রতে হয়! এক দিন থিয়েটার দেখতে যেতে পাইনা। দশ হাজার টাকা! খুব আমোদ করা চ'ল্‌বে—কি বল ?

কে। হ্যাঁ—কিছুদিন ন্যাওট্ ফূর্ত্তি চ'লবে! তা'রপর ঈশ্বর ইচ্ছায় কর্ত্তামশায়ের ভালমন্দতো হবেই—ব্যস্—তখন (I am monarch of all I survey) আই অ্যাম্ মনার্ক্ অফ্ অল্ আই সার্ভে! তা যাক্, (programme) প্রোগ্রেমটা

মনে মনে কি ঠাউরেছ বল দিকি? হিমুকে একটা বাগান বাড়ীতে নিয়ে গিয়েতো রাখতে হবেই!

ক। ব'লে ক'য়ে দেখ্‌বো ভাই—কিন্তু ও কি রাজি হবে? তা' হ'লে কিন্তু বেশ মজা হয়—কেমন? কিন্তু সেটা বহুদূরের কথা, হঠাৎ তো কিছু ক'রতে পার্ব্বো না! তবে একটা বড় ভয়ানক ঝোঁক আছে, তোমায় ব'লতে সাহস হ'চ্ছে না।

কে। এঁ্যা—আমায়—আমায়? এমন কি কথা তুমি ব'লতে ভরসা করনা? ওরে বাপরে—আমি যে দম্‌ ফেটে ম'লুম। বল—বল!

ক। বলবো? না—থাক্‌!

কে। কনক—কনক! আমায় তুই কাঁদাবি? উহুঃ হুঃ হুঃ——

ক। আচ্ছা ব'লছি—কিছু মনে ক'রোনা। প্রবোধ দাদার গুল-জারটী বেশ গায়—একদিন একখানা গান শুন্‌তে পাইনা?

কে। এই কথা? অতি তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ! গুলজারের গান শুন্‌বে? কবে বলনা—আজই?

ক। না না—প্রবোধ দাদাতো দিনরাত সেখানে থাকে! তা'র সাম্‌নে কি ক'রে যাব?

কে। তোমার প্রবোধ দাদার ওদিকে মুড়ো মরে এসেছে! আজ কালতো একদম্‌ই যাচ্ছেনা! তা'র মা মরার পর ওমুখো হয় না। গুলজার তো এখন তাকে তাড়াতে পাল্লে বাঁচে।

ক। সত্যি নাকি——মাইরি?

কে। মাইরি! তোমাকে পেলে সে লুফে নেবে।

ক। প্রবোধ দাদা কত টাকা করে দেয়?

কে। দিত'—দুশো টাকা মাসে। তা প্রায় পাঁচ মাস হ'ল কিছু

দেয়নি। সেই জন্যে মাগী একেবারে খড়্গহস্ত হ'য়ে রয়েছে। ব'লেছে, টাকাটা আদায় করে নিয়ে দূর ক'রে দোবো!

ক। আচ্ছা কেশব—আমি যদি পাঁচ ছ' মাসের বাকী টাকাটা দিই—তা হ'লে?

কে। তা'হ'লে (His services are no longer required) হিজ সার্ভিসেস্ আর্ নো লংগার রিকোয়ার্ড! আর তুমি তখন গুল্‌জারের (father mother gander goose) ফাদার মাদার গ্যাণ্ডার গুজ!

ক। দূর পাগল!

কে। আরে দাদা—তোর প্রেমেই আমি পাগ্‌লা মেরে গেছি!

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রবোধের অন্তঃপুর।

নির্ম্মলা ও হেমাঙ্গিনী।

হে। বলি, কিগো বৌদি! এখানে বসে র'য়েছ—আর বামুন ঠাক্রুণকে বল্লেনা—রাত্রে দাদার লুচি হবে কি না?

নি। কেন ঠাকুরঝি—লুচি হবেনা কেন? উনিতো খাবেন না বলেননি?

হে। উনি আর খাবনা বলেন কবে? রোজই খাবার ঢাকা থাকে, সকালে উঠে দেখি—যেমন খাবার ঢাকা তেমনিই রয়েছে! খাবে কে? অর্দ্ধেক দিন খাবার মানুষই ঘরে থাকেনা!

নি। কই—আজকালতো আর খাবার নষ্ট হয়না! উনি দশটার সময় বাড়ী এসে প্রত্যহ খান তো!

হে। হাঁ—এই জ্যাটাইমা মরার পর দু'মাস দেখছি, বাড়ী আসছেন! বাবা—খুব যাহোক! পয়সা নষ্ট—গতর নষ্ট—তাই কি একদিন? রোজ রোজই!

নি। ঠাকুরঝি! যাঁর পয়সা—তিনি যদি নষ্ট করেন—তা'তে তোমার আমার ক্ষতি কি ভাই?

হে। ক্ষতি আমার আর কি বল? তবে, একসঙ্গে থাক্‌তে হ'লেই ব'ল্‌তে হয়। অন্যায় দেখে না ব'লে চুপ করে কে থাক্‌তে পারে বৌদি? এই যে আমি—কিছু জানলুম না শুনলুম না—কোন

দোষে দোষী হ'চ্ছিনা।—সর্ব্বনাশী গতরখাকী শতেকখোয়ারীরা আমার নামে কত বদনামই দিলে! একটু লোকালয়ে দুদণ্ড বেড়াতে যেতুম—হাঁফ ছাড়তে যেতুম—তাস খেলতে গল্প করতে যেতুম—মিথ্যে গুজব তুলে আমাকে পিঁজরেতে বদ্ধ করে রেখেছে!

নি। কে ভাই তোমার নামে মিছে বদ্‌নাম দিলে? তুমি সোমোত্ত বিধবা—এ রকম ক'রে যা'র তা'র বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া তোমার উচিত কি? মেয়েমানুষেকে অনেক সাবধানে থাক্‌তে হয়! মেয়েমানুষের একটু ছুতো পেলেই—লোকের স্বভাব—তা'কে বাড়িয়ে নানা কথা রটায়! নিজে সাবধান হ'লে আরতো কোন গোল থাকেনা।

হে। বদ্‌নাম দিলেতো বড় ব'য়েই গেল! আমি কারুর কথা গ্রাহ্যই করিনা। কে কত বলে বলুকনা! আমি কাণে না তুল্লেই হ'ল! এই যে দাদা কি কচ্ছে? বাড়ীর বাইরে রাত কাটাচ্ছে—বাগানে গিয়ে কত আমোদ ক'চ্ছে--বাড়ী এসে কোন দিন বা নর্দ্দামার ধারে বসে হুড় হুড় করে বমি ক'চ্ছে? তিনটে রাত্রে মাথায় জল ঢালছে—কে কি দাদার ক'চ্ছে—আর দাদাই বা কা'র ক'থায় কাণ দিচ্ছে? আমারও যা খুসী তাই ক'রবো—লোকের কথায় আমি খ্যাংরা মারি!

(হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)

নি। মা ভগবতি! একি আমার পূর্ব্বজন্মের শাস্তি? কিম্বা হত-ভাগিনীকে সংসারপরীক্ষানলে নিক্ষেপ ক'রে নিজের লীলামাহাত্ম্য প্রকাশ ক'চ্ছ! কিন্তু আর কেন—আর কেন

জননি ? যথেষ্টতো হ'য়েছে—এখনও কি শেষ হয়নি ? শৈশবে মাতৃহারা—পিতা নিরুদ্দেশ ! পিতৃকুলের কেউ নেই যে দু'দণ্ড গিয়ে মনের শান্তি লাভ করি ! জননীর অধিক শ্বাশুড়ী ছিলেন—তিনিও চলে গেলেন ! আর যাঁর জন্য রমণীদেহ ধারণ ক'রে এখনও সংসারে রয়েছি, এখনও পাপপ্রাণ ছারদেহে রয়েছে, তাঁর এমন অবস্থা—এমন মতিগতি কেন দিলি মা ? অমন দেবচরিত্র, অমন মহৎঅন্তঃকরণ, অমন সরলতা-পরিপূর্ণ হৃদয়ে একি পাপতৃষা আন্‌লি মা ? রক্ষা কর্ মা রক্ষা কর্ ! দীনা হীনা কাতরা অসহায়া অভাগিনী অকুল বিপদসাগরে আত্মহারা হ'য়ে তোমার চরণে আশ্রয় গ্রহণ ক'চ্ছে, মুখ তুলে চাও মা মুখ তুলে চাও !

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্র। নির্ম্মলা !

নি। এ্যাঁ—তুমি ? কি ব'লছ ? খাবার এনে দোবো ?

প্র। না। কি ভাবছিলে ?

নি। না—না--কি ভাববো ? তুমি এখনও বেরোওনি ?

প্র। না। সুকুমার বাবু আসছেন, তাঁ'র সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে, তাই অপেক্ষা ক'চ্ছি। কি ভাবছিলে ? আমার সঙ্গে আর ভাল ক'রে কথা কইবেনা ?

নি। কেন—কেন ? তোমার সঙ্গে কথা না কইব তো আমার ইহ-কাল পরকালে আর কথা কইবার কে আছে ? তুমি দয়া ক'রে আমায় পায়ে স্থান দিয়েছ—তাতেই আমার রমণীজন্ম সার্থক হ'য়েছে ! তুমি কি ভুলে যাচ্ছ—আমি জীবনে মরণে তোমার দাসী !

প্র। আমি অনেকক্ষণ ঘরে একা বসেছিলুম—তুমিত একটীবারও গেলেনা নির্ম্মলা! আমার মনে হ'ল, বুঝি আমার মুখ দেখতে তোমার বড় ঘৃণা বোধ হয়!

নি। ও কথা কেন আমায় বার বার শোনাচ্ছ? তা'তে যে আমার অপরাধ হয়! তুমি তো আমায় একবারও ডাকনি; আমি মনে ভাবলুম বুঝি তুমি ঘুমুচ্ছ—তাই সাহস ক'রে ঘরে ঢুকিনি।

প্র। নির্ম্মলা! তোমাকে কোন কথা বলবার আমার আর মুখ নেই। আমি পিশাচ—নরাকারে পশু—হিতাহিতজ্ঞানশূন্য—উন্মাদ—জীবন্মৃত! জেনে শুনে পাপ ক'চ্ছি, হাতে হাতে তা'র ফল পাচ্ছি. তবু পাপে আমার নিবৃত্তি নেই। আগুনে হাত দিয়ে হাত পুড়ছে—জ্বালা সহ্য কচ্ছি—আবার সেই আগুণ স্পর্শ ক'চ্ছি! নির্ম্মলা! আমার ইহকালও নেই—পরকালও নেই!

নি। এখনও মতিস্থির কর, এখনও পাপবাসনা পরিত্যাগ কর; আবার মনে শান্তি পাবে, আবার তোমার মঙ্গল হবে, আবার তুমি যা ছিলে তাই হবে!

প্র। না—আর উপায় নেই! আমার নিস্তার নেই, আমার মহা-পাপের মার্জ্জনা নেই। আছে কি? আমার মতন মহাপাপী কা'কেও দেখেছ কি? গর্ভধারিণী জননী—যাঁর অপেক্ষা গুরু, পূজনীয়া স্বর্গেও নেই—সেই মা আমার—শুধু আমার জন্যে—আমার ভাবনা ভেবে—কুলাঙ্গার পুত্রের অত্যাচারে জ্বালাতন হ'য়ে, হতাশে প্রাণত্যাগ ক'ল্লেন! ওহো-হো নির্ম্মলা! দশমাস দশদিন কঠোর জঠরযন্ত্রণা সহ্য ক'রে কত যত্নে যে সন্তানকে পালন করেছেন, মৃত্যুর সময়

কুলাঙ্গার পুত্র নরককুণ্ডে ব'সে পিশাচপিশাচিনীদের সঙ্গে আমোদে মত্ত! জগদীশ্বর! এত শাস্তি কি দিতে হয়? সচেতন অবস্থায় একবার তাঁ'র পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা চাইতেও অবসর দিলেনা? ওহোহো নির্ম্মল! আমার অদৃষ্টে অনন্ত—অনন্তকাল নরকবাস—এ আমি মনে মনে স্থির জানি!

(সুকুমার ও নিমাইয়ের প্রবেশ)

সুকু। দিনরাত্তির কি ঐ সমস্ত কথা কইতে হবে প্রবোধ? তোমায় নিয়ে তা'হ'লেতো বড় বিপদে প'ড়লুম দেখছি? হ্যাঁ মা—তুমিও কি ছেলেমানুষ হ'চ্ছ?

প্র। আবার ঘোমটা দিলে নির্ম্মলা? কা'কে দেখে? যিনি তোমার স্বামীর পিতার অধিক, যিনি যথার্থ তোমায় কন্যার অপেক্ষাও স্নেহ করেন, যাঁ'র হাওয়া গায়ে লাগ্‌লে তোমার স্বামীর মনুষ্যত্ব হয়তো আবার ফিরে আসতে পারে—তাঁ'কে দেখে তোমার লজ্জা করা কি শোভা পায়?

সুকু। না প্রবোধ—মা আমার ঘোমটা দিন আর নাই দিন, সন্তানের পক্ষে একই কথা! আমি ও'র গর্ভজাত সন্তান-তুল্য! মার পা'দুটী ছাড়া আমার আর কোনও দিকে চাইবার তো অধিকার নেই! মার পা'দুটী দেখতে পাই, সেই আমার পরম সৌভাগ্য! আর—কথা কইবার জন্যে নিমুভাই আছে!

নিমা। হ্যাঁ—তা বৌদি যে কথা আমার কাণে কাণে ব'লবে, আমি সব মনে ক'রে তোমায় বলে দিই, একটীও ভুল হয়না। আচ্ছা সুকুমার দাদা! বৌদি তোমাকে দাদা বলে, আর তুমি ওকে মা বল কেন?

সুকু। তোমার বৌদি যে আমার মা হন।

নিমা। তোমাকে পেটে ধরেছিল?

সুকু। হ্যাঁ—জিজ্ঞাসা কর।

নিমা। ইস্—কেমন করে? তুমি তো খুব মস্ত বড়—বৌদি তো ছোট—তোমাকে পেটে ধ'রলে কি ক'রে?

সুকু। তুমি কি এত বড়টাই তোমার মার পেটে ছিলে নিমভাই?

নিমা। তা বটে। তবে তুমি এই বাড়ীতে থাকনা কেন? আর একটা বাড়ীতে থাক কেন?

সুকু। সে কথা তোমার দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা কর। অত জেরা ক'ল্লে ধরা প'ড়ে যাব।

প্র। নিমভাই! তোমার সুকুমারদাদা মানুষ নন—দেবতা! পৃথিবীতে যাঁরা ওঁর মতন দেবতা, তাঁ'রা পরের স্ত্রীকে মা বলেন—মার মতন দেখেন।

নিমা। আমিও তবে পরের স্ত্রীকে মা বলবো! আমিও আজ থেকে বৌদিকে মা ব'লে ডাকবো! আমার ত মা বলবার কেউ নেই! মা মরে গিয়ে আজ দু'মাস কা'কেও মা ব'লতে পাইনি!

সুকু। আহাহা—কি সরলতা! নিমভাই! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক যেন তোমার হৃদয়ের কণামাত্রও অংশ পায়! তা'হ'লেও তা'দের সুখে দিন যাবে!

নিমা। সুকুমার দাদা! তুমি একটা বে কর, দাদাবাবু নইলে মা ব'লতে পাচ্ছেনা।

সুকু। তুমি ঘটকালী ক'রনা নিমভাই!

নিমা। এই কথা? আচ্ছা—শিগগীর ঘটকালি ক'চ্ছি! (ইঙ্গিতে

নির্ম্মলার নিমাইকে ডাকন) ঐ আমার নতুন মা ডাকছে— কি বলে শুনি !

নি। (নিমাইয়ের প্রতি চুপি চুপি কথন)

নিমা। সুকুমার দাদা ! তোমার মা—আমার নতুন মা—আজ এবেলা তোমাকে খেয়ে যেতে ব'লছে।

সুকু। আমিও বলবো মনে ভাবছিলুম—আপনা হ'তেই নেমন্তন্নটা হ'ল ! প্রবোধ তো আর খেতে টেতে বলেনা।

প্র। যেদিন পর ব'লে ঘৃণা ক'রে যাবে, সেদিন গিয়ে হাতে ধ'রে খোসামোদ ক'রে নেমন্তন্ন ক'রে আনবো ! এখন জানি— এ বাড়ীতে তুমিও যে আমিও সে !

নি। (নিমাইয়ের প্রতি চুপিচুপি) নিমাই ঠাকুরপো—শোন।

নিমা। চল।

(নির্ম্মলা ও নিমাইয়ের প্রস্থান)

প্র। বদি খুড়ো এ বেলা কেমন আছে ?

সুকু। ভাল নয়—যতদিন কাটে ততদিনই মঙ্গল। (case) কেস্ খুবই খারাপ—রক্ষা পাওয়া সঙ্কট ! (Amputate) এম্পুটেট্ ক'রে ভেবেছিলুম হয়তো সুরাহা হবে—

প্র। (Hospital) হস্পিটাল থেকে আনাটা ভাল হয়নি !

সুকু। কি ক'রবো ভাই ? রোগী ভয়ঙ্কর জেদ ধ'রে ব'সলো ! বলে হাঁসপাতালে আমায় মেরোনা—বাড়ী নিয়ে চল—বাড়ী গেলে আমি ভাল হব। কাজেই, ডাক্তারদের অনেক ব'লে ক'রে বাড়ী ফিরিয়ে আনলুম।

প্র। মদের পরিণাম ! পাপ ক'ল্লেই শাস্তি--এর আর বেশী কথা কি ?

সুকু। আচ্ছা একটা ঈশ্বরের সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখেছ, এত দেখে শুনে ঠেকেও তবু লোকে অপকর্ম্ম ক'রতে যায়!

প্র। অতি আশ্চর্য্য ভাই—মদ আর বেশ্যা যথার্থই ঈশ্বরের অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এ দু'য়ের অপকারিতাসম্বন্ধে যে যত বেশী বোঝে—যে ওর পরিণাম যত ভয়ানক ব'লে জানে, সেই ও কাজে তত বেশি লিপ্ত। তুমি কি মনে কর সুকুমার, কুহকিনীরা যখন যা'কে প্রেমের কথা কয়, ভালবাসা জানায়—সে কি সে সমস্ত মিথ্যা ছলনা ব'লে বুঝতে পারেনা? তুমি কি মনে কর, সুরাপানাসক্ত ব্যক্তি প্রথম মদের গেলাস মুখে তোলবার আগে মনে মনে একবার পলকের জন্যেও ভাবেনা—তা'র কি সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে? ভাবে, খুব ভাবে—সমস্তই বোঝে! কিন্তু কি অদ্ভুত রহস্য—তবু স্বেচ্ছায় সে কালসর্পের হার মানুষ গলায় ধারণ করে!

সুকু। যা-ই হোক্‌, জীবনে হতাশ হওয়া মানুষের কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। একবার একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি ব'লে, একবার কুসংসর্গের প্ররোচনায় পদস্খলন হ'য়েছে ব'লে, বরাবর যে সেই পথে চ'লতে হবে, ফেরবার আর কোন চেষ্টা করা নিষ্ফল—এ ধারণা আমি অতি অন্যায় ব'লে বিবেচনা করি। চেষ্টায় মানুষ কি না ক'র্ত্তে পারে? সাধনায় কোন কর্ম্ম না সিদ্ধ হয়? একটা কথায় দস্যু রত্নাকর পাপজীবনস্রোত একেবারে ফিরিয়ে জগৎপূজ্য হ'য়েছিলেন।

প্র। সত্য বটে—চেষ্টায় সকল কাজই প্রায় সুসিদ্ধ হয়! কিন্তু মানুষের প্রাক্তনের ফল—তা'কে সংসারে পাপপুণ্যপথে

চালিত করে। যে যেমন পূর্ব্বজন্মে কাজ ক'রেছে—এ'জন্মে ঠিক সেইরূপই ফলভোগ ক'র্ব্বে। চল, একবার বদি খুড়োর বাড়ী থেকে ঘুরে আসি'।

সুবন্ধু। এস—

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈঙ্গবাটী—প্রিয়নাথের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

প্রিয়নাথ ও পরিচারিকা পদার মা।

প্রি। হ্যাঁরে পদার মা—

প-মা। অ্যাঁ—

প্রি। বৌ কোথায়?

প-মা। কা'দের?

প্রি। আ—মর্ মাগী! কাদের কি? আমার মাগ—তোর মনিব—এ বাড়ীর নতুন বৌ!

প-মা। ওমা—তাই বল, তোমার বৌঠারাণ?

প্রি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কোথায় সে?

প-মা। কেন—আন্নাঘরে। বোধ করি খাওয়া দাওয়া ক'চ্ছে—এই এল ব'লে।

প্রি। রাত এগারটা বেজে গেল—এখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি? অবিশ্যি হয়েছে—সে ইচ্ছা করে দেরি কচ্ছে—কেমন না?

প-মা। তা হবে—তুমি যে ঠেঙ্গাও বাপু—গতরে তা'র আর আছে কি?

প্রি। চুপ্ কর বেটী—আমার কথার ওপর কথা? ঠ্যাঙ্গাব না? মাগকে পূজো ক'রতে হবে?

প-মা। তাঁ—তা—হ্যাঁতো—ঠিক্‌তো বাবু! বৌকে ত মারধর কর্ব্বার জন্যেই ঘরে আনা! নইলে থাকবে কেনে? মুখপোড়া আমাকে কি কম মারটা দিয়েছে গা? রোজ আভিরে দিনে প্রায় দেড়পো ক'রে অক্ত না দেখে তা'র ভালবাসা হ'তনি! তুমি তো বাবু অগ্নি অগ্নি ছাড়।

প্রি। হ্যাঁরে, বৌ আর চাকর বাকরের সাম্‌নে বেরোয়?

প-মা। হ্যাঁ—না—না!

প্রি। পুকুর ঘাটে যায়?

প-মা। দুটী বেলা; না—না—একটীবারও খিড়কীমুখো হয়না।

প্রি। ছাতে কাপড় শুকুতে ওঠে?

প-মা। যখন তখন! তা—আমি কখন দেখিওনি—কখন শুনিওনি!

প্রি। আমর্‌ মাগী—একটা কথা ঠিক ক'রে ব'ল্‌তে পারেনা! তোকে পৈ পৈ ক'রে ব'লে দিয়িচি—বৌ কখন কি করে, কোথায় যায়, কি লেখে, কি পড়ে—চুপি চুপি দেখে আমায় খবর দিবি--তোকে ভাল ক'রে বক্‌শিষ ক'র্ব্ব—তুই বেটী একটা কম্মেরও ন'স্‌ দেখ্‌ছি!

প-মা। তা আর নই বাবু? অমন কথাটী ব'লনি। আমি তোমার বৌয়ের পেছনে ক্যাটালের আঠার মতন লেগেই আছি। রেতের বেলাটা তুমি আট্‌কে রাখ—সে সময়টা কি করে না করে—কে জানে বাবু? দিনের ব্যালা কেবল চুপ্‌টী ক'রে ঘরে ব'সে ব'সে কাঁদতে থাকে—আর এক একদিন চিটীলেখে—আমায় বলে "চুপি চুপি ডাকঘরে দে আয়।" আমি কসির কাপড়ে চিটী বেঁধে নিয়ে অমনি ডাকে ফেলে দিয়ে আসি!

প্রি। চিটী লিখতো? চিটী লিখতো? এঁ্যা—বলিস্ কিরে?

প-মা। হঁ্যা—খুব নিখতো? আহা! সে কি নেকা—যেন কাগা-বগার ঝাঁক উড়ছে! আমার দেশে কত চিটী আমার বোন্‌পোকে নিখে দিয়েছে!

প্রি। এঁ্যা—তোর বোনপোকেও চিটী লিখতো?

প-মা। হঁ্যা—কত! যেদিন পদার বৌ আমাকে কাপড় চেয়ে চিটী নিখ্‌তো—সেইদিনই বৌঠাক্‌রুণ আমাকে জবাব নিখে দিত।

প্রি। ও—তাই বল্। তোর জবানি লিখতো। আর ওর বাপের বাড়ী যে সব চিটী লিখতো—সে গুলো কি লুকিয়ে লিখতো?

প-মা। হঁ্যা—খুব চুপি চুপি। আমাকে সেই চিটী ডাকে দেবার জন্যে কত পয়সা জল খেতে দিয়েছে!

প্রি। উঃ—আর বলিসনি—বলিসনি! তুই বেটীও বদ্‌মায়েস! বেরো—বেরো—আমার বাড়ী থেকে—হারামজাদী——

প-মা। ওমা! ওকিগো বাবু—ওকি? একেবারে খেঁচেমেচে উঠলে যে!

প্রি। (Get out you) গেট্ আউট্ ইউ শালার বেটী ঝি—(Stupid) ইস্‌টুপিড!

প-মা। ও বৌঠাকরণ—এস-গো—বাবুর মগজ হঠাৎ গরম হ'য়ে উঠেছে, এসে ঠাণ্ডা ক'রে দাওসে। (প্রস্থান)

প্রি। সর্ব্বনাশ কল্লে! এ কিছুতেই মাগ বেটিকে সামাল দিতে পাচ্ছিনা! এম্‌নি ক'রে আর কাঁহাতক পেরে উঠি বল দিকি! সপ্তাহে সপ্তাহে চাকর বদ্‌লাচ্ছি—রাধুনি বামুণ বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিইনা! পাড়া প্রতিবাসী, বন্ধু বান্ধব, বাড়ীতে পর্য্যন্ত আস্‌তে দিইনা! বাপের বাড়ীর নাম মুখে আন্‌তে দিইনা—লুকিয়ে লুকিয়ে চিটী? এঁ্যা চিটী? কা'কে?

সেই শালা সুরেশকে নিশ্চয়! উঃ—বেটীতো বড় বেহায়া! এত প্রহার দিচ্ছি, অপমান ক'চ্ছি, বাপন্ত ক'চ্ছি, তবু টিট ব'নুছেনা! চিটী? চিটী লেখা?

(মৃণালিনীর প্রবেশ)

মৃ। পদার মাকে হঠাৎ গাল মন্দ ক'ল্লে কেন?

প্রি। তা'কে লেডিকেনি খাওয়াতে ভুলে গেছলুম। তা'কে গাল মন্দ ক'রেছি, তোমার গায়ে অমনি ছ্যাকা লেগেছে—কেমন? বড় উপকারী লোক কিনা তোমার!

মৃ। কেন, আমার আবার উপকারী কি?

প্রি। ডাকে লুকিয়ে লুকিয়ে চিটী দিয়ে আসে; তোমার প্রেম-পত্রবাহিকা দূতী!

মৃ। চিটী—চিটী? তা—তা—বাপের বাড়ী যেতে দাওনা, চিটী পত্র দিয়ে তা'দের একটা খবরও নোবোনা?

প্রি। নেবে বইকি! সুরেশ দাদার জন্যে শুকিয়ে কাহিল হ'য়ে যাচ্ছ—তবু হাতের লেখা দেখ্‌লে কলিজাটা ঠাণ্ডা হবে, কি বল?

মৃ। আমি তা'কে চিটী লিখেছি কে তোমায় বল্লে?

প্রি। আলবৎ লিখেছ—না লিখ্‌লেও লিখেছ! সে শালা বদমায়েস, চোর, ছোটলোক, পাজি—

মৃ। কেন তা'কে শুধু শুধু গাল দিচ্ছ? সেতো তোমার কোন অপরাধ করেনি—

প্রি। ইঃ—গায়ে যে একেবারে বিষ ছড়িয়ে প'ড়লো! হারামজাদী—

মৃ। আবার তুমি ঐ ইতর কথায় আমাকে গাল দিচ্ছ ?

প্রি। দোবোনাতো কি, তোমায় ভয় ক'রে থাকৃব ? এ আর তোমার বাপের বাড়ী নয়—দস্তুর মতন আমার হুদ্দো! তোমাকে এখানে মেরে ফেল্লেও—তোমার মা ব'লতে নেই, বাপ বল্‌তে নেই !

মৃ। তাই ফেল—তাই ফেল--তা হ'লেও বুঝবো, তোমার দেহে এত টুকু কোমলতা আছে ! রোজ রোজ পলে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একটু একটু ক'রে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারার চেয়ে—ওগো তোমার পায়ে ধ'রে বিনয় ক'চ্ছি—তুমি আমার গলায় ছুরি বসিয়ে দাও—না হয় আমায় বন্দুক ক'রে মেরে ফেল !

প্রি। মেরে ফেলব কেন ? আমি তেমন কাঁচা ছেলে নই যে মাগ মেরে ফাঁসী যাব !

মৃ। তবে কি আমায় এম্‌নি করে দগ্ধে দগ্ধে মারবে ? হ্যাঁগা, তুমি কি মানুষ ? তোমার দেহ কি মানুষের মতন রক্ত-মাংসে গঠিত ? একটা নির্দ্দোষী অবলা—যা'কে পত্নী ব'লে, অগ্নিসাক্ষী ক'রে গ্রহণ ক'রেছ—যা'কে ধর্ম্মপত্নী ব'লে নিজে আশ্রয় দিয়েছ—তা'কে বিনাদোষে, নিজের কুটিল মনের পাপ সন্দেহের বশে এমনি করে পীড়ন ক'চ্ছ ? এমন ব্যবহার পশুতেও তো কখনো করেনা !

প্রি। কি—হারামজাদী ! আমায় পশু ? বড় বেড়েছিস যে—

(পদাঘাত ও মৃণালিনীর পতন)

মৃ। (পতিতাবস্থায়) দাও--এইবার গলায় পা বসিয়ে দাও--একটুতে প্রাণ এখুনি বেরিয়ে যাবে ! অনশনে অর্দ্ধাশনে দেহ ক্ষীণ

হ'য়ে র'য়েছে—শরীরে রক্ত নেই—তোমার তিলমাত্র পরিশ্রম হবেনা—আমি সহজেই মরে যাবো! ওগো—তোমার পায়ে পাড়ি, আমায় জন্মের মতন শেষ কর।

(উত্থান ও পদধারণ)

প্রি। দূর হ'য়ে যা—আমার ঘর থেকে! আমার রাগে গা কাঁপছে! সত্যি কি এখুনি খুন ক'রে ফেলবো? যাও—বেরোও (মৃণালিনীকে গৃহ হইতে বাহির করণ) ঝ্যাঁটা ম্যার অমন মাগের মাথায়! আর বরদাস্ত হয় না! ম'র্ত্তে চাচ্ছে—বেটিকে সান্নিপাতিকে ধরেনা যে আমি বাঁচি! যাই—ক'দিন ঘুমুইনি, বৈঠকখানায় একটু শুয়ে পড়িগে———

(প্রিয়নাথের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রিয়নাথের খিড়কীর বাগান ও পুষ্করিণী।

মৃণালিণীর প্রবেশ।

মৃ। আজও আসেনি—আর আসবার কোন সম্ভাবনা নেই! পাঁচখানা পত্র দিলুম—তা'র নিজের হাতের ঠিকানা দেখে পত্র দিলুম—তবু কোনও খবর নেই? পদার মা কি তবে পত্র ডাকে দেয়নি? কেন দেবেনা? আমার মার পত্রের তো ঠিক উত্তর এল! কাশী থেকে—অতদূর দেশ থেকে মার পত্রতো ঠিক এল! নিশ্চয়ই সুরেশ দাদা আমার পত্র পেয়েছে। আমার ঘৃণা ক'রে এলনা! এলনা? এত ক'রে আসতে বল্লুম—রাত্রি এগারটার পর এই খিড়কীর বাগানে এসে অপেক্ষা ক'র্ত্তে ব'ল্লুম—দারুণ বিপদের কথা জানালুম—সাত দিনের মধ্যে না এলে, আমার সঙ্গে আর ইহজীবনে দেখা হবেনা লিখলুম—তবু সে এলনা? তবে কি পুরুষ সবাই সমান? চখের সাম্নে যত ভালবাসা—চখের অন্তরাল হ'লেই সব ভুলে যায়? তবে আর কেন? আর কিসের আশা? আর কোন্ সুখে জীবন রাখবো? সব সুখের তো জলাঞ্জলী হ'ল,—এইবার এই ছার দেহটা পুষ্করিণীর জলে জলাঞ্জলী দিতে পাল্লেইতো সকল জঞ্জাল দূর হয়! (পুষ্করিণীতে অবতরণ ও পুনঃ প্রত্যাগমন) কিন্তু শেষ এই হ'ল? এত সাধের রমণীজীবন এক পিশাচের

হাতে প'ড়ে এমনি ক'রে অকালে, আক্ষেপে অনাদরে ফুরিয়ে যাবে? জগদীশ্বর! আমার আজন্মদুঃখে লালিত পালিত ক্ষুদ্র নারীজীবনটি যৌবনের প্রারম্ভেই বিনাশ করা কি তোমার ইচ্ছা? ভাল ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! সুরেশ—সুরেশ—মর্ব্বার সময়ও যদি তোমায় দেখ্‌তে পেতুম (পুষ্করিণীতে অবতরণোদ্যোগ)

(সুরেশের প্রবেশ)

সু। মিনা—মিনা—একি ক'চ্ছ? ছিঃ———

মৃ। ছিঃ—আবার ছিঃ? ম'র্ত্তে যাচ্ছি—পৃথিবীর কণ্টক দূর হ'চ্ছে—তোমাদের আপদ বালাই যাচ্ছে—এতেও ছিঃ? সুরেশ দাদা! ছেড়ে দাও—আর আমার দুঃখ নেই! এই বার সুখের মরণ মচ্ছি—

সু। ম'র্‌ছ? কেন? কি দুঃখে? এত সাধের রমণীজীবন, আত্মহত্যায় অবসান ক'র্ব্বে? এত সৌন্দর্য্য—এমন রূপ-লাবণ্যময় সুন্দর দেহযষ্ঠী—ফুল্লযৌবনপ্রভায় প্রভান্বিত কলেবর পুষ্করিণীর জলে নিমজ্জিত ক'রে সংসার অন্ধকার ক'র্ব্বে?

মৃ। হা—হা—হা—আমা বিহনে সংসার অন্ধকার হবে? কা'র? পিতৃকুলে আহা বলবার যা'র কেউ নেই, একখানি থাকবার কুটির পর্য্যন্ত নেই, মা যা'র চিরদিন ভাইয়ের সংসারে—ভাইভাজের লাঞ্ছনা গঞ্জনা খেয়ে শেষে অনাথিনী ভিখারিণীর ন্যায় কাশীবাস ক'চ্ছেন—হয়তো অর্থাভাবে অন্নছত্রে ভাত খেয়ে দিন যাপন ক'চ্ছেন—স্বামী যা'র পদাঘাত

ভিন্ন অন্য সোহাগ জানেনা—তা'র মৃত্যুতে সংসার অন্ধকার হবে?

সু। তোমায় পদাঘাত করে? পিশাচ রাক্ষস হিংস্র পশুর অধম চণ্ডাল, এই কোমল অঙ্গে পদাঘাত করে? তা'র মাথায় বজ্রাঘাত হয়না? কালসর্পে তা'কে দংশন করেনা? পাপ অঙ্গে তা'র পক্ষাঘাত হয় না? জগদীশ্বর! তুমি এত নিষ্ঠুর? এত তোমার অবিচার? এই কোমল দেবভোগ্য কুসুমকে কোন প্রাণে নরপিশাচের হস্তে অর্পণ ক'রে এমন নির্য্যাতন সহ্য করাচ্ছ?

মি। না সুরেশ দাদা—জগদীশ্বরকে দোষ দিওনা! আমার অদৃষ্টের দোষ। না হ'লে—তিনিত সকল সুখের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, তবু কেন আমরা সুখী হ'তে পাচ্ছিনা? তিনি তোমায় দেখিয়ে দিয়েছেন, তোমার প্রাণে কোমলতা, ভালবাসা, সরলতা পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছেন! তৃষাতুর আমি—প্রাণের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মচ্ছিলুম—শীতল বারিরূপে আমার প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাকে এই নিশিথে নির্জ্জন স্থানে পাঠিয়েছেন, তবু—তবু আমি সুখি হ'তে পাচ্ছিনে কেন সুরেশ দাদা?

সু। এখনি পার—এই দণ্ডে সুখী ক'র্ত্তে পারি! আমার তুচ্ছ জীবন উৎসর্গ ক'রেও যদি তোমার সুখবিধান ক'র্ত্তে হয়, আমি এখনি তা ক'র্ত্তে প্রস্তুত! কিন্তু মিনা—সমাজ—নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, কঠোর সমাজ তা'র ঘোর অন্তরায়! কলঙ্ক, চারিদিকে কলঙ্ক! তোমার কলঙ্ক—তোমার পিতৃকুলের কলঙ্ক—তোমার স্বামীর কলঙ্ক! আমি বুঝতে পাচ্ছিনা—আমি স্থির ক'র্ত্তে পাচ্ছিনা, কি ক'র্ব্ব—কি উপায়ে সকল দিক রক্ষা ক'র্ব্ব?

মৃ। ভয় ক'চ্ছ—তুচ্ছ কলঙ্কের ভয় ক'চ্ছ? ভালবাসায় কলঙ্ক? যথার্থ প্রেম কি কলঙ্কবাধা মানে? তবে আর আত্মত্যাগ কি? নিঃস্বার্থ ভালবাসা কোথায়? যাও সুরেশ দাদা—তবে আর কেন আমায় দেখা দিতে এসেছ? এত কষ্ট ক'রে এত চেষ্টা, এত যত্ন, এতটা পথ অতিক্রম ক'রে কিসের জন্য আমার কাছে এসেছ সুরেশ দাদা?

সু। আর তুমি—তুমি কি ক'র্ব্বে মিনা?

মৃ। কি ক'র্ব্ব? যা চরমের উপায়—যা নিরুপায়ের উপায়—সেই মহাকালের আশ্রয় গ্রহণ ক'র্ব্ব! তোমার দেশ আছে, সমাজ আছে, আত্মীয় আছে, সুনাম আছে, কলঙ্কভয় আছে—আমারত' কিছুই নেই। যাও সুরেশ দাদা—সুখে থাক, আমি চল্লুম।

সু। দাঁড়াও দাঁড়াও (মৃণালিনীকে ধরিয়া) প্রাণেশ্বরি! হৃদয়েশ্বরি! জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি ম'র্ব্বে, আমি প্রাণ ধ'রে তাই দেখবো? না না মিনা—পাল্লুমনা—আর পলে পলে এই তীব্রদাহন সহ্য ক'র্ত্তে পাল্লুমনা! এস—এস, এই উদার আকাশতলে—এই নির্জ্জন উদ্যানে, এই তরুলতার সাক্ষ্যে, তোমার জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে আমার হৃদয়ের সুখদুঃখের বিনিময় করি? দূর হোক্ সমাজ—বজ্রাঘাত হোক্ কলঙ্কের মাথায়! মিনা! তুমিই আজ থেকে আমার সমাজ—তুমিই আমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ! এস আমার সঙ্গে—আমি গাড়ী এনেছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ভগ্নকুটীরসম্মুখস্থ রাস্তা।

সুকুমার ও বিপিন।

সুকু। বল কি বিপিন—কনক এমন পাষণ্ড ? কুলকামিনী বিধবা, আপনার ভগ্নীর সমান,তা'র সর্ব্বনাশ কর্ব্বার মতলব ক'চ্ছে ?

বি। তবে আর ব'লছি কি সুকুমার বাবু? ঐ ঘুঘু কেশবটার সঙ্গে জুটেছেন—ওর আর অধঃপতনের বাকি আছে কি ?

সুকু। তুমি ঠিক জান—না কারো মুখে শুনেছ ?

বি। নিজের কর্ণে রোগীর মুখে রোগ ব্যক্ত হ'তে শুনেছি। আর একটু বাদেই সব হাল মালুম ক'রে নিতে পার্ব্বেন, একটু কষ্ট ক'রে দাঁড়ান না।

সুকু। কেশব কোথায় ?

বি। কনক আর কেশব দু'জনেই এই ভাঙ্গা বাড়ীতে বাসর সাজিয়ে ব'সে আছে। আমি সন্ধান নিয়েছি—হিমু এল ব'লে।

সুকু। কেশবকে আমি জব্দ ক'রে দিচ্ছি—সে বিষয়ে স্থির জেনো। অনেক কষ্টে প্রবোধকে তা'র সংসর্গ ছাড়িয়েছি। প্রবোধ আর এখন বেশ্যাবাড়ী যায়না—কি বল ?

বি। না। মা মর্ব্বার পর থেকে আরতো কই দেখতে পাইনা। আর সেই মাগী এখন (Transfer) ট্র্যানস্ফার হ'য়ে কনকের ইজারায় পড়েছে—তা জানেন না ?

সুকু। সত্যি নাকি ? কনক বাবুও তা'র সঙ্গে জুটেছেন ?

বি। হ্যাঁ—ঐ কেশবচন্দ্রই জুটিয়েছেন!

সুকু। আচ্ছা বিপিন—সে বেশ্যামাগী কি খুব সুন্দরী? নইলে এত লোক তা'র কাছে গিয়ে প'ড়ছে—সর্ব্বস্বান্ত হ'চ্ছে—কেন বল দেখি?

বি। আরে ছিঃ মশাই! এত লেখা পড়া শিখে, আপনার বুদ্ধি শেষ এই ধারণা হ'ল? বেশ্যা কখন সুন্দরী হয়? দাঁড়কাক কখনো হীরেমোন হয়? পচা গোবরে কি শ্বেতচন্দনের গন্ধ বেরোয়? খালি সফেদা, সিঁদুর, তরল আলতা, সুরমা, আর চিম্‌নির আলো—ব্যস্—মেয়েমানুষ এই ক'টা হ'লেই একেবারে অপ্সরী!

সুকু। তবে লোকে নিজের সুন্দরী রূপসী পত্নীকে উপেক্ষা ক'রে কেন ঐ কুহকিনীদের চক্রান্তে স্বেচ্ছায় গিয়ে পড়ে?

বি। ঐটুকুই বিশ্বকর্ম্মা ঠাকুরের কারিকুরী! মশাই! একবার সকালবেলা কিম্বা দশটার পর গিয়ে যদি চেহারার জলুষটা দেখেন, তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্ব্বেন—কি ভ্যাজাল জিনিষই বাবুভায়ারা পয়সা দিয়ে উপভোগ করেন! পৈতৃক রংটা বেরিয়ে পড়েছে—কপাল দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে—দেড়গুছি চুল মাথার উপর চূড়ো ক'রে রেখেছে—চখের কোল দুটী ভুষো কালীর আড়ৎ! বাপ্—এতেই সব মোহিত হয়? কর্ম্মভোগ—কর্ম্মভোগ!

সুকু। যাক্—ও সমস্ত কথায় আমাদের আবশ্যক নেই। যে যেমন কাজ ক'র্ব্বে, সে তেমনই ফল পাবে!

বি। মশাই! একটু আড়ালে যাই চলুন, একটি স্ত্রীলোক যেন এই দিকে আসছে—

ফুকু। হ্যাঁ—হ্যাঁ—চল—চল (অন্তরালে অবস্থান)

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হে। এই বাড়ীটা না? হ্যাঁ—বোধ হয় এইটে! রাত্রে কখনো রাস্তায় বেরোইনি—কেমন যেন ধাঁধাঁ লেগে গেছে! বাবা! কলকাতায় সহরে নিযুতি রাত্রেও লোকজনের কামাই নেই—অলিতে গলিতে লোক! কনক এই বাড়ীতে আছে তো? তা কি আর না থাকবে—অমন করে চিটী লিখেছে, তা কি মিছে হবে? না—কেমন যেন ভয় ভয় ক'চ্ছে! যদি কনক না থাকে, যদি কোন বদ্‌মায়েস লোক ভাঙ্গা বাড়ীতে এসে লুকিয়ে থাকে—কি হবে তখন? না—ফিরে যাই! কেন ম'র্ত্তে রাত্রে বেরোলুম গা?

(কনক ও কেশবের বাড়ীর দ্বার খুলিয়া প্রবেশ)

কে। কই বাবা? রাত যে কাবার হ'ল! লাট কই বাবা!

ক। কেশব! তুমি মাতাল হ'য়ে প'ড়েছ—যাও বসগে। আমি একটু এগিয়ে না হয় দেখি—

কে। কি বাবা—কিছু (Gun Powder plot) গান্ পাওডার প্লট করেছ নাকি? আমায় ফেলে সরে প'ড়বে?

হে। (স্বগতঃ) ওমা কি হবে—কোথায় যাব! এ যে সব মাতাল দেখছি!

ক। কে—এ—

কে। (Hurrah—Hurrah) হুরে হুরে—আর কে? রাত দুপুরে টোকা মারে গয়লা পাড়ার মদ্দানী!

হে। কনক—কনক—আমাকে বাড়ী রেখে এস, আমার বড় ভয় কচ্ছে!

ক। কেন—এসনা—রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন ?

কে। রপ্ত করে নিচ্চে বাবা—রাস্তায় দাঁড়াতেইত হবে! এস ডিয়ার—

হে। কনক! আমার সর্ব্বনাশ ক'রনা, আমায় বাঁচাও ভাই। এই মাতাল বদমায়েসের হাতে ফেলবার জন্যে কি চুপিচুপি আমায় দেখা ক'র্ত্তে বলেছিলে ?

কে। কি বাবা বেরসিক মেয়েমানুষ! চলে এসনা চাঁদ—আর মায়া বাড়াও কেন? আমি তোমায় দু'শ' খাতির ক'রে নিয়ে যাচ্ছি!

হে। খবরদার আমার গায়ে হাত দিওনা—খবরদার বলছি—

কে। আরে দূর তোর খবরদারি—চলে আয় ব'লছি—

হে। একি—একি—ভদ্রলোকের মেয়েকে বেইজ্জৎ ক'র্ত্তে চায়? কনক! তুমি দাঁড়িয়ে দেখছ? হায়—হায়—কি হ'ল—ওগো অবলাকে রক্ষা ক'র্ত্তে কেউ নাই গা?

(বিপিন ও সুকুমারের প্রবেশ)

সুকু। ভগবান আছেন, তিনিই রক্ষা ক'রবেন মা! আরে—আরে নরপিশাচ, নরকের কুক্কুর! সুরাপান ক'রে কি ধর্ম্ম কর্ম্ম মনুষ্যত্ব সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়েছ?

ক। একি—সুকুমার বাবু? এত রাত্রে আপনি এখানে ?

সুকু। তোমার কীর্ত্তিকলাপ স্বচক্ষে দর্শন ক'র্ত্তে! কনক বাবু! মানুষ যে এসংসারে এতদূর জবন্য পশুচরিত্র হয়—তা আমি কখনো কল্পনাতেও আনতে পারিনি!

ক। কি সুকুমারবাবু! আপনি যে খুব লম্বাচওড়া কথা ক'চ্ছেন দেখতে পাচ্ছি! জানেন—এটা ইংরেজের রাজত্ব! এখানে

(gentleman) জেন্‌টেল্‌ম্যান্‌কে গালাগালি দিলে দস্তুর মতন (defamation suit) ডিফেমেশন্ সুটে প'ড়তে হয়।

বি। আর ভদ্রলোকের মেয়েকে কুলের বা'র ক'ল্লে (Government) গবর্ণমেণ্ট থেকে রায় সাহেব খেতাব আর বড় রকমের একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত হয়!

কে। সুকুমার বাবু! দয়া ক'রে যেতে দিন মশাই! ভদ্রসন্তান—না হয় ঝোঁকে পড়ে একটা কথা ক'য়েই ফেলেছে, কিছু মনে ক'র্ব্বেন না। যাক্—ওসব কেলেঙ্কারিতে কাজ নেই—কি বলেন?

সুকু। তোমার মতন পাষণ্ড সংসারে যতদিন থাক্‌বে, ততদিন যথার্থই দেখ্‌ছি কারও আর আগাই নেই। তোমার শ্রাদ্ধের যোগাড় সব ঠিক ক'চ্ছি! আর তোমার লীলাখেলা বড় বেশীদিন নয়। বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রেছ! শেষে ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলে নিয়ে টানাটানি?

ক। আপনার কি?

সুকু। চুপ্ রাও রাসকেল্! ফের যদি কথা কইবে—এখনি মেরে হাড় ভেঙ্গে দোবো!

ক। আচ্ছা সুকুমার বাবু—দেখ্‌ছি আপনার কতদূর তেজ! এসহে কেশব—

(কেশব ও কনকের প্রস্থান)

বি। বল্লেন না সুকুমার বাবু—পুলিশ ডেকে দু'জনকেই ধরিয়ে দিই! অমি অমি ছেড়ে দিলেন কেন?

সুকু। কি করি ভাই? বেশী গোলমাল ক'ল্লে প্রবোধের বাড়ীর

একটা দারুণ কলঙ্ক চারিদিকে রাষ্ট্র হবে, সেই ভেবে আমি কিছু ব'ল্লুমনা। অন্য উপায়ে জব্দ ক'রে দিচ্ছি।

বি। হিমুদিদি! চলুন আপনাকে বাড়ী রেখে আসি। ছিঃ-ছিঃ আপনার এই কাজ?

হে। ওগো—আমি কিছু জানিনা! আমাকে কি জন্যে একবার দেখা ক'র্ত্তে বলেছিল—

স্বকু। তাই এ ঘোর নিশীথে একা চুপি চুপি ভদ্রঘরের মেয়ে লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে এসেছ? তুমি না বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কন্যা? তুমি না হিন্দুর ঘরের বিধবা? তোমার এমন চরিত্র? মিথ্যা কথা ক'য়ে হৃদয়ের পাপ গোপন ক'রে আবার পাপের মাত্রা বৃদ্ধি ক'চ্ছ? জাননা কি উদ্দেশ্যে পিশাচ তোমাকে ডেকেছিল? এ'কথা পাঁচ বৎসরের শিশুও কি বিশ্বাস ক'র্ব্বে? অবোধ রমণি! কি ক'চ্ছিলে জান কি? জগৎব্রহ্মাণ্ড—এমন কি কোটী কোটী ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও যে অমূল্যরত্ন ক্রয় ক'র্ত্তে পারা যায়না—সেই সতীত্ব মহানিধি—তুমি স্বেচ্ছায় সাধ ক'রে একটা কৃমিকীটের মনস্তুষ্টির জন্য হেলায় নষ্ট ক'চ্ছিলে?

হে। বাবা—বাবা—তুমি আমার সন্তানতুল্য! বড় অভাগিনী আমি, সত্য সত্যই জ্ঞানবুদ্ধি আমার কিছুই নেই। কখন' সুশিক্ষাও কারুর কাছে পাইনি। আমায় মার্জ্জনা কর। আজ আমার জ্ঞানচক্ষু খুলেছে। আমি বুঝতে পেরেছি কি মহাপাতক ক'র্ত্তে যাচ্ছিলুম!

স্বকু। বিধবা তুমি—আমাদের হিন্দুসংসারে তোমরাই জাগ্রতা মূর্ত্তিমতী দেবী! পবিত্রতার আধার—শুদ্ধাচারিণী—ব্রহ্মচর্য্য-

ব্রতধারিণী লক্ষ্মী তোমরা—পাপবাসনা তোমাদের মনে কেমন ক'রে আসতে পারে মা? স্বর্গগত পতিদেবতার ধ্যানে তোমরা দিবানিশি তন্ময় হ'য়ে থাক্‌বে—আত্মসুখ বর্জ্জন ক'রে সতত পরহিতব্রতে নিযুক্ত থাক্‌বে—তোমাদের পাপচিন্তার অবকাশ কই মা?

হে। যথার্থ বলেছ বাবা! এ সংসারে সকল লোকের যদি তোমার মতন পবিত্র অন্তঃকরণ হ'ত, তা'হ'লে—

সুকু। না হ'লোই বা! সাধ্বীরমণী মাত্রেই নিজের পতি ভিন্ন জগতের সমস্ত পুরুষকে গর্ভজাত সন্তান জ্ঞান করেন। তুমি বিধবা—নিজ প্রাক্তনের ফলে স্বামীহারা হ'য়েছ! তুমি যদি দৈহিক অতি তুচ্ছ সুখাকাঙ্ক্ষার ছায়া পর্য্যন্ত হৃদয় থেকে বিলুপ্ত ক'রে—জগতের সকলকে সন্তান জ্ঞান কর, তা'হ'লে কোন্ চণ্ডাল তোমার প্রতি পাপদৃষ্টি ক'র্বে? আর যদি এমন নরাধম পশু কেউ থাকে—তা'হ'লে যে মুহূর্ত্তে তোমার প্রতি সে পাপবাসনা ক'র্বে, সেই মুহূর্ত্তে বজ্রাঘাতে তা'র পাপদেহ ভস্মীভূত হ'য়ে যাবেনা?

হে। বাবা! আমায় বিশ্বাস কর—আর আমার মনে কোন পাপ-বাসনা নেই! আজ থেকে তোমার উপদেশে জগতের সমস্ত নরনারী আমার নিজের গর্ভজাত সন্তান। বাবা! বল—বল—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? বল বাবা—কি ক'লে আমি ভগবানের কাছে মার্জ্জনা পেতে পারি!

সুকু। অনুতাপ—প্রাণভরে অনুতাপ কর। একমনে স্বর্গগত পতির ধ্যান কর—তাঁর শ্রীচরণোদ্দেশে দিনরাত অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন কর—অজ্ঞানকৃতপাপের জন্য তাঁ'র

নিকট মার্জ্জনা চাও—তা' হ'লেই ভগবান তোমায় মার্জ্জনা ক'রবেন।

হে। তাই ক'র্ব্ব বাবা! কাল আমার পিতামহী কাশীবাস ক'র্ত্তে যাবেন—আমিও তাঁ'র সঙ্গে চলে যাব। অবশিষ্ট জীবন কাশীতে তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজায় অতিবাহিত ক'র্ব্ব। ভগবান বিধবা করেছেন, ভগবানের আদেশ পালন ক'র্ব্ব—স্বর্গগত স্বামীদেবতার মার্জ্জনা লাভ ক'রে আবার তাঁ'র শ্রীচরণে গিয়ে মিলিত হব।

সুকু। চল—তোমাকে বাড়ী রেখে আসি। নিশ্চিন্ত থেকো, একথা আমাদের দ্বারায় প্রকাশ হবেনা। (সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গুল্‌জরের বাটী।

গুল্‌জার ও পতিতপাবন।

প। হ্যাঁরে এ কনক ছোঁড়াটাকে আবার জোটালি কেন? প্রবোধবাবুকে ফের্ ধর্‌না!

গুল্। প্রবোধকে ধ'রে আর কি হবে, তা'র কি আর কিছু আছে? আর থাক্‌লেও কি সে এদিকে আস্‌বে? শুন্‌তে পাই—কে তা'র একজন বন্ধু জুটেছে—সে কেবল কুমন্তর দিচ্ছে, চখে চখে রেখেছে—আর তা'কে এ'মুখো হ'তে দেয়না।

প। তা না দিক্—মোদ্দাৎ পাঁচ ছ' মাসের মাইনে যে ফাঁকি দিলে, তা'র কি ক'ল্লি? হাজার বার'শ' টাকা অম্নি জলে যাবে?

গুল্। তা কি ক'রবো বল্? কেশবের সঙ্গেও আজকাল নাকি তা'র কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ! তুই দেখ্‌না যদি আদায় ক'র্ত্তে পারিস্!

প। আদায় ক'র্ত্তেই হবে। আমার বেজায় টাকার টানাটানি পড়েছে! তা—এ'বেটা কনক পয়সা কোথায় পাবে যে তোকে রাখবে? ওর কি আর বাপের কিছু আছে? থাকেত' ভাড়াটে বাড়াতে! চিরকাল ঐ প্রবোধ বাবুদের বাড়ীতে ওদের গুষ্ঠিশুদ্ধ থাকৃত'—

গুল্। তুইত' সব খবর রাখিস! ওর বাপের বিস্তর পয়সা—ওর নিজের নামে পাঁচ সাত খানা তালুক! সম্প্রতি একখানা তালুক বেচেছে—সে টাকাটা ওরি হাতে আছে!

প। কত টাকা পেলি?

গুল্। আমি আর এর মধ্যে কি পেয়েছি বল্?

প। ত্থাখ—তুই আজ কাল দেখ্‌ছি টাকাকড়ির কথা সমস্ত আমার কাছে লুকুচ্ছিস্! কিন্তু আমি যে দিন টের পাব, সেদিন মুস্কিল ক'রবো ব'লে দিচ্ছি।

গুল্। কেন বল্ দিকি? তোর যে ভারি লম্বাই চওড়াই দেখতে পাই! না হয় তোকে ভালবাসি—তোকে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারিনি! তাই ব'লে কি হাতে মাথা কাটবি নাকি? কেবল টাকা—টাকা—টাকা! আমার আর আছে কি? সর্ব্বস্বইত' তুই নিয়েছিস!

প। বল্—বল্—আর কি বল্‌বার আছে বল্! ওরে শালী! আমাদের মতন গয়লার ছেলে—মান্যিমান লোক ছাড়া, তোদের ভালবাসার লোক কি হবে দেবতা বামুন গেরস্থ ভদ্রলোক? কোন ভদ্রলোকের ছেলে দিন রাত প'ড়ে প'ড়ে তোদের সেবা ক'র্ব্বে, বাজার ক'র্ব্বে, বাসন মাজবে, রোগ হ'লে সমস্ত রাত গা হাতপা টিপে দেবে? অম্নি পীরিতে পড়িস্—শুধু শুধু পয়সা দিস্? বাবু লোক জন আস্‌লে তোকে তা'দের সাম্‌নে মা বলছি, মাসী বল্‌ছি! কোন্ শালা গেরস্থ ভদ্রলোকের ছেলে তা পারবে? তোদের রোজগার আমাদের মতন লোক ছাড়া, আর কে ভোগ ক'র্ত্তে পারবে রে শালীর বেটী শালী!

শুল্। ছাখ্ বেটা গয়লার ছেলে! এখুনি জুতো মার্তে মার্তে বংশীকে দিয়ে বের ক'রে দোবো ব'লছি।

প। বটেরে শালী? বড়মানুষ বাবু পেয়ে বড় বেড়ে উঠেছ—(প্রহার)

শুল্। ওরে বাবারে—মেরে ফেল্লেরে—গোরবেটা-নচ্ছার! বেরো আমার বাড়ী থেকে যা চলে যা—

প। যাচ্ছি শালী—তোর মতন গণ্ডা গণ্ডা মেয়েমানুষ এই পোতে গয়লার ছিচরণে গড়াগড়ী খায়! (প্রস্থানোদ্যত)

শুল্। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আর আসবিনি?

প। নাঃ—তোর মুখে আমি পয়জার মারি—

শুল্। ছাখ-ছাখ—ব্যাটা গয়লার ছেলের আক্কেল দ্যাখ! আমাকে মারবে ধ'রবে—টাকা নেবে কড়ী নেবে—আবার ছেড়ে চলে যাবে—

প। তোর মেয়েমানুষের বাবার মুখে মারি ঝাঁটা—শালী! আমাকে তুমি ভদ্রলোক পেয়েছ—কায়েৎ বামুন পেয়েছ? এই চল্লুম—তুই থাক্ শালী—

শুল্। না—না—পতিত! তোর দুটী পায়ে পড়ি—আমার ওপর রাগ করিসনি! তুই চলে গেলে আমি দম ফেটে মরে যাব—

প। নাঃ-আমি যাবুই যাব। বেটী আমাকে বলে কিনা "বেরো"?

শুল্। ওরে—অমন কথা আর কক্ষণো বলবোনা—আমার বাবার ঝকমারি হয়েছে—এইবারটী মাপ কর্! তুই যা চাস—তাই দিচ্ছি! কত টাকা নিবি বল্?

প। আরে রেখেদে তোর ট্যাকা—কত শালী ট্যাকা দেবার জন্যে লালায়িত! ঐ নেড়েপাড়ার কুসমী—বাড়ীউলী

পেরমদা--বকুলবাগানের ভরি--বড় রাস্তার হরি--টাকা নিয়ে দিন রাত আমায় সাধাসাধি ক'চ্ছে! একবার কারুর কাছে গেলে সে অমি আমায় কাবা বোলে দুকে নেবে--তা জানিস?

গুল। ওরে—ওরে—তুই তবে আমার গলায় পা দে রে! তোর সামনে আমি মরে যাই। দে-দে-আমায় একেবারে মেরে ফ্যাল্ (পদতলে মস্তকরক্ষা)।

প। আচ্ছা—বড় দুয্‌কু পেয়েছিস? নে-ওঠ্-খবরদার আর এমন কায করিস্‌নি। কত টাকা জরিমানা দিতে পারিস বল্ দিকি!

গুল। তোর কাছে মিছে কথা ব'লবনা। এই দ্যাখ্—কাল কনক দু'হাজার টাকা দিয়ে গেছে—বলেছে—আমার এই বাড়ীটা কিনে দেবে—

প। এঁ্যা—সত্যি নাকি? কবে—কবে?

গুল। আজ কালের মধ্যেই। বাড়ীটার দর হ'য়েছে বার' হাজার টাকা। আমি বলিছি—বাড়ী কিনে দিলে আর আমাকে কিছু দিতে হবেনা—আমি চিরকাল তা'রই বাঁধা থাকবো।

প। বায়না হয়েছে?

গুল। হঁ্যা-ঐ দুহাজার টাকা থেকে বায়না দোবো মনে ভাবছি।

প। আচ্ছা—বেশ কথা—আমিই সব কোরে কম্মে দোবো—সে কায়েৎ শালাকে এসব কাজের ভার দিস্‌নি—

গুল। তা'কে কিছু না দিলে চ'লবেনা—নইলে বাকী টাকাটা আদায় হবেনা!

প। দিস্ চারপাঁচশো—তার উর্দ্ধ উঠিস্‌নি! ঐ বুঝি শালা আসছে! এটা আমার কাছে এখন থাক্—তুই খরচ ক'রে ফেলবি—কি বলিস্?

গুল্। সর্ব্বস্বই তো তোর-তুই যা খুসী কর্—মোদ্দাৎ কখন আসবি ?

প। এ শালা গেলেই ঠিক্ হাজির হব। (পতিতপাবনের প্রস্থান)

(কনকের প্রবেশ)

গুল্। এস—এত দেরী যে ?

ক। বড় দেরী হয়ে গেছে—না ? আমি এসেছি প্রায় দশ পনের মিনিট—ঘরে কে ছিল না ?

গুল্। কই না!

ক। হ্যাঁ—এই মাত্র যে কে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

গুল্। ওহো-বটে-বটে—ও আমাদের গয়লা—দুধ দিতে এসেছিল!

ক। গয়লা ? এমন সময় দুধ দিতে এসেছিল ?

গুল্। দুধ দিতে আসেনি—দুধের হিসেব মেটাতে এসেছিল। তা যাক্—তুমি এত দেরী ক'ল্লে কেন বল! আমি এতক্ষণ ভাবনায় ছট্ ফট্ ক'চ্ছিলুম।

ক। যখন ব'লে গেছি আস্‌ব—তখন কথার নড়চড় পাবেনা। একি প্রবোধ বাড়ুর্য্যে যে মেয়েমানুষের টাকা ফাঁকি দিয়ে পালায় ?

গুল্। তা'র কথা আর বোলোনা! এক দিনও তা'র সঙ্গে আমার বনেনি। আমি তা'কে দুটো চক্ষে দেখ্‌তে পাত্তুমনা।

ক। আমাকে ?

গুল্। তোমাকে ? কি বলবো ? মুখে ব'ল্লে কি বিশ্বাস ক'র্ব্বে ? বেশ্যার ভালবাসায় কেউ কখনো বিশ্বাস করেছে কি ? আমাদের সবই ছলনা! উঃ কনক! কি কুক্ষণে তুমি আমায় দেখা দিয়েছিলে ?

ক। দেখ গুল্‌জার! আমার জীবনটা চিরদিন দুঃখে কষ্টে গেছে,

সুখ কা'কে বলে তা কখনো জানিনি। বাপ মার কাছে আদরের সুখ পাইনি—ঘরের মাগ—সে একটা (cadaverous) ক্যাডাভ্যারাস্—আমোদ আর কিছুতেই হয়নি! এইবার তোমাকে পেয়েছি, দেখি বরাতে ভগবান সুখ লিখেছেন কিনা!

গুল্। তুমি সুখি হবে কিনা তা জানিনা, আমি কিন্তু তোমাকে দেখেই সুখী! কেশব কোথায় গেল?

ক। তাতো জানি না। এই সময়তো এইখানে আসবার কথা। সে না এলে আমোদ হয়না—

গুল্। হ্যাঁ দেখ—সে বাড়ীওলা এসেছিল, আমি বায়না দিয়েছি—

ক। বেশ করেছ, কালই কিনে দোবো! কেশব এলেই তোমাকে টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

গুল্। টাকা কি কেশবের কাছে রেখেছ?

ক। হ্যাঁ—নইলে বাড়ীতে কোথায় রাখব বল? কেউ যদি দেখে ফেলে? কেশব আমার প্রাণের বন্ধু—তা'র কাছে রাখাও যা, লোহার সিন্দুকে রাখাও তা—

গুল্। তা বেশ করেছ—বন্ধুত্বের নিয়মই এই—

ক। থাক্—ততক্ষণ একটা গান শুনি! আহা! কি সুন্দর গলা তোমার—শুনতে শুনতে বিভোর হ'য়ে যাই! দেখ, সেই ভালবাসার গান খানি একবার গাও না—

গীত।

গুল্। (ধর) ধরহে সখা প্রণয়হার—

অধীনীর উপহার।

আছি তোমারি তরে, পরাণ ধ'রে,

তোমা বিনা আমি কা'র!

বিরহ অনলে, দহি পলে পলে,
যাতনা সহি অপার।
কাঁদিতে পারিনা, আর কাঁদায়োনা,
থেকোনাক' ভুলে আর॥
কত যে যতনে, তোমা হেন ধনে,
পেয়েছি হে প্রাণাধার!
হৃদয়ে হৃদয়ে, রব মিশাইয়ে,
দিবনাতো যেতে আর॥

(শশী ও মাধবের প্রবেশ)

মা। ওহে কনক! সর্ব্বনাশ।

ক। এ্যা্ঁ-কি-কি—ব্যাপার কি?

মা। কেশব কোথায় জান?

ক। না—না—কেন?

শ। তবে আর কি—সে শালা নির্ঘাৎ সরেছে! যখন এখানেও আসেনি, তখন নিশ্চয়ই দেশ ছেড়েছে।

ক। কে—কে—কেশব?

শ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কেশব!

ক। পালিয়েছে? কোথা? কখন?

শ। আরে নাও কথা—আমাদের কি ব'লে পালিয়েছে নাকি? দোকানের যথাসর্ব্বস্ব মায় ক্যাস্ বাক্সটা পর্য্যন্ত নিয়ে সরেছে। প্রবোধ আর সুকুমার তা'র নামে (warant) ওয়ারেণ্ট বা'র করেছে, (Police) পুলিশ চাদ্দিকে ঘুচ্ছে—এইবার শালা ম'ল!

ক। এঁ্যা বল কি? কেশব পালিয়েছে? ওঃ—ওঃ—

শ। বলি, তোমার এত বিরহ লাগ্‌ল কেন?

ক। সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ ভাই—আমার সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে!

মা। কেন—কেন—তোমার কি হ'লো আবার?

ক। আমার প্রায় আট ন হাজার টাকা তা'র কাছে আছে—

শ। ওঃ-শালা একেবারে রেক্তার গাঁথুনি ক'রে পালিয়েছে। এই বার কাজ গুছুল বটে—

ক। চল—চল—পুলিসে খবর দিই। না—না—একবার তা'র বাড়ীতে যাই-চল-চল! হা ভগবান—কি ক'ল্লে?

গুল্‌। এঁ্যা—কেশবটা এমন চোর?

শ। মোর্ত্তে তুমি আবার তা'র কাছে টাকা জমা রাখতে গেলে কেন? আর বিশ্বাসী লোক পাওনি? ডাইনীর কোলে পো সমর্পণ? আমাদের কাছে রাখলে পার্ত্তে!

ক। আমি কোন শালাকে বিশ্বাস করিনা—সব শালা চোর—সব শালা চোর! যাই, পুলিসে খবর দিই—

(কনকের প্রস্থান)

শ। তবে যা শালা—তুই ম'রগে! চলহে মাধব। বিবিজান! ঘরে কিছু আছে?

গুল্‌। হঁ্যা—ঘরে তোমাদের জন্য পড়ে পড়ে কাঁদছে—তোমরাও পথ দেখ— (গুল্‌জারের প্রস্থান)

মা। যাত্রাটা বড় অশুভ! চলহে সরে পড়ি—

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বরাহনগর—সুরেশের বাসাবাটীর কক্ষ।

সুরেশ।

সু। আজ যা হয় একটা শেষ ক'র্ব্ব! ক'র্ত্তেই হবে—নইলে এমন ক'রে আর কতদিন চ'লবে? চোরের মতন ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে—সমাজতাড়িত আত্মীয়স্বজনবন্ধুবান্ধব-পরিত্যক্ত হ'য়ে কতদিন এ নির্ব্বাসন সহ্য ক'র্ব্ব? ছি-ছি-কি কল্লুম? কেন এ ভয়ঙ্কর পাপকার্য্যে অগ্রসর হ'লুম? এত জ্বালা—এত যন্ত্রনা—এত অনুতাপ—তা'তো পূর্ব্বে একটী-বার কল্পনায়ও আসেনি! ওঃ—কি অত্যাশ্চর্য্য মনের গঠন! মন যে কখন কি চায়—কিছু বোঝা যায়না। আজ যা ভাল লাগে—কাল তা বিষ ব'লে জ্ঞান হয়! একদিন যাকে শুধু চক্ষে দেখলে স্বর্গের সুখ অনুভব হ'ত—আজ তা'র কথা মনে ভাবতেও যেন বৃশ্চিকদংশনজ্বালা বোধ হ'চ্ছে! ছি—ছি—ছি—আগে যদি জানতেম—

(মৃণালিনীর প্রবেশ)

মৃ। এখানে ঘরের ভেতর বোসে একা কি ভাবছ? চলনা, পুকুর ধারে একটু বেড়াইগে—কেমন সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে—দেখবে চল!

সু। ভাল লাগেনা।

মৃ। একখানা ভাল উপন্যাস এনে পোড়বো—শুন্‌বে ?

সু। নাঃ—কিছু ভাল লাগেনা।

মৃ। তবে কি ক'র্ব্বি বল? কেন তুমি এমন ধারা হ'য়ে গেলে? তুমি কেন এত অসুখী হ'চ্ছ?

সু। প্রাণে সুখ না থাকলে কি ক'রে সুখী হই মিনা?

মৃ। কেন—এত অসুখ কিসের জন্যে ?

সু। তোমার জন্যে।

মৃ। আমার জন্যে ?

সু। হ্যাঁ—তোমার জন্যে। আশ্চর্য্য হলে যে ? বুঝতে পাচ্ছনা তোমার জন্যে কিনা? কি কাণ্ডটা ক'ল্লে বল দেখি মিনা! ছি—ছি—ছি—

মৃ। তবে কেন আমায় নিয়ে এলে?

সু। তখন বুঝতে পারিনি—এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি কি মহাপাতক ক'রেছি! কেমন করে নিজের সর্ব্বনাশের জাল নিজহস্তে রচনা ক'রেছি! কুক্ষণে তোমায় ভালবেসেছিলুম—কুক্ষণে তোমায় ভালবাসা জানিয়েছিলুম্—কুক্ষণে তোমায় ভাল-বাসতে প্রশ্রয় দিয়েছিলুম্! কি তা'র বিষময় ফ'ল ফল্‌লো দেখলেতো? ছিঃ ছিঃ মিনা! তুমিই আমায় মজালে, তুমিই আমার ইহকাল পরকাল খেলে—

মৃ। যা হয়েছে তা'তো আর ফিরবেনা! এখন যে পথে আমায় এনেছ সে পথ থেকে ফেরবার আর কি উপায় বল? আমিও যদি জানতুম্—তোমার ভালবাসায় এমন পরিবর্ত্তন আস্‌বে—যে তুমি একদিন আমার জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত

তুচ্ছ জ্ঞান ক'র্ত্তে—সেই তুমি আমাকে এতটা বিদ্বেষচক্ষে দেখবে—তা'হ'লে কি তোমার সঙ্গে আসতুম্? ছিঃ--পুরুষের ভালবাসা তবে সব মিছে?

সু। ভালবাসা? ভালবাসা কা'কে বল? যে যা'কে যথার্থ ভাল বাসে, সে কি তা'কে পাপপথে নিয়ে যায়? ভালবাসা পবিত্রতাময়—স্বার্থশূন্য—স্বর্গের জিনিস! বিবাহিত স্বামী স্ত্রী ছাড়া পবিত্র ভালবাসা কখন কি জগতে সম্ভব? তোমার আমার ভালবাসা—একি সেই ভালবাসা? এতো প্রেম নয়! এ যে উৎকট বিষের নেশায় দু'জনে আচ্ছন্ন হ'য়েছিলেম! দারুণ অনুতাপানলে তীব্র অসহ্য দহণ এ প্রেমের অনিবার্য্য পরিণাম। এ পিশাচ পিশাচীর রঙ্গ—নারকী মহাপাপীর বিকট বিহার!

মৃ। আর ব'ল'না—আর শুনতে পারিনি—প্রাণ আমার ফেটে গেল! তোমার মুখে এই সব কথা শোনবার জন্যেই কি আমি সর্ব্বত্যাগিনী হ'য়ে চলে এলুম?

সু। শুধু আমার মুখে কি? পৃথিবীর মুখে—পশুপক্ষীকীটপতঙ্গ সবাকার মুখে—যতদিন বাঁচবে ততদিন এ সমস্ত কথা শুনবে! সত্য বলছি মিনা—আর পারিনা—আর এ কর্ম্মভোগ সহ্য হয়না। সমাজ গেল, সংসার গেল, ইহকাল গেল, পরকাল গেল, তবে রৈল কি?

মৃ। কেন? তুমি আমি দুজনে ত একত্রে রয়েছি!

সু। তা'তে যে সুখ পাচ্ছিনা মিনা! বাস্তবিক যদি সুখি হ'তেম তা'হ'লে কি এসমস্ত কথা মুখে উচ্চারণ ক'র্ত্তে অবকাশ পেতেম?

মৃ। তবে কি ক'র্ব্ব বল?

সু। চল—কাশীতে তোমার মার কাছে তোমায় রেখে আসি।

মৃ। মা'র কাছে কি ব'লে গিয়ে দাঁড়াব?

সু। তা আমি কি জানি? যা বলবার তুমি ব'লবে! আর এখানে থাকা চলবেনা—অন্ততঃ আমার ত কিছুতেই নয়। বোধ হয় তোমার শ্বশুরবাড়ী থেকে লোকজন (Police) পুলিশ সঙ্গে ক'রে নিয়ে তোমার খোঁজ ক'র্ত্তে বেরিয়েছে। আমি তোমার জন্যে জেল খাটতে পার্ব্বনা।

মৃ। আমি মার কাছে যাবনা।

সু। না যাও—তুমি এখানে থাক, আমি চল্লুম—(প্রস্থানোদ্যত)

মৃ। (সুরেশের পদতলে পড়িয়া) যেওনা—যেওনা—আমায় ফেলে যেওনা—তোমার দুটী পায়ে ধচ্ছি! ওগো—আমার যে মুখ চাইবার এসংসারে কেউ নেই, আমায় কা'র কাছে রেখে যাচ্ছ?

সু। তোমার নিজের অদৃষ্টের কাছে! হতভাগিনি! কেন এ পথে পা দিয়েছিলে? এ কাজের এই পরিণাম তা জাননা? যাও—আমায় ছেড়ে দাও—

মৃ। নিষ্ঠুর—পিশাচ—নির্ম্মম—লম্পট! তুমি এমন স্বার্থপর? যাও—তোমার যেখানে ইচ্ছে চলে যাও—আর তোমায় সাধব'না! আমার পথ আমি আপনিই দেখে নোবো।

(সুরেশের প্রস্থান)

মৃ। এই সুখ? এই শান্তি? কুলত্যাগের এই পরিণাম? মূর্খ রমণি! এখন বুঝতে পাচ্ছ কি—ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের

একমাত্র গতি কি? একমাত্র আশ্রয় কে? ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে—অগ্নি সাক্ষ্য ক'রে—গুরুজন যাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করেন, সেই স্বামী—রমণীজীবনের সার সম্পত্তি পতি ভিন্ন—স্ত্রীজাতির আর কি আছে? অভাগিনি—কালামুখি! পতির পদাঘাত কি এতই যন্ত্রনাদায়ক? পতির লাঞ্ছনা কি লম্পটের অনাদরের চেয়েও অসহ্য? আর কিছু আশা আছে কি? আর পোড়া জীবনে কোনও সাধ পূর্ণ ক'র্ত্তে বাকি আছে কি? আর মুখ চাইবার—আশ্রয় দেবার কেউ আছে কি? কই না—কেউত' নেই! তবে আর কেন? আর ইতস্ততঃ কিসের জন্য? বড় শুভক্ষণে মুষিকের প্রাণ বধ কর্ব্বার জন্যে বিষ সঞ্চয় ক'রেছিলেম—অকারণ নিরীহ প্রাণীহত্যায় ফল কি? আমার মতন মহাপাপিনীর বিনাশই নিতান্ত প্রয়োজন! (বাক্স হইতে বিষ বাহির করিয়া) মা—ভগবতি! শুনেছি তুমি পতিতপাবনী! বড় পতিতা অভাগিনী আমি! সতীত্বরত্নহারা রমণীর কি সত্যই অনন্ত-নরকভোগ? এ মহাপাপের কি মার্জ্জনা নেই মা? স্বামিন্! তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইবারও আমার মুখ নেই! (বিষপান) উঃ—আঃ—কি হ'ল—কি হ'ল—পুড়ে গেলুম—বুক জ্বলে গেল যে! জল—একটু জল—কোথায় জল—বড় পিপাসা—কেউ একটু জল—(জল আনিতে অগ্রসর ও পতন)

(সুরেশ ও সুকুমারের প্রবেশ।)

সুকু। আর লজ্জায় মুখ ঢাক্‌লে কি হবে? যে কলঙ্ককালিমা

মুখে লেপন ক'রেছ—তা'কি ইহজীবনে মুছে ফেলতে পারবে ? ছিঃ—ছিঃ—সুরেশ! তুমি এমন কুচরিত্র—তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি !

সু। সুকুমার ! আমায় তিরস্কার করা বৃথা ! ঘটনাস্রোতে আমি তৃণখণ্ডের মতন ভেসে চলে এসেছি। এই যে অভাগিনী নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন !

মি। (ক্ষীণস্বরে) আবার এসেছ—কেন—উঃ—

সু। এঁ্যা—একি—মিনা—কি হ'য়েছে—কি ক'রেছ ?

সুকু। বুঝতে পাচ্ছনা হতভাগ্য ? অভাগিনী বিষপান ক'রেছে।

সু। এঁ্যা—সেকি—সেকি—মিনা! ও ভাই সুকুমার! কি হ'ল ভাই ? এ যে আর কথা কয়না—মিনা যে জন্মের মতন স্থির হ'ল! একটা ডাক্তার—

সুকু। আর ডাক্তার কা'র জন্যে আনবে ? বাঃ—বাঃ—সুরেশ! খুব লেখা পড়া শিখেছিলে! কাব্য উপন্যাস পাঠ ক'রে খুব প্রেমশিক্ষা ক'রেছিলে! পরস্ত্রীকে প্রেমদান, পরস্ত্রীকে প্রেমচক্ষে নিরীক্ষণ, পরস্ত্রীর প্রতি পাপবাসনা—একি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক ? সুরেশ! তুমি তা'হ'লে তো দেখ'ছি সংসারে অতি ভয়াবহ জীব! তোমাকে আপনার জ্ঞানে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রবেশ ক'র্ত্তে দেওয়াতো বিড়ম্বনার কথা! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—তুমি কেশবের চেয়েও নরাধম !

সু। সুকুমার—সুকুমার! তোমার কাছে কোন অস্ত্র থাকেতো এই মুহূর্ত্তে আমায় বধ কর! আমি নরপিশাচ—রমণী-ঘাতী—বিশ্বাসঘাতক—হিন্দুসমাজের কলঙ্ক! আর বাক্য-



সুকু। * * এ মহা শিক্ষা কি কোন গুরুর কাছে লাভ করনি যে, সংসারে পরস্ত্রী মাত্রেই নিজের গর্ভধারিণী জননীর সমান? * * * * —চতুর্থ অঙ্ক। (সপ্তম গর্ভাঙ্ক)।

The Emerald Ptg. Works

জ্বালা দিওনা—আমায় একেবারে বধ কর ভাই—বধ কর।

সুকু। মূর্খ! মনে ভেবেছ কি মৃত্যুতে তোমার শান্তিলাভ হবে? অনন্ত নরকযন্ত্রনা ভোগ ক'র্ত্তে হবে তা জাননা? আত্মা তোমার মহাপাপে কলুষিত—সেই সমস্ত মহাপাপের ভার বহন ক'রে—ভীষণ অনুতাপানলে প্রতিপলে দগ্ধ হ'য়ে শূন্যে শূন্যে তোমায় বিচরণ ক'র্ত্তে হবে তা ভাবছনা? রাশি রাশি পুস্তক প'ড়ে বিদ্যাশিক্ষার বড়াই কর—কিন্তু এ মহা-শিক্ষা কি কোন গুরুর কাছে লাভ করনি যে, সংসারে পরস্ত্রী মাত্রেই নিজের গর্ভধারিণী জননীর সমান? সুরেশ! নরপিশাচ! তুমি মাতৃহরণ ক'রেছ—তোমার কোন কালে কি নিস্তার আছে?

সু। কি হবে—কি হবে আমার উপায়? বল ভাই—বল। তুমি আমার দেবতা—তুমি আমার ইষ্টগুরু—তুমি আমার একমাত্র শিক্ষাদাতা! অদৃষ্ট—দুরদৃষ্ট আমার—তোমার মতন এমন সৎসঙ্গ লাভ ক'রেও আমি সাধ ক'রে নিজেকে স্বর্গচ্যুত ক'রেছি—স্বেচ্ছায় নরকের পথ প্রস্তুত ক'রেছি! আমায় উদ্ধার কর—আমায় রক্ষা কর—আমি তোমার শরণাগত!

(সদানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

স। নরাণাং প্রাক্তনং কর্ম্ম তিষ্ঠত্যেব সহাত্মনা! অনুতাপ কর—পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর—সৎসঙ্গে, সৎশিক্ষায়, সদ্‌গুরুর উপদেশে হৃদয়ের মলা বিধৌত কর। শ্রীহরির শরণাপন্ন হও!

সু। শ্রীচরণধূলি দিন প্রভু—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য; আমি আর এসংসারে মুখ দেখাবনা। অবশিষ্ট জীবন তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'রবো! পতিতপাবন শ্রীমধুসূদন আমার একমাত্র ভরসা—তাঁ'রই প্রেমে দিনযাপন ক'র্ব্ব? হার—হরি—হরি! আমায় বল দাও—আমায় রক্ষা কর!

সুকু। প্রভু! শুভক্ষণে আপনার উপদেশে এখানে এসেছিলেম! দয়াময়! যথার্থই আপনি অন্তর্য্যামী!

স। কর্ম্মবীর সুকুমার! নরদেহে তুমি অমরত্ব লাভ ক'রেছ। আমি কে? ভগবান সকল সৎ কর্ম্মেই সহায়তা ক'র্ব্বেন! এখন এস—এই হতভাগিনীর অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন ক'রি।



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুকুমারের বহির্ব্বাটী।

সুকুমার, বিপিন, সরমা ও চন্দ্রকুমারী।

সুকু। মিছে দুঃখ ক'রে আর ফল কি মা? সংসারে জন্মগ্রহণ ক'ল্লেই, একদিন না একদিন মৃত্যু অবধারিত! স্বামী আপনার স্বর্গে গেছেন—ইহলোকের কার্য্য তাঁ'র শেষ হ'য়েছে,—এখন আপনি শ্রাদ্ধশান্তির দ্বারায় তাঁ'র পরলোকের সদ্গতির ব্যবস্থা করুন।

স। বাবা! বড় অভাগিনী আমি—আমার কেবল কাঁদবার জন্যেই এ পৃথিবীতে আসা। জানিনা—পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাতক ক'রেছি, এজন্মে তা'র ফল পাচ্ছি। অপঘাতে স্বামীর প্রাণনাশ হ'ল—

সুকু। কি ক'র্ব্ব মা? যতদূর সম্ভব চিকিৎসা হ'য়েছিল, ঔষধ পথ্যেরও ব্যবস্থার কোনরূপ ত্রুটী হয়নি। পতিপ্রাণা আপনি, নিজে

প্রাণ দিয়েতো যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা ক'রেছেন—উপরন্তু আমার সমস্ত বন্ধুবর্গ—প্রবোধ, এমন কি তাঁ'র সহধর্ম্মিণী পর্য্যন্ত যথেষ্ট সহায়তা ক'রেছেন—তবু বদিবাবুকে বাঁচাতে পাল্লেম না মা! আমাদের নিতান্ত দুরদৃষ্ট—

স। দুরদৃষ্ট তোমাদের নয় বাপ্—দুরদৃষ্ট আমাদের মায়ে ঝিয়ের! নৈলে, তোমরা আমাদের যা ক'রেছ, এখনও যা ক'চ্ছ—এমন ধারা নিজের গর্ভের সন্তানেও ক'র্ত্তে পারেনা। বড় দুঃখিনী আমি—কেমন ক'রে তোমাদের ঋণ পরিশোধ ক'র্ব্ব তা ব'ল্‌তে পারিনা। আশীর্ব্বাদ ক'রি বাবা—তোমরা রাজরাজেশ্বর হও। তুমি নিজে যেমন দেবচরিত্র, তোমার সঙ্গীগুলিও তেমনি। বিশেষতঃ ঐ কার্ত্তিক নামে ছোট ছেলেটী—আহা—যেন সোণার চাঁদ! সমস্ত দিনরাত রোগীর সেবা ক'রেছে—দিনের মধ্যে কুড়িবার ডাক্তারখানায় ছোটাছুটী ক'রেছে—ঐ অতটুকু ছেলে পরের উপকার ক'র্ত্তে একটু ব্যাজার পর্য্যন্ত হয়নি!

সুকু। দুঃখ ক'চ্ছেন কেন মা? সন্তান থাক্‌তে আপনার ভাবনা কি? আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকুন, সমস্ত ভার আমাদের উপর অর্পণ ক'রে জগদীশ্বরের নিকট পরলোকগত স্বামীর অক্ষয় স্বর্গ কামনা করুন! এখন যে শুধু আপনার তাই কর্ত্তব্য মা! শ্রাদ্ধ শান্তির সমস্ত ব্যবস্থা হ'চ্ছে। এ কার্য্য শেষ হ'লে—গুরুদেবের আদেশে—প্রবোধ, আমি, প্রবোধের স্ত্রী প্রভৃতি সকলে একবার তীর্থপর্য্যটনে যাব—আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তা'র পর বৎসরান্তে কালাশৌচের পর—কার্ত্তিকের সঙ্গে আপনার কন্যা চাঁদির

বিবাহ দোবো। কেমন মা—পাত্র আপনার মনোমত হবেত'?

স। বাবা—অভাগিনীর অদৃষ্টে এত সুখ সইবে কি?

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কা। এই যে সুকুমার দাদা—আপনি এখানেই আছেন—আমি প্রবোধ বাবুকে ভুলে ব'লে ফেলিছি—যে আপনি এখন বদ্দিবাবুর বাড়ীতে রয়েছেন। তিনি সেই খানেই গেছেন. যাই ডেকে নিয়ে আসি—

স। না বাবা—তোমায় ডাকতে যেতে হবেনা—আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

সুকু। মা—কেন মিছে কষ্ট ক'রে এখানে এলেন? যখনই দরকার হবে—আমাকে ডেকে পাঠালেই হয়! যাও ভাই কার্ত্তিক—মাকে বাড়ী রেখে এস।

কা। আসুন— (সরমা ও চন্দ্রকুমারীর প্রস্থান)

বি। কেত্তো—শোন্!

কা। কি?

বি। তোর ক'নের সঙ্গে বেশ ভাব সাব হ'য়েছে?

কা। যাও বিপিন দা—তুমি ভারি দুষ্টু,— (কার্ত্তিকের প্রস্থান)

সুকু। কেমন বিপিন! কার্ত্তিক কেমন শুধ্‌রে গেছে বল!

বি। সঙ্গটী কেমন পেয়েছে মশাই! কার্ত্তিক তো দুধের ছেলে—ওতো দু'চার কথায় শোধরাতে পারে; কাঁচা কঞ্চি সোজা ক'র্ত্তে বেশী দেরী লাগেনা। আমি যে এমন পাকা ঘূণধরা বেউড় বাঁশ—আমি কি হ'য়ে গেছি মশাই!

সুকু। ভাই! তোমার মতন দেবহৃদয় আমি সংসারে খুব অল্পই

দেখেছি। কুগ্রহবশে দুদিন মতি গতি একটু অন্যায় পথে গিয়েছিল, কিন্তু তা হ'লেও—তোমার তো মনুষ্যত্বের কণামাত্রও হানি হয়নি! যাক্ সে সমস্ত কথা! হবিষ্যের সমস্ত যোগাড় ক'রে দিয়ে এসেছ।

বি। আপনাকে বল্লুম—ঐ তো দুটী ক্ষুদ্র প্রাণী—অত জিনিস পত্তর মিছে কেন কিনতে দিচ্ছেন? পোড়ে পোড়ে সমস্ত নষ্ট হবে। যা আনা হ'য়েছে—তা'তে বোধ হয় পাঁচ সাত জনের দুমাস ধ'রে সংসার চলে যায়।

সুকু। না ভাই—বেশী থাকা ভাল। অল্প জিনিস কখন ফুরিয়ে যাবে—উনিতো প্রাণ ধ'রে আমাদের জানাবেন না!

(প্রবোধের প্রবেশ)

সুকু। কি হে—দিন রাত্তির যে মুখ ভার ক'রে রয়েছ?

প্র। ভাই! একটা ইংরিজি ব'য়ে পড়েছিলুম—(Every action has an equal but opposite reaction) এভ্রি অ্যাক্শন্ হ্যাজ অ্যান্ ইকোয়াল্ বট্ অপোজিট্ রি-অ্যাক্শন্! তখন দিন রাত্তির খুব আমোদ ক'রেছিলুম, খুব ইয়ারকি দিয়েছিলুম, এখন তা'র (reaction) রিঅ্যাক্শন্ হবে না? হাতাহাতি কি ফল ফ'ললো বল দেখি সুকুমার! উঃ কেশব যে এতদূর সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বে তা আমার ধারণা ছিলনা!

সুকু। সেইটীইতো বেশী আশ্চর্য্য ভাই! মন্দ লোক জেনেও যে, তুমি সরল প্রাণে তা'কে বিশ্বাস ক'র্ব্বে, এর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য আর কি হ'তে পারে? যাক্—আর অমন লোক নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য ক'র্ত্তে যেওনা। কারুবার যদি ভাল ক'রে

চালাতে হয়, এবার থেকে নিজে ভাল ক'রে দেখ শোন—আমি তো সঙ্গে আছিই!

বি। আমি কিন্তু প্রবোধকে বরাবর ব'লে এসেছি যে, কেশব মহাজোচ্চোর—ওকে অংশীদার কোরোনা! উনি তখন আমার কথায় ব্যাজার হ'তেন—

প্র। উঃ কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটেছিল ভাই! রাস্কেল যথাসর্ব্বস্ব চুরী ক'রে নিয়ে পালাল? এখন পাওনাদারের টাকা যোগাই কোথা থেকে?

বি। (Police) পুলিশ কি ক'চ্ছে? এখনও ধ'র্ত্তে পাল্লেনা?

সুকু। ভাই! কোম্পানীর রাজ্যে পালাবে কোথায়? ধরা পোড়লো ব'লে—তুমি ভাবছো কেন?

প্র। আর ধরা প'ড়লেই বা কি হবে? টাকা কি আর ফেরৎ পাব? পাওনাদারেরা তাগাদায় অস্থির ক'রে মেরেছে—ভাবনায় আমার আহার নিদ্রা নেই।

সুকু। ভাবনা কিসের ভাই? টাকা চুকিয়ে দাওনা—তোমার টাকার তো অভাব নেই।

প্র। সুকুমার! তুমি শুদ্ধ আমার সঙ্গে বিদ্রূপ ক'চ্ছ?

সুকু। কেন? আমিও কি এত নীচ হ'য়ে গেছি? দারুণ দুশ্চিন্তায় তুমি অস্থির হ'য়েছো—ভাবনায় চিন্তায় তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে—এই অবস্থায় তোমার সঙ্গে পরিহাস ক'র্ব্ব? এই নাও তোমার ভূঁইগড়া জমিদারী—আবার তোমারই হাতে ফিরে এসে পড়েছে!

প্র। এ্যাঁ—সেকি? ভূঁইগড়া? আমার হ'য়েছে? কি ক'রে—কে দিলে?

সুকু। ভাই! দেবে আর কে? দেনেওয়ালা জগদীশ্বর! স্বর্গগত পিতৃদেব তোমার, চিরদিন ধর্ম্মপথ অনুসরণ ক'রে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে বিষয় ক'রে গেছেন! ধর্ম্মের সম্পত্তি—অধর্ম্মের সাধ্য কি তা চাতুরী ক'রে গ্রাস করে? ভাই! ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়—এ মহাবাক্যটী চিরকাল হৃদয়ে গাঁথা রেখো।

প্র। বুঝেছি সুকুমার—তুমি সন্ধান পেয়ে ধরণীকাকাকে অনেক টাকা দিয়ে ভূঁইগড়া তাঁ'র কাছ থেকে কিনে নিয়েছ। কিন্তু দাদা—এত টাকা তোমায় আমি কি ব'লে নোবো?

সুকু। তোমার নিজের টাকায় যদি কিনে থাকি—তা'হ'লে নিতে আপত্তি কি? তুমি সমস্ত সঠিক সংবাদ জাননা—অনুমান ক'রে ব'লছ মাত্র। তোমার ধরণীকাকা তাঁ'র ছেলের নামে ভূঁইগড়া কিনেছিলেন—কনকবাবুর সম্প্রতি আমোদ কর্ব্বার অর্থের আবশ্যক হওয়াতে এই বিপিনকে মধ্যস্থ ক'রে দশহাজার টাকায় সেই ভূঁইগড়া আমাকে বেচেছেন।

প্র। প্রহেলিকা ভাই—প্রহেলিকা! আমি যথার্থই যেন কি রকম গোলমালে প'ড়ে গেছি! এমন কি হ'তে পারে? ভূঁইগড়া আবার পেলুম? না—না—সুকুমার! ও এখন তোমার সম্পত্তি—আমাকে নিতে অনুরোধ ক'চ্ছ কেন?

সুকু। ভাল ভাই—যদি তোমার টাকায় না কিনে আমার টাকায় কিনে থাকি, অবশ্যই আমি নোবো। কিন্তু টাকা যদি তোমার হয়—তা হ'লেতো আর কোন রকম আপত্তি ক'র্ব্বেনা। যাক্, ওসব পরের কথা। এখন আমি ধরণীধর বাবুকে এইখানে ডেকে পাঠিয়েছি—গোটাকতক কথা

ব'লব! তাঁ'র সাম্‌নে যেন আর এ সব ছেলেমানুষি গুলো কোরোনা!

বি। আরে ভাবছ কেন প্রবোধ? সুকুমার বাবু কি একটা আমাদের মতন যে সে মানুষ? বুঝতে পাচ্ছনা—উনি শাপ-ভ্রষ্ট নিশ্চয়ই কোন দেবতা!

প্র। সে বিষয় আর তিলমাত্র সন্দেহ আছে? তা না হ'লে মানুষের রক্তমাংসের দেহে কখনো একাধারে এ সমস্ত দৈব শক্তি থাক্‌তে পারে?

সুকু। তোমরা ক'জনে দেখছি—আমার ইহকাল পরকাল ভুইনষ্ট ক'রে দেবে! যা'র যা ইচ্ছে তাই ব'লতে আরম্ভ ক'রেছ—

(ধরণীধরের প্রবেশ)

ধ। আপনি আমাকে ডেকেছেন বাবু? কি আবশ্যক বলুন দেখি? এই যে প্রবোধ আছ! তা-বাবা সব খবর ভাল? বড় ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত—একা মানুষ—চাদ্দিক দেখতে শুন্‌তে হয়—তাই তোমাদের বাড়ী যেতে পারি না।

প্র। হ্যাঁ—ভগবানের কৃপায় কোন রকমে দিনটা কেটে যাচ্ছে!

ধ। হ্যাঁ—তা কাট্‌বে বৈকি—তা কাটবে বৈকি! রাত্রের পর দিন—দিনের পর রাত—চন্দ্রের পর সূর্য্য—সূর্য্যের পর চন্দ্র—এই রকম ক'রে কাটাকুটি হ'চ্ছে বইকি!

সুকু। শুধু তাই নয় ধরণীবাবু! সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, সুদিনের পর কুদিন, আর কুদিনের পর সুদিন, এও একটা সংসারের নিয়ম—কি বলেন?

ধ। বটেইতো—বটেইতো বাবু!

সুকু। প্রবোধের পিতার মৃত্যুর পর কি ঘোর দুর্দ্দিন হ'য়েছিল—তা'তো আপনি সব জানেন—

ধ। হঁ্যা—হঁ্যা—তা জানি বৈকি! একটু দুর্দ্দিন হ'য়েছিল—একটু দুর্দ্দিন হ'য়েছিল—

প্র। একটু দুর্দ্দিন? আমাদের হতভাগা সংসারের একমাত্র আশা ভরসা—কত অনাথ দীন দরিদ্রের অন্নদাতা প্রতিপালক—আদর্শ দেবচরিত্র এমন পিতার মৃত্যুতে আমাদের একটু দুর্দ্দিন হ'য়েছিল? অক্ষম—দুর্ব্বল—সংসাররহস্যানভিজ্ঞ নরাধম আমি---পর্ব্বতের অন্তরালে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে বাস ক'চ্ছিলেম—কখনো দুঃখের বাতাস পর্য্যন্ত অঙ্গে লাগেনি! সেই পর্ব্বত আমার চক্ষের সম্মুখ থেকে স'রে গেল! তখন জ্ঞানচক্ষু চেয়ে সংসারকে দেখলুম। কি দেখলুম জানেন কাকা মশাই? দেখলুম, অতি ভয়ানক বিপদতরঙ্গসমাকুল অসীম অনন্ত সংসারজলধী আমার সম্মুখে! তা'র মধ্যে নর-রক্তলোলুপ ভয়ঙ্কর জীবজন্তু সকল আত্মীয়ের রূপ ধারণ ক'রে আমার সর্ব্বস্ব গ্রাস ক'র্ত্তে মুখব্যাদান ক'চ্ছে! কাকা মশাই! ভাবুন দিকি—এমন দুর্দ্দিন কি কা'রও হয়?

সুকু। যাক্ ভাই প্রবোধ—ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপাততঃ যখন সুদিনের আলোক আবার দেখা দিচ্ছে—তখন গত বিষয়ের জন্য অনুশোচনায় ফল কি? এখন শুনুন ধরণীবাবু! আপনি তো চিরদিন প্রবোধের বিষয় কার্য্য দেখতেন—এখন আর আপনার সাবকাশ হবেনা বোধ হয়! আর বয়েসও হ'য়েছে—সে রকম পরিশ্রম কর্ব্বার শক্তিও আপনার নেই—

ধ। না বাবু—আমার আর দেহে বল নাই। আমি নিজেরই কিছু দেখতে শুন্‌তে পারিনা—

স্কু। হ্যাঁ—তা কনক বাবুর মুখে শুন্‌লুম বটে! রেজেষ্ট্রী ক'রে দেবার দিন তিনি তা'ই বল্লেন বটে!

ধ। রেজেষ্টরী? কিসের রেজেষ্টরী? কনক—সেকি? এ্যাঁ—

স্কু। হ্যাঁ—আপনি জনেননা কি? কনক বাবু টাকাকড়িতো সমস্ত নিয়ে গেছেন—সে তো প্রায় আজ দেড় মাসের কথা হ'ল—

ধ। কি ব'লছেন ব'লুন—ভাল ক'রে ব'লুন! আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা!

স্কু। বড় আশ্চর্য্যের কথা তো? আপনার ছেলের নামে ভূঁইগড়া ব'লে যে একটা তালুক ছিল—

ধ। ভূঁইগড়া—ভূঁইগড়া—কৈ—কৈ—এ্যাঁ—তা—কি—

স্কু। দশহাজার টাকার বিশেষ আবশ্যক হওয়াতে তিনি আমাকে বেচতে এসেছিলেন। তা আমি নিজে না কিনে, প্রবোধ বাবুর টাকায়—

ধ। এ্যা—এ্যাঁ—কি ব'লছেন—(ভূমীতে উপবেশন)

প্র। বুঝতে পাচ্ছেন না কাকা মশাই? সেই—সেই ভূঁইগড়া—সেই জমীদারী! লোকজন লাগিয়ে খাজনার টাকা লুট করিয়ে—নিলেমে যেটা কনকের নামে কিনে নিয়েছিলেন, সেই—সেই—হরিহর বাঁড়ুর্য্যের ধর্ম্মের সম্পত্তি আবার ঈশ্বরের চক্রান্তে তাঁ'রই বংশধরের কাছে এসেছে! কাকা! ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীতধারী আপনি—এতটা নাস্তিক? ঈশ্বর মানেন না? ধর্ম্মাধর্ম্ম মানেন না? পাপপুণ্য মানেননা? পাপের

শাস্তি—পুণ্যের পুরস্কার—ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের পরাজয়, আপনার কি ধারণা এ সমস্ত কথার কথা—মিথ্যা রচনা ?

প্র। উঃ—উঃ—এমন চক্রান্ত—এমন ঠকানো! উঃ—উঃ—হা ভগবান—না—না—আমি যাই—আর এখানে থাক্‌বনা—এরা সব আমায় খুন ক'র্ব্বে—আমায় পাগল ক'রে দেবে—আমায় গলা টিপে মার্ব্বে—পালাই—পালাই—ছেড়ে দাও—কনক—কনক—উঃ— (বেগে প্রস্থান)

সুকু। পাষণ্ড—অকৃতজ্ঞ—বিশ্বাসঘাতক! যথেষ্ট শাস্তি হ'য়েছে—

বি। আমি ভাবলুম বুঝি দম্ ফেটেই মরে গেল—

প্র। কিন্তু তুমি আমাকে এমন সন্দেহে রেখেছ কেন সুকুমার? আমার দশ হাজার টাকা তুমি কোথা থেকে পাবে ভাই—যাতে ভুঁইগড়া কিনে ফেললে—

সুকু। হাঁা—তোমারি দশ হাজার টাকায় কিনেছি! আর এই তোমার স্ত্রীর নামে কোম্পানির কাগজ ক'খানি আজ লক্ষ্মী ছেলের মতন নিয়ে যাও দিকি! আমি অনেক দিন থেকে আগলে নিয়ে ব'সে র'য়েছি—

প্র। এঁ্যা—একি? এযে আমার শ্বশুর রমানাথ চৌধুরীর টাকা—তিনি আমার স্ত্রীকে লিখে দিয়েছেন! সুকুমার—সুকুমার—ভাই! কোথায় তিনি? তাঁ'র কি দেখা পেয়েছ? তুমি রোজই বল, দেখা হবে—কিন্তু কেন দেখা পাচ্ছিনা?

সুকু। কেমন? এখন সন্দেহ ঘুচেছে? এই যে গুরুদেব

(সদানন্দের প্রবেশ).

স। প্রবোধ! আমায় চিন্‌তে পার?

প্র। (পদতলে পড়িয়া) পিতা—পিতা—অধম সন্তান ব'লে কি এমনি ক'রে ত্যাগ ক'র্ত্তে হয় ? আমি শ্রীচরণে অনেক অপরাধী—কিন্তু আপনার অভাগিনী কন্যার মমতা কেমন ক'রে বিসর্জ্জন দিয়েছেন ?

স। বৎস! কে ব'ল্লে আমি মমতা বিসর্জ্জন দিয়েছি ? নানা কারণে হয়তো আমার সমাজে মুখ দেখাতে লজ্জাবোধ হ'ত। কিন্তু মমতায় হৃদয় এত আচ্ছন্ন যে, সংসারত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েও তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকৃতে আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে! আমার যে গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি তোমাদের এতকাল দর্শন দিইনি, আমার প্রিয় শিষ্য পুত্রাধিক প্রিয়তম সুকুমার হ'তে এতদিন পরে সে সমস্ত পূর্ণ হ'য়েছে! এখন চল—আমার হৃদয়ের শোণিত, আমার বংশের একমাত্র চিহ্ন—আমার জনমদুঃখিনী কন্যাকে দেখে আমার চির-সন্তাপিত হৃদয়কে স্নিগ্ধ করি!

প্র। চলুন প্রভু—পিতা মাতার অবর্ত্তমানে সংসার শ্মশান হ'য়েছে—আজ আপনার পদার্পণে সে অন্ধকার গৃহ আমার—আবার আলোকিত হবে—আমি ধন্য হব! এস সুকুমার।

সুকু। চল—ভাই—— (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধরণীধরের নূতন বাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

কনক।

এঁ্যা—কি হ'ল! এক কথায় যথাসর্ব্বস্ব খোয়ালুম? দশ দশ হাজার টাকা একেবারে একসঙ্গে জলে গেল? দুটো টাকাও নিজে খরচ ক'র্ত্তে পেলুম না—নিজের ভোগে এলনা? কেশবটা পালাল? এমন বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্ব্বে তা'তো একবার ভুলেও ভাবিনি! কোথায় গেল? কল্‌কাতায় তো কিছুতেই খোঁজ পেলুম না! বাইরে কোথায় লুকিয়েছে, একা আমি কেমন ক'রে সন্ধান ক'র্ব্ব? পুলীশে তো খবর দিইছি! প্রবোধদাদারও টাকা ভেঙ্গে পালিয়েছে—তা'রাও (detective) ডিটেক্‌টিভ্‌ লাগিয়েছে! এততেও সন্ধান হবেনা? টাকাটা কি পাবার কোন আশা নেই? উঃ আরতো ভাব্‌তে পারিনি—একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে নিই! (মদ্যের শিশি পকেট হইতে বাহির করণ ও মদ্যপান)। কিন্তু গুলজার বেটী কি ছোট্‌লোক! দু'হাজার টাকা নগদ গুণে দিলুম—তবু বেটী কেশবের পালাবার পর থেকে আমাকে আমল দিচ্ছে না! সে বেটীও এমন জোচ্চোর? কিছুতেই তা'র মন পাচ্ছিনা? স্পষ্ট সেদিন বল্লে কিনা—

"যে দশ হাজার টাকা দেবার কথা ছিল—তা যদি না দিতে পার, তবে আর এসনা!" শনি জুটেছে সেই বেটা গয়লার ছেলে! যখনই যাই—দেখি, সেই বেটা ঘরে ব'সে ফুস্ ফুস্ ক'চ্ছে! উঃ—কি ক'রি—কি ক'রি! বেটী নিশ্চয়ই যাদু জানে! নইলে এত কুব্যবহার ক'চ্ছে—এমন ক'রে অপমান ক'রে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে—তবু তা'কে না দেখে যেন প্রাণটা বেরিয়ে যাবার মতন হ'তে থাকে। কিছুতেই বেটীকে ভুলতে পাচ্ছিনা (মদ্যপান)। নাঃ—কিছুতেই ছাড়া হবেনা! যখন এত গেছে—তখন যেমন ক'রে পারি তা'কে তুষ্ট ক'রে তা'র কাছে যাব! কোন গতিকে চপলার গহনা গুলো যদি নিয়ে যেতে পারি, তা'হ'লে নিশ্চয়ই সে আমার উপর খুসী হবে! আঃ—এ মাগ বেটীও যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে! দশবার ডাকলুম, তবু গ্রাহ্য নেই! নাঃ—ঐ যে এইবার আসছে———

(চপলার প্রবেশ)

ক। বলি, তোমার এতক্ষণে শুভাগমন হ'ল নাকি?

চপ। কেন? হঠাৎ মাগের ওপোর এতটা করুণা চেগে উঠলো কেন? এদিকে তো রাত্তির তিনটে চারটে না হ'লে চুলের টিকি দেখবার যো নেই——

ক। নেই তো নেই! আমাকে বেশী বোকিওনা ব'লছি—আমার মেজাজ এখন বিগড়ে গেছে।

চপ। ওঃ কি আমার লাট সাহেব এলেন গো! মেজাজ তো বিগড়ে যাবেই। এই যে, এর মধ্যেই মুখে মধুর গন্ধ বেরুচ্ছে! ধিক্—লজ্জাও করেনা!

ক। চুপ ক'রে থাক—আমায় বেশী রাগিওনা ব'লছি—

চপ। কেন—তোমাকে ভয় নাকি? যত হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া আলক্ষী ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশে লেখাপড়া ছেড়ে একেবারে যে ধিঙ্গিপদ পেয়েছ দেখছি—

ক। তোমার ও (curtain lecture) কারটেন লেক্‌চার শোনবার ঢের সময় আছে বিধুবদনী! এখন ক্ষান্ত দাও। একটা কাজ কর দিকি—তোমার গয়নাগুলো সব একবার দাও দিকি—

চপ। গয়না দোবো? কেন? বেচে ইয়ারকি দিতে হবে?

ক। না—না—প্রাণপ্রেয়সী—রাগ ক'চ্ছ কেন? আমার একটী (friend) ফ্রেণ্ড দেখতে চাইছে—সে তা'র মাগকে ঐ রকম সব পছন্দসই গয়না গাড়িয়ে দেবে কিনা! তা আবার আমি আধ ঘণ্টার ভেতোর ফিরিয়ে আনছি—

চপ। আহা—আমি কিনা কচিখুকি—আমায় নেকী বোঝাচ্ছ! আমি গয়না টয়না দিতে পার্ব্বনা!

ক। কি—দেবেনা? আমাকে (insult) ইন্‌সাল্ট্‌?

চপ। সটু ফটু কি আবার? আমি গয়না কোথায় পাব? সে সব মার কাছে আছে!

ক। কেন—ঐ তো তোমায় গায়ে র'য়েছে! আর মার কাছ থেকে তুমি চেয়ে নিয়ে এসনা।

চপ. মাইরি—অত সুখে আর কাজ কি? মার কাছ থেকে চেয়ে আনবো? তোমার ইচ্ছে হয়—তুমি চাওগে যাওনা—

ক। আচ্ছা—তোমার গায়ে যা আছে তাই খুলে দাও—

চপ। যাও—যাও—চালাকি কোরোনা! বাড়ীর ভেতর ব'সে



চপলা। ওগো, কি কর—কি কর—আমার হাত ছিঁড়ে গেল—ও মাগো—দেখগো—
কনক। চ্যুপ্‌, রও ইউ বদ্‌মাস্‌—দে বল্‌ছি গয়না খুলে—পঞ্চম অঙ্ক (দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)।

The Emerald Ptg. Works

মাতলামি সুরু ক'রে দিয়েছে (প্রস্থানোদ্যতা)।

ক। কোথা যাচ্ছ? শোনো ব'লছি! (চপলার হস্তধারণ)

চপ। ছাড়—ছাড়—আমি যাই—ঐ বুঝি শ্বশুরের গলা পাচ্ছি—ছেড়ে দাও—

ক। ছেড়ে দোবো বইকি! ভালমানুষের বাপ আঁটকুড়ো! না দাও—আমি নিতে জানিনা? (অলঙ্কার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

চপ। ওগো—কি কর—কি কর—আমার হাত ছিঁড়ে গেল—ওমাগো—দেখগো—

ক। চ্যুপ রও (you) ইউ বদ্‌মাস্‌—দে ব'লছি গয়না খুলে—নইলে ভেঙ্গে চুরে নিয়ে যাব!

চপ। উহু—হু—ওগো—মাগো—আমাকে এমন চোর ডাকাতের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ—উহু—হু—মরে গেলুম—

(রাসমণির প্রবেশ)

রা। এ্যাঁ—একি—একি—ওরে অ হতভাগা ছেলে! কি ক'চ্ছিস্‌? বৌটাকে মেরে ফেলবি নাকি—

ক। কি আবার ক'র্ব্ব—তুমি এখানে এলে কেন?

রা। আস্‌বনা রে মুখপোড়া? তুই ভদ্রলোকের মেয়েকে খুন ক'র্ব্বি নাকি?

ক। বেশ ক'র্ব্ব! আমার মাগ—আমি যা খুসী তাই ক'র্ব্ব—তোমার কোন কথা বলবার রাইট্ নেই!

রা। যাও বৌমা, তুমি ও ঘরে যাও—ওটা কি আর একটা মানুষ—

(চপলা প্রস্থানোদ্যতা)

ক। খবরদার! গয়না দিয়ে তবে যাও—

রা। কি দেবে? গয়না? ওমা—তুই একেবারে অধঃপাতে গেছিস্ রে কনক?

ক। হ্যাঁ—আমার মাগের গয়না আমি যদি নিই—কা'র বাবার কি?

রা। বটেরে পাজী—এত বড় আস্পর্দ্ধা? নে দিকি তুই গয়না—তোর কেমন সাধ্যি দেখি—

(ধরণীধরের প্রবেশ ও চপলার প্রস্থান)

ধ। গিন্নী—গিন্নী—উঃ—কই তুমি—কি হ'য়েছে?

রা। হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু—তোমার ছেলের বড্ড বাড় হ'য়েছে—

ধ। হ'য়েছে—ঠিক হ'য়েছে! না—না—এখনও হয়নি! বাবা কনক—ভুঁইগড়া বেচেছ? প্রবোধকে বেচেছ?

রা। এঁ্যা—সেকি? বল কিগো? ও কনক সর্ব্বনেশে—

ক। দূর তোর ঘোড়ার ডিমের সংসার—আমি দেশত্যাগী হব—

(কনকের প্রস্থান)

ধ। গিন্নী! বড় জ্বর—বড় জ্বর—বুকটা কেমন ক'চ্ছে—আমায় ধর, আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে! গিন্নি! খুব ছেলে পেটে ধ'রেছিলে? কেমন? সেদিন বলিনি—ছেলে হ'তেই একদিন সর্ব্বনাশ হবে! হ'ল তো? সব গেল তো? যা কিছু আছে তা'ও থাক্‌বে না।

রা। চল—চল—তুমি শোবে চল—আর ও সব অলক্ষণে কথা কৌয়োনা গো! ওমা—আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো—

ধ। কাঁদতেই তো হবে—চিরদিনই কাঁদতে হবে—আমাকে আর কান্না শুনিওনা! দু'চার দিন বাদেই আমার লীলাখেলা শেষ হ'য়ে যাবে। তখন যত পার কেঁদো—উঃ—উঃ—উঃ—

স্ত্রী। ওগো—চলগো—বিছানায় শোবে চল—পোড়ে যাবে যে—

(ধরণীধরকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গুল্‌জারের বাটীর বারান্দা।

গুল্‌জার।

গুল্। দেখেছ মুখপোড়ার আক্কেল। পাঁচটা বাজে এখনও দেখা নেই! আজ সাধ ক'রে ব'ল্লুম যে পাঁচরকম ভালমন্দ রান্না বান্না হ'য়েছে—লোক জন সবাইকে আস্‌তে বারণ ক'রেছি, আজ দু'জনে প্রাণ খুলে একটু আমোদ ক'র্ব্ব,—একটা ভাল ব্র্যাণ্ডি কিনে রেখেছি—তবু এখনও আস্‌ছেনা গা? কিরণ সর্ব্বনাশী বুঝি ধ'রে আটকে রেখেছে! নাঃ—পাঁচ বেটীতে আমাকে জ্বালিয়ে মাল্লে! রোসোনা আজ আসুক! ভুলিয়ে ভালিয়ে মাসকতক পশ্চিম বেড়াতে নিয়ে যাব! টাকা পেলে মুখপোড়া গয়লা—ওমা—ঐযে আস্‌ছে—

(পতিতপাবনের প্রবেশ)

গুল্। তুই অনেক দিন বাঁচবি, মাইরি—এইমাত্র তোর নাম ক'চ্ছিলুম—

প। আমিও রাস্তায় দুশো হোঁচোট খেয়েছি—জানিস্!

গুল্। এই বুঝি তোর বেলা বার'টা? কোথায় আট্‌কা পড়েছিলি বল্ দিকি!

প। ঐতো তোর রোগ—তুই বিশ্বাস করিস্‌নি! অন্য কোথায়

গেলে সেকি পতিতপাবন ঘোষকে এত অবেলায় ছেড়ে দিত রে পাগলি? দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—মাইরি—খালি তোকে স্বপন দেখিছি!

গুল্। হ্যাঁ—আমার কিনা তেমনি কপাল! তা যাক্—আজ আর তো কোথাও দরকার নেই—

প। এখন নেই বটে! রাত্তির দশটার পর এক জ্যায়গায় দুধের টাকা পা'বার কথা আছে, একবারখানি যাব—কি বলিস্?

গুল্। ঐ তা হ'লেই হ'য়েছে! তোর সব নষ্টামি—আমি কি বুঝতে পারি না? তবে তোর যা খুসী ক'রগে যা! কে তোর সঙ্গে রোজ রোজ ঝগড়া ক'র্ব্বে বাবু?

প। ঐতো তোর রোগ? ফস্ ফস্ ক'রে চটে যাস্! আচ্ছা আচ্ছা—রাত্তির বারোটার পর যাব—কি বলিস্—এ্যাঁ

গুল্। তুই এক্ষুনি যা না ভাই-তোকে তো আর জোর ক'রে ধ'রে রাখতে পার্ব্বনা!

প। এ্যাঁ—তাতেও খুসী নোস? আচ্ছা—দুটোর পর ছেড়ে দিবি? মাইরি ব'লছি—অতগুলু টাকা পাব—রোজ রোজ ভাঁড়াভাঁড়ি ক'চ্ছে—আজকে নির্ঘাস্ দেবে ব'লেছে—গিয়ে নিয়েই চ'লে আস্‌ব?

গুল্। কে টাকা দেবে? আচ্ছা—আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাস্ দিকি!

প। (জিব কাটিয়া) আরে ছিঃ—বেবুশ্যে নিয়ে ভদ্রলোকের বাড়ী যাব কি বল্! ইস্—(জিব কাটন)

গুল্। রাত দুটোর সময় ভদ্রলোকের বাড়ীতে টাকা আনতে

যাবি ? কা'কে এত ন্যাকা বোঝাচ্ছিস্ রে পতিত ? আজ আমি তোকে কিছুতেই ছাড়বো না। দ্যাখ্ দিকি—তোর জন্যে কত সাজসজ্জা ক'ল্লুম—নিজের হাতে কত রকম রেঁধে রাখলুম! এই দ্যাখ্—নতুন বাজার থেকে কত ফল এনে রেখেছি—আর তুই একদিনও কি আমার সঙ্গে সুব্যবহার ক'র্ত্তে পারিস্ না ?

প। আচ্ছা—যা—তোরই কথা রইল—আজ রাতটা আর কোথাও যাচ্ছিনি! এখন একটু ঢাল দিকি—

গুল্। বো'স্—এইখানেই মাচুর পেতে রেখেছি—ঘরের ভেতোর বড় গরম! তুই মদ ঢাল্, আমি ফলগুলু ছাড়াই। (উভয়ের উপবেশন)

প। তোকে আজ বেড়ে দেখাচ্ছে কিন্তু—হ্যা—হ্যা—হ্যা—(মদ্য পান ও দান)

গুল্। তুই কি ভাই আমায় সুনজরে দেখিস্ ? (বঁটী লইয়া ফল কাটিতে আরম্ভ)

(অন্তরালে কনকের প্রবেশ)

ক। (স্বগতঃ) উঃ--দেখ একবার শালীর কাণ্ডখানা! বেটা ছোটলোকেরও আস্পর্দ্ধা দেখ—

গুল্। হ্যাঁরে পতিত! টাকা দু'হাজার নিয়ে কি ক'ল্লি সত্যি বল্ দিকি—

প। কেন ? তুই কি টাকা ফেরৎ নিবি ? বল্ আমি এখুনি এনে দিচ্ছি—হ্যাঁ—

গুল্। না--না--তোকে যখন দিয়েছি তখন ফেরৎ নোবো কেন ?

এই নে—খা (পতিতকে ফল খাওয়াইয়া দেওন) পেঁপেটা কেমন মিষ্টি বল দিকি—

প। তোফা—বড় ফাষ্ট কেলাস !

গীত।

তোর, হাতের ফল কি মিষ্টি !
তোর আদরে আছি মরে, তুই যেন "মা—ষষ্ঠী" ॥
শত্রুর মুখে দিয়ে ছাই,
তোর গতর সুখে থাকুক ভাই,
কত, আমার মতন জগাই মাধাই. চায় তোর কৃপাদিষ্টি ;
ক'রে, মাঝে মাঝে মধুবিষ্টি, রক্ষে করিস, চিষ্টি ॥

ক। (স্বগতঃ) উঃ—বেটা গয়লার ছেলে কি অদৃষ্টটাই ক'রেছিল। আমার ঘরের মাগ কখনো আমাকে এতটা তোয়াজ করেনি——

প। হ্যাঁরে—সে কনক ছোঁড়াটা আজ আসেনি ?

গুল্। আসে রোজই একবার ক'রে—তা আমি ঘরে ব'স্‌তেই দিইনা ! সে যদি পায়ে ধরার রকমটা দেখিস্ !

প। এ ব্যাটা কিন্তু আচ্ছা ঠকানটা ঠকেছে ! সে কায়েৎ শালা দশ হাজার টাকা খুব গ্যাঁড়া ক'ল্লে কিন্তু ! শালা ভারি ওস্তাদ !

গুল্। এমন জান্‌লে আমি কেশবটাকে একটু লয় দিয়ে ভুলিয়ে রাখতুম ! দশহাজার টাকা—বাপ !

প। তুই এই কনক ছোঁড়াটাকে কি একদিনও ব'স্‌তে দিস্‌নি ?

গুল্। হ্যাঁ—বোয়ে গেছে ব'স্‌তে দিতে ! ওর আর আছে কি ? এখনও রোজ ভাল কথায় ব'লছি—এ'বার একদিন বংশীকে দিয়ে অপমান ক'রে তাড়াতে হবে—

(কনকের প্রবেশ)

ক। অপমান ক'র্ব্বে বই কি! নেমকহার'ম—

প। ওরে বাবা—শালা ভূত নাকি? রাম—রাম—রাম—

গুল্। তুমি যে বড় গট্ গট্ ক'রে একেবারে ওপোরে চ'লে এলে?

ক। তোমার শ্রাদ্ধ ক'র্ত্তে! হারামজাদি! হয় আমার টাকা ফিরিয়ে দে—নয় তুই আমার হ'।

গুল্। কিসের টাকা তোমার? আমি কোথা থেকে টাকা দোবো?

প। আরে কোথাকার ছ্যাঁচড়া ভদ্রলোক তুমিগো বাবু! টাকা দিয়ে ফেরৎ নিতে চাও—ছ্যা—ছ্যা—

ক। আচ্ছা—টাকা চাইনি! আমার যথাসর্ব্বস্ব—যা কিছু আছে সব এনে দোবো—আজ না হয়, দুদিন বাদে দোবো! চুরী জোচ্চুরী বাটপাড়ি ক'রে টাকা এনে তোকে দোবো, গুল্‌জার! তুই আমার হ'—আমি তোর জন্যে ম'র্ত্তে ব'সেছি—

গুল্। যাও—যাও—ন্যাকামো ক'র্ত্তে আর জ্যায়গা পাওনি? যাও—চলে যাও! ওরে অ বংশী—

প। আরে মাগী—বংশীকে ডাক্‌ছিস্ কেন—আমি ব্যাটাকে দুই রদ্দা ঝেড়ে একেবারে সদর রাস্তা পার ক'রে দিচ্ছি! নিকালো শালা—

ক। বটেরে শূয়ার—আমাকে এতটা অপদার্থ মনে ক'রেছ? আজ সব খুন ক'র্ব্ব—(বটী লইয়া পতিতকে প্রহারোদ্যত)

প। ওরে বাবারে—শালা কোথাকার খুনেরে—

(পতিতের পলায়ন)

গুল্। ওমা—কোথা থেকে সর্ব্বনেশে খুনে এসেছেগো। পাহারোলা পাহারোলা—

ক। পাহারাওয়ালা ডাক্‌বে বইকি—শালী—তোমাকে কি আমি অল্পে ছাড়বো—(বঁটীর আঘাত)

গুল্। (পতিত হইয়া) উঃ—মাগো—

ক। এমন সয়তানি আমার সঙ্গে—(পুনঃ পুনঃ বঁটীর আঘাত)

(পাহারাওয়ালা, ইনস্‌পেক্টর, জমাদার, বংশী ইত্যাদি)

সকলে। আরে—খুন—খুন—খুন কিয়া হ্যায়—পাক্‌ড়ো শালাকো—

(কনককে ধৃত করণ)

জমা। হুজুর! আওরাৎ একদম্ মর্ গিয়া—

ইনস্। খুন ক'ল্লে কেনহে ছোক্‌রা?

ক। বেশ করিছি!

ইন্‌স্। চল ফাঁসিতে ল'টকে দিই! আসামীকো চালান দেও—হিসাব কর্‌কে গহনা চিজ উজ সব লিখায়ে দেও—খবরদার!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রবোধের অন্তঃপুর।

সদানন্দ ব্রহ্মচারী ও নির্ম্মলা।

নি। না বাবা—আরতো তোমাকে ছেড়ে দোবোনা। আর আমি তোমার কোন কথা শুনব না। কতকাল—কতকাল আমাদের মায়া পরিত্যাগ ক'রেছিলে, একবার কি আমার জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদেনি? বাবা! সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ক'রেছ, পৃথিবীর কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সকলকে দয়া কর—অভাগিনী কন্যার প্রতি এত নিদয় কেন?

স। নিমু! মা আমার! সত্যই আমি তোর নির্ম্মম নিষ্ঠুর পিতা! কুক্ষণে আমার কন্যা হ'য়ে আমার বংশে তুই জন্মগ্রহণ ক'রেছিলি? পিতৃমাতৃস্নেহ এ জীবনে কখনো পেলিনি! কিন্তু মা—তোর ভাবনা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তো আমার হৃদয় হ'তে অপসারিত হয়নি! তোরই মায়ায় আকৃষ্ট হ'য়ে আবার আমি জনসমাজে লোকালয়ে ভণ্ড সন্ন্যাসীর বেশে অবস্থান ক'চ্ছি।

নি। বাবা! ওকথা বোলোনা! তোমার মুখে ও সমস্ত কথা শুনলে আমার প্রাণে বড় কষ্ট হয়! তোমার মতন পিতা কোন কন্যার আছে? এত স্নেহ, এত মমতা, এত আদর—

আর কোন পিতা জানে কি? আর মা আমার সতী সাবিত্রী—তোমার মতন স্বামীর কোলে মাথা রেখে স্বর্গে চলে গেছেন! আশীর্ব্বাদ কর বাবা—আমি যেন মার মতন পুণ্যবতী হই!

স। মা! আমি মহাপাপী—আমার আশীর্ব্বাদের কি কোন জোর আছে! তোর গর্ভধারিণীর পুণ্যেই তোর চিরদিন মঙ্গল হবে—তুই চিরায়ুষ্মতী হ'য়ে পরম সুখে স্বামী নিয়ে দিন যাপন ক'র্ব্বি।

নি। বাবা! আমার মনের অবস্থা আজ কাল বড়ই মন্দ! তোমার কৃপায় সংসারে অর্থের কোনরূপ অভাব না থা'কলেও আত্মীয় স্বজন আমাদের কেউ নেই! এত বড় বাড়ী যেন জনশূন্য ব'লে মনে হয়! একা বাস ক'র্ত্তে যেন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে! আমার একজন সম্পর্কে ননদ ছিলেন—একজন দিদিশাশুড়ী ছিলেন—তাঁ'রা সম্প্রতি কাশীবাস ক'র্ত্তে গেছেন। তা'তেই বাড়ী একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে!

স। কি ক'র্ব্বি মা? শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে দেওয়াও ভাল নয়। যেমন করে হোক্—বাস ক'র্ত্তেই হবে। অর্থের সচ্ছলতা হ'লে কত আত্মীয় এসে জুটবে মা--তা'র জন্যে তুই ভাবিসনি! আর আমার আশীর্ব্বাদে তুই সুন্দর সন্তান প্রসব কর্—তা'রাই তোর সংসার পরিপূর্ণ ক'র্ব্বে—গৃহের শোভাবর্দ্ধন ক'র্ব্বে—

নি। বাবা! আমি তোমার সঙ্গে কিছু দিন তীর্থ দর্শনে যাব—তুমি দয়া ক'রে আমাদের নিয়ে চল বাবা—

স। সে বিষয়তো আমি প্রবোধের সঙ্গে স্থির ক'রেছি মা। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদের নিয়ে যাত্রা ক'র্ব্ব!

নি। বাবা! বেলা হ'ল—আমি তোমার হবিষ্যের যোগাড় ক'রিগে—

স। আমি গঙ্গাস্নানে যাই মা—

নি। এস বাবা—একটু শিগ্গীর এস, তুমি বড় দেরি কর—

(সদানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রস্থান)

নি। মা সর্ব্বমঙ্গলা! তোমার শ্রীচরণকৃপায় পৃথিবীতে সকলই সম্ভব! তোমার কৃপাগুণে দীনহীন পথের ভিখারীও রাজ্যেশ্বর হয়, পঙ্গুতে গিরিলঙ্ঘন ক'র্ত্তে পারে, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ হয়! তোমারই মঙ্গল ইচ্ছায় আমার হৃদয়ের সকল কামনা পূর্ণ হ'য়েছে! এখন এই ভিক্ষা দাও মা—যেন সম্পদে বিপদে তোমার চরণে আমাদের স্বামীস্ত্রীর দৃঢ়মতি থাকে। মা! দয়াময়ি! অভাগিনীর কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর—

(প্রবোধের প্রবেশ)

প্র। প্রণাম কর নির্ম্মলা! ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে, মা জগজ্জননীর শ্রীচরণোদ্দেশে বারবার প্রণাম কর! তুমিই মার আদরের পাত্রী! পুণ্যবতী সতী তুমি—তোমার সমস্ত প্রার্থনায় তিনি কর্ণপাত ক'র্ব্বেন। আমি মহাপাতকী—তাঁ'র করুণালাভে আমার কোন অধিকার নাই।

নি। প্রাণেশ্বর! তোমার পুণ্যেই আমি পুণ্যবতী! তোমার শ্রীচরণতলে আশ্রয় লাভ ক'রে আমার সকল ধর্ম্ম পালন ক'চ্ছি—তোমার মানে আমি মানিনী, তোমার আদরে আমি আদরিণী—তোমার সোহাগে আমি সোহাগিনী! তোমার গুণের কাছে আমার গুণের কি তুলনা হয়? ছি—

প্র। নির্ম্মলা! সকল সুখ, সকল সম্পদ আবার তো ফিরে পেলুম! দম্ভ ক'রছি না,—জটিল সংসারের সকল শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে, মনকে দমন ক'র্ত্তে বোধ হয় সক্ষম হ'য়েছি মা জগদম্বার কৃপায়—আশা করি—আর কখনো কুচিন্তা হৃদয়ে স্থান পাবেনা—আর কখনো তোমার মনে ব্যথা দোবোনা! কিন্তু মনে একটা বড় খেদ রইল নির্ম্মলা! অভাগিনী মা যদি আমার আজ জীবিতা থাকৃতেন—তা'হ'লে কি সুখের—কত আনন্দের হ'ত?

নি। তিনি স্বর্গে ব'সে তো সকলই দেখ্‌তে পাচ্ছেন,—তবে আর তোমার ক্ষোভের কারণ কি প্রভু?

প্র। ঠিক বলেছ—মা আমার বড় ক্ষমাময়ী, তিনি নিশ্চয় আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'র্ব্বেন—

নি। বাবার সঙ্গে তীর্থে যাবার সমস্ত স্থির ক'রেছ?

প্র। নিশ্চয়। সুকুমার বলে মাসখানেকের মধ্যে এদিকের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে সকলে একত্রে রওনা হব।

নি। সর্ব্বপ্রথমে কাশীতে হিমুঠাকুরঝি—ঠাকুরমার সঙ্গে কাশীতে দেখা কর্ত্তে হ'বে।

প্র। সে আর বেশী কথা কি নির্ম্মলা? বাস্তবিক ব'লছি—হিমু চলে গিয়ে বাড়ীটা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকৃছে। আহা! অভাগিনী চিরবিধবা—কাশীবাসই তার পক্ষে শ্রেয়ঃ!

(নেপথ্যে কার্ত্তিক—প্রবোধ দাদা ঘরে আছেন?)

প্র। কেও—কার্ত্তিক? এসনা ভাই—তোমার লজ্জা কি?

নি। আমি যাই—বাবার হবিষ্যের উদ্যোগ করিগে—

(নির্ম্মলার প্রস্থান)

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কা। প্রবোধ দাদা—সুকুমার বাবু কোথায় বলুন দিকি—

প্র। কেন—কেন কাতু ভাই—কি হয়েছে ?

কা। সর্ব্বনাশ হয়েছে—কনক বাবু খুন ক'রে গ্রেপ্তার হ'য়েছেন—

প্র। এঁ্যা—সেকি ? কনক ? খুন—কাকে ?

কা। সেই বেশ্যা মাগী—গুলজারকে !

প্র। কবে—কখন—এঁ্যা—কনক খুন ক'রেছে ?

কা। একেবারে তখুনি মরে গেছে ! বিপিনদাদা সুকুমার বাবুকে খুঁজছে—আমাকে আপনার কাছে খবর দিতে ব'ল্লে—

প্র। ধরণী কাকা খবর পেয়েছেন ?

কা। ওদিকেও মহাবিপদ ! শুনলুম—ধরণী বাবুর ভয়ঙ্কর জ্বর বিকার—তিনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছেন !

প্র। হা জগদীশ্বর ! পাপের এমন হাতে হাতে কঠোর শাস্তি ? চল—চল—ব্যাপারটা দেখি—

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ ভগ্নবাটী।

শশী ও মাধবের প্রবেশ

শ। আমি তোকে ব'লছি—এই বাড়ীতে সে শালা লুকিয়ে আছে—আমি বেশ পাকা খবর নিয়েছি।

মা। তোমার জ্বালায় আমার প্রাণান্ত হ'ল শশী! সে চোর—পুলিসের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়ে র'য়েছে—তা'কে তোমার খোঁজবার দরকার কি?

শ। তোকে আমি পেরে উঠ্‌লুমনা বাবা! বলি—সে ব্যাটা যখন আসামী হ'য়েছে—চোর ব'লে যখন পুলিস তা'কে ধাওয়া ক'রেছে—তখন টাকাগুলো তো আর তা'র কোন কাজে লাগবে না! কেন বাবা পুলিসের পেট ভরাবে? আয়, দুই বন্ধুতে মিলে শালার কাছ থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে স'রে পড়ি। গুল্‌জার বেটী খুন হ'য়েছে—কনকও ফাঁসি চ'ল্ল—দোস্‌রা একটা আড্ডা পেতে দুই বন্ধুতে নির্ঝঞ্ঝাটে আমোদ ক'রিগে চল্‌!

মা। পার ভালই। কিন্তু তা'র দেখা পাচ্ছ কোথায়? আর দেখা পেলেও—সেকি তেম্‌নি ছেলে যে, টাকাগুলি তোমাকে আমাকে হাতে তুলে দেবে?

শ। তুই চুপ্ কর্—আমার কেরামতি থাকে, আমি আদায় ক'রে নোবো! ওরে দেখ্ দিকি—কে এক ব্যাটা সন্ন্যাসীর মতন আস্‌ছেনা? চল্ চল্ একটু গা ঢাকা দিই—

স্বা। কেশব ব্যাটা বোধ হয় হে! ব্যাটা সাজগোছ ক'রে খুব ভোল ফিরিয়েছে—

শ। তুই চ'লে আয়না – সকল কথায় ওস্তাদি মারিস্ কেন বাবা?

(উভয়ের অন্তরালে অবস্থান)

(কেশবের ছদ্মবেশে প্রবেশ)।

কে। ব্যস্ বাবা–প্যাঁজ পয়জার দুই! টাকার পোঁটলা—যথাসর্ব্বস্ব-মায় পরণের কাপড় খানি পর্য্যন্ত গঙ্গাসাগরের সাধু বাবাজী দু'ছিলিম গাঁজা টানিয়ে বেমালুম বাটপাড়ী ক'রে নিয়ে স'রলেন! আর কি! এইবার ব্যোম্ ব্যোম্ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে ন্যাংটা বাবাজী হ'য়ে পুরুষোত্তম যাত্রা ক'রি। আর যাবই বা কোন্ চুলোয়? দু'চার দিন দেখছি, গোয়েন্দা দু-একব্যাটা এই অঞ্চলে পায়-চারী ক'চ্ছে! লোহার বেড়ী পরালে ব'লে। দিব্যি ভগবানের লীলাখেলাটা দেখা গেল বাবা! ফাঁকতালে টাকার আণ্ডিল হাতে গুঁজে দিলেন—তা'রপর গালে দুটী থাপ্পড় মেরে আবার কেড়ে নিলেন! আমি ব্যাটা যে গঙ্গারাম—সেই গঙ্গারাম! আরে ছাই—এরকম দেওয়াই বা কেন, আর নেওয়াই বা কেন? আছে বইকি—ওপোরে একব্যাটা বিয়াল্লিসকর্ম্মা ব'সে আছে বইকি! নইলে কি লোকজন সব মিথ্যে মিথ্যে ডেকে হেঁকে মরে?

(মাধব ও শশীর প্রবেশ)

শ। প্রভূ। প্রণাম—একটু পায়ের ধূলো দিন—

কে। (স্বগত) আমর্—এ শালারা যে এখানেও এসে জুট্‌ল? (প্রকাশ্যে বিকৃতস্বরে) কোন্ হ্যায়রে বেটা—

আ। তোমারা গর্ভের সন্তান হ্যায় বাবা! আর ঢং ক'রে কাজ নেই—

শ। খুব তোয়ের ছেলে কেশব! ক'ল্লি—ক'ল্লি—একবার আমাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ক'ল্লে তোকে এমন বিপদে পড়তে হ'ত না! আমরা তিনজনে মিলে যাহোক একটা বন্দোবস্ত ক'রে সব ফ্যাঁসাদ কাটিয়ে ফেল্‌তুম! হাজার খানেক টাকা ঘুস্, ব্যস—আর কে পায়!

কে। বাবা! তোমরা আমার চেয়েও নচ্ছার! টাকার গন্ধে এখানেও আমাকে ধাওয়া ক'রেছ? তা আর তো বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না! আছে এই সাততালি দেওয়া গেরুয়াখানি—এটী নিয়ে সুখী হও—আমি এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি—

আ। বলি, টাকাগুলো আছে না সব উড়িয়ে শেষ ক'রেছ?

শ। আরে রাম ক'হ, এর মধ্যে ওড়াবে কি? অতগুলো টাকা—পনের ষোল হাজার টাকা—কেমন হে কেশব?

কে। বেশী হবে দাদা! গ'ণবার অবকাশ পাইনি।

শ। কোথায় রেখেছ?

কে। গঙ্গাসাগরে।

আ। কেন—কা'র কাছে পাঠালে?

কে। পাঠাতে হয়নি! তা'রা আমার আশ্রয় বড় নিরাপদ মনে না ক'রে, দু'জন সাধুর সঙ্গে তীর্থ পর্য্যটন ক'র্ত্তে গেছে।

শ। এ্যাঁ—চুরী গেছে নাকি?

কে। না—চুরীর পর যা হয়—বাটপাড়ী গেছে দাদা—

শ। সত্যি মা ধাপ্পাবাজী? কোথায় পুঁতে রেখেছ বুঝি? আরে বলনা ছাই—তোমার ভাল হবে। কিছু আমাদের দাও—আমরা যাহোক ক'রে তোমার ওয়ারেণ্ট্‌খানা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা চরিত্র ক'রি।

কে। আর তোমাদের ওয়ারেণ্ট্‌ কাটাতে হবেনা—সে সব আপনা আপনিই কেটে যাবে—

(ডিটেক্‌টিভ্‌ পুলিস, পাহারাওয়ালা ও সুকুমারের প্রবেশ)

ডি-পু। কি বলেন সুকুমার বাবু! এই লোক তো?

সুকু। তার আর সন্দেহ আছে?

ডি-পু। পাকৃড়াও— (কেশবকে ধৃতকরণ)

কে। কষ্ট কোরোনা দাদা—আমি মরা হাতী—লাখটাকার সম্পত্তি তোমাদের!

ডি-পু। এ দু'জনকেও বাঁধ—

মা ও শ। এঁ্যা—এঁ্যা—আমরা নই—

সুকু। তোমরা নও কেন? তোমরা চোরের সঙ্গে বসবাস ক'চ্ছ—তোমরা সাধু নাকি?

মা। সুকুমার বাবু! আপনার দুটি পায়ে ধ'চ্ছি—আমি কিছু জানিনা। আমাকে এই শশী—জোর ক'রে এখানে বেড়াতে নিয়ে এসেছে—

শ। দোহাই ব'লছি দাদা—চুরি জচ্চুরির ধার দিয়েও কখনো যাইনি! কনকের দশহাজার টাকা নিয়ে কেশব পালিয়ে এসেছে—তা'র টাকাটা যদি কোন রকমে আদায় ক'র্ত্তে পারি—তাই বন্ধুর উপকার ক'র্ত্তে এসেছিলুম—

কে। দেখ বাবা—আমি তো গিছি! কিন্তু তোমরা কেন মিথ্যে

কথা ব'লে নিজেদের সাধুগিরি ফলাচ্ছ ? কনকের উপকারের জন্যে টাকা আদায় ক'র্ত্তে এসেছ—না নিজেদের পেট ভরাতে এসেছ বাবা ?

সুকু। বাঃ—বেশ সুন্দর দল বেঁধেছিলে কেশব ! নিজেতো জেলে চ'ল্লে—আবার যা'র পরকাল খেয়েছ সেই কনকও ফাঁসি চ'ল্ল ! কেশব ! সত্য ব'লছি—তোমায় দেখে আমার প্রাণে বড় দুঃখ হ'চ্ছে ! যথার্থ তুমি এ সংসারে অতি হতভাগ্য ! জগদীশ্বর তোমার প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন, তাঁর দয়া তুমি কখনো লাভ ক'ল্লেনা ! এত গুলি টাকা চুরি ক'রে সংগ্রহ ক'রেছ, কিন্তু কি সুখ ভোগ ক'ল্লে ভাই ?

কে। সুখের মধ্যে এই যে, অনর্থের মূল সমস্ত অর্থগুলির হস্ত থেকে সম্প্রতি মুক্তিলাভ ক'রেছি। দু'ব্যাটা সাধু আমার সে পাপের বোঝা ঘাড়ে ক'রে স'রে গেছে। সুকুমার বাবু ! মনে ক'র্ব্বেন না যে আমার প্রাণে কোন রকম দুঃখ বা ভয় হ'চ্ছে ! যে একটু আধটু পাপ করে, তা'র প্রাণে নানারকম দুর্ভাবনা—নানা অশান্তি ! পাপ ক'রে ক'রে আমি পাষাণ হ'য়ে গেছি। নির্ব্বিকার—কোন রকম বিকার আর আমাতে নেই। অনেক রকম দেখা গেল—জীবনটা একঘেয়ে হ'য়ে গেছে, একটু যাত্রা বদ্‌লে আসা ভাল। 'সু' কিম্বা 'সৎ' বলে কিছু আছে—কখনো তা জানবার অবকাশও হয়নি ! এ জন্মেতো হ'ল না—দেখি পরজন্মে যদি কিছু হয় !

সুকু। তোমার কথায় আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগ্‌ছে সত্য, কিন্তু তোমার মঙ্গলের জন্য তোমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা আবশ্যক। অতএব তোমার শাস্তিগ্রহণ করাই উচিৎ।

মাধব--শশী! যদি এখনও ভাল চাও—যদি মনুষ্য ব'লে সমাজে পরিচয় দিতে ইচ্ছা কর, যদি এসংসারে শান্তিলাভের বাসনা থাকে—যাও—সৎসঙ্গে মিশে সৎ হ'য়ে সৎপথে থাকগে। নইলে কেশব কনকের মতন তোমাদেরও পরিণাম অতি নিশ্চিত! মশাই! এদের দু'জনকে ছেড়ে দিন—আসামী নিয়ে যান———

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠগর্ভাঙ্ক।

জেলের অভ্যন্তর।

কনক।

ক। কে কাঁদছে? মা? ওকে? চপলা? হাতে বড় লেগেছে? গয়না দেবেনা? না দাও—কি ক'র্ব্ব? বাবা! কি ব'লছেন বাড়ী থেকে বেরুব'না? কা'রও সঙ্গে মিশবনা? ওকি গুলজার—তুমি এমন বিকট হাস্‌ছ কেন? তোমার বিছানায় একটু শুই! ইস্—ইস্—গুল্‌জার! তোমার ঘরে চাদ্দিকে এত রক্ত কেন? আমি যে দেখতে পারিনা—দেখ্‌তে পারিনা—চোক বুঁজে থাকি—

(চক্ষুমুদ্রিত করিয়া শয়ন)

(জেলার সাহেব, প্রবোধ, বিপিন ও সুকুমারের প্রবেশ)

জে। It is useless to appeal for him Babu—I tell you honestly.

সুকু। But is His Lordship bent upon hanging him ?

জে। Yes ! At least his judgment shows he wants to set an example to the students—who spoil themselves in this way.

প্র। হায়—হায়—সুকুমার! আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে ভাই! আহা—দেখ দেখ—ধরণীকাকা কত আদরে কত যত্নে পালন ক'রেছেন—একবার তা'র অবস্থাটা দেখ—

সুকু। উঃ—হা জগদীশ্বর!, কনক বাবু! কনক বাবু!

ক। আঃ—প্রাণটা জুড়োলোরে? কেও? সুকুমার বাবু? আমাকে মাপ কর্ব্বেন না? কেন বাবু—আপনিতো দয়াময়! একে? একে? আমার দাদা? আমার অন্নদাতা? আমার দেবতা? দাদা—প্রবোধ দাদা! তুমি এসেছ—তুমি আমার জন্যে কাঁদছ? আঃ—তবেতো আমি স্বর্গে যাব—নিশ্চয়ই যাব! দাদা! পায়ের ধূলো দাও দাদা!

প্র। ভাই—ভাই—কনক! তোকে যে চিরদিন আমি সত্যি সত্যিই মার পেটের ভাই বলে জান! তোর এমন দশা যে আর দেখতে পারিনা ভাই! আমি কোন মুখ নিয়ে কাকার কাছে যাব? কোন মুখে কাকীমাকে সান্ত্বনা দোবো? কেমন করে অভাগিনী ছোট বৌমার প্রাণ বাঁচাব?

ক। কেন দাদা—কাঁদছ কেন? তুমি রইলে, সুকুমার বাবু রইলেন, তাঁদের কিসের ভাবনা ভাই? আমার মতন অসৎ চরিত্রের যা হওয়া উচিৎ তা'তো ঠিকই হয়েছে দাদা! বিপিন! ভাই! বড় ভাগ্যবান তুমি—মহা পুণ্যবান তুমি—তাই এমন সঙ্গ লাভ ক'রেছ। ভাই! আমি চল্লুম! যে যেখানে বন্ধুবর্গ আছে সকলকে ব'লে দিও যে, চিরদিন একা থাকতে হয় সেও বরং ভাল—তবু যেন কেউ কখনো ভুলে অসৎসঙ্গের ছায়া পর্য্যন্ত না স্পর্শ করে! যেন সকলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে সৎসঙ্গলাভের চেষ্টা করে! যেন সকলে

প্রাণে প্রাণে বোঝে, ইহলোকে পরলোকে একমাত্র গতি মুক্তি সৎসঙ্গ! বোলো ভাই—সকলকে আমার দৃষ্টান্ত দিয়ে বোলো, সংসারে অসৎসঙ্গের ভয়ঙ্কর পরিণাম!

মুকু। পিতামাতা বড় সাধ ক'রে পুত্রকে লালন পালন করেন, বড় আশা করেন যে পুত্র সৎ হয়ে, বিদ্বান হয়ে, দশজনের একজন হয়ে সংসারে তাঁদের মুখোজ্জ্বল কর্ব্বে—বংশের গৌরব হবে, কিন্তু হায়! কতকগুলি অসৎসঙ্গের প্রভাবে তাঁদের সকল সাধে বাদ ঘটে! যথার্থই এমন সাধে বাদ বড়ই হৃদয়বিদারক বড়ই যন্ত্রনাদায়ক—বড়ই ভয়ানক!!!

যবনিকা।

সমাপ্ত।